বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>188 >>06 Boisakh 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ১৮৮ >> << ০৬ই, বৈশাখ ১৪৩০>>

সম্পর্কের বরফ গলায় সৌদি বাদশাহকে সফরের আমন্ত্রণ ইরানের

তেহরান ঃ ইরান সোমবার বলেছে, গত মাসে দুই পক্ষের মধ্যে একটি আপোষ চুক্তির পর দেশটি সৌদি বাদশাহ সালমানকে তেহরান সফরের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। শিয়া ধর্মগুরু নিমর আল নিমরের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পর,এর প্রতিবাদে বিক্ষোভের সময় তেহরানে সৌদি দূতাবাস এবং উত্তরপশ্চিমাঞ্চলীয় শহর মাশহাদে কনস্যুলেট ভবনে হামলা হয়। এর পর সৌদি আরব ২০১৬ সালে ইরানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রকের মুখপাত্র নাসের কানানি সোমবার বলেন, প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি সৌদি বাদশাহকে ইরান সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। মুখপাত্র আশা প্রকাশ করেছেন যে, ইরান এবং সৌদি আরব, চীনের মধ্যস্থতায় সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী, নির্ধারিত ৯ মে-এর মধ্যে তাদের নিজ নিজ কূটনৈতিক মিশন আবার চালু করবে। সাম্প্রতিক দিনগুলোতে দুই দেশের প্রতিনিধিদল রিয়াদ এবং তেহরানের দূতাবাস এবং জেদ্দা ও মাশহাদে তাদের কনস্যুলেটগুলো আবার খোলার প্রক্রিয়া শুরু করার লক্ষ্যে সেগুলো পরিদর্শন করেছে।

বাজার দর
SENSEX : 59567.80 -159.21
NIFTY : 17618.75 -41.40

রাঁচি PARA UPDATE

	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
	39.00 °c	26.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18.11 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05.24 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 55,070 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 52,450 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 67,400 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

জি৭ পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা রাশিয়া ও চীন নিয়ে উদ্বেগের বিষয়টি উল্লেখ করলেন

কারুইজাওয়া ঃ জাপানে গ্রুপ অব সেভেন নেশনস (জি৭) সংগঠনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠক শেষে মন্ত্রীরা ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধের প্রতি নিন্দা জানান এবং বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জগুলোর মোকাবিলায় চীনকে সংযুক্ত করার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি উল্লেখ করেন। এক সম্মিলিত বার্তায় জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক স্বাস্থ্য নিরাপত্তা বিষয়ে চীনের সঙ্গে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখের পাশাপাশি মন্ত্রীরা পূর্ব ও দক্ষিণ চীন সাগরে চীনের ভূমিকা ও তাইওয়ানের প্রতি দেশটির মনোভাব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন জানান, চীনের বিষয়ে উদ্বেগ এবং এসব উদ্বেগ দূর করার সম্ভাব্য উপায় নিয়ে ব্রিটেন , কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি ও জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনায় তিনি অসামান্য অভিন্নতা খুঁজে পেয়েছেন। চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রকের মুখপাত্র ওয়াং ওয়েনবিন সংবাদদাতাদের জানান, জি৭ এর বার্তায় জাপানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হয়েছে এবং অশুভ উদ্দেশ্য নিয়ে তাদের দেশের অপমান করা হয়েছে। জি৭ মন্ত্রীরা তাদের বার্তায় জানান, তারা রাশিয়ার বিরুদ্ধে বিধিনিষেধকে আরও কঠোর করার প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ আছেন এবং রাশিয়া এবং অন্যান্যরা যাতে এসব উদ্যোগকে এড়িয়ে যেতে না পারে, সেটা নিশ্চিত করতে নিজেদের মাঝে সমন্বয় অব্যাহত রেখেছেন। মন্ত্রীরা বলেন, রাশিয়াকে তাৎক্ষণিক ও নিঃশর্তভাবে ইউক্রেন থেকে সকল বাহিনী ও সরঞ্জাম সরিয়ে নিতে হবে। যতদিন প্রয়োজন হয়, ততদিন পর্যন্ত আমরা ইউক্রেনকে সুরক্ষা দেওয়া, দেশটির মুক্ত ও গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা এবং ভবিষ্যতে রাশিয়ার আগ্রাসন ঠেকানোর জন্য টেকসই নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক ও সাংগঠনিক সহায়তা অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার আবারও ব্যক্ত করছি। ব্লিংকেন জানান, গত বছর ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার পূর্ণ মাত্রার আগ্রাসন বিষয়ে জি৭ সদস্যরা বিশ্বকে মনে করিয়ে দেবে, কারা আগ্রাসনকারী এবং কারা ভুক্তভোগী। তিনি আরও জানান, বিশ্বের যেসব অঞ্চলের মানুষের সবচেয়ে বেশি পরিমাণে খাদ্য প্রয়োজন, সেখানে ইউক্রেন থেকে শস্য রপ্তানি ঠেকিয়ে রেখে রাশিয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করছে।

চিদম্বরম পুত্রের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

মুম্বাই ঃ আইএনএক্স মিডিয়াকে ইউপিএ আমলে বিশেষ সুবিধা পাইয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ।

মঙ্গলবার ইউপিএ আমলের অর্থমন্ত্রী তথা কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা পি চিদম্বরমের পুত্র কার্তি চিদম্বরমের ১১ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে সিবিআই। বলা হয়েছে ১১ কোটি চার লাখ টাকার সম্পত্তি লেনদেন করা যাবে না।

অভিযোগ, ইউপিএ আমলে লাইসেন্স পেয়েছিল আইএনএক্স মিডিয়া। পিটার মুখার্জি এবং তার স্ত্রী ইন্দ্রাণী এরপর শিনা বোরা হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার হয়। তাদের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ সামনে আসে। সে সময়েই সিবিআই অভিযোগ করে, আইএনএক্স মিডিয়াকে নিয়ম বহির্ভূতভাবে সাহায্য করা হয়েছিল। এবং তা করেছিলেন সাবেক অর্থমন্ত্রী চিদম্বরমের ছেলে কার্তি। সেই মামলাতেই এদিন এই পদক্ষেপ নিল সিবিআই। কর্ণাটক এবং তামিলনাড়ুতে কার্তির চারটি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ওই সম্পত্তিগুলি আপাতত কার্তি বেচাকেনা করতে পারবেন না।

সিবিআই সূত্র জানিয়েছে, বাবার ক্ষমতা ব্যবহার করে ওই সময় কার্তি তিন কোটি ৬০ লাখ টাকার বিনিময়ে আইএনএক্স মিডিয়াকে বিশেষ সুবিধা করে দিয়েছিলেন। ওই টাকা কোথায় গেল, তার তদন্তে নেমেই এদিন কার্তির ১১কোটির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। বস্তুত, এর আগেও কার্তির বহু কোটির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল।

এখানেই শেষ নয়, কার্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ, আইএনএক্সের আয়কর ফাঁকির তদন্ত আটকানোর জন্য বিপুল টাকা ঘুষ নিয়েছিলেন তিনি। সেই মামলায় ২০১৯ সালে স্বয়ং পি চিদম্বরমকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। পরে ইডিও তাকে জেরা করেছিল।

নিরাপত্তা সংকট নিয়ে উত্তর কোরিয়ার সতর্কবার্তা, যুক্তরাষ্ট্র ও মিত্রদের মহড়া

পিয়ংইয়ং ঃ যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ কোরিয়া এবং জাপান সোমবার একটি যৌথ ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা মহড়া পরিচালনা করেছে। উত্তর কোরিয়ার ক্রমবর্ধমান পারমাণবিক অস্ত্র সম্ভার মোকাবেলার লক্ষ্যে এই মহড়া পরিচালনা করা হয়। উত্তর কোরিয়ার শীর্ষ এক সেনা কর্মকর্তা যুক্তরাষ্ট্রকে সতর্ক করেন যে, তারা পরিস্কারভাবে একটি নিরাপত্তা সংকট এবং অপ্রতিরোধ্য হুমকির ঝুঁকি দেখতে পাচ্ছেন। এর পর এই যৌথ মহড়া অনুষ্ঠিত হলো। গত সপ্তাহে উত্তর কোরিয়া প্রথমবারের মতো কঠিন জ্বালানি দ্বারা চালিত একটি আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপন করে। এই উৎক্ষেপণটি ছিলো কয়েক বছরের মধ্যে সবচেয়ে উস্কানিমূলক অস্ত্র প্রদর্শন। এই ক্ষেপণাস্ত্রকে আরো দ্রুতগতির, সনাক্ত করতে কঠিন এবং এটি সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রের মূল ভূখণ্ডের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করতে সক্ষম বলে বিবেচনা করা হচ্ছে। দুই দফা মহড়া, উত্তর কোরিয়ার মধ্যে আক্রমন্নাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। এশীয় মিত্রদের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক মহড়াকে আক্রমণের মহড়া হিসেবে দেখে উত্তর কোরিয়া। আর, উত্তর কোরিয়া তার নিজস্ব অস্ত্র বিকাশকে ত্বরান্বিত করার অজুহাত হিসেবে এই ধরণের মহড়াকে ব্যবহার করছে। এর মধ্য দিয়ে একটি প্রতিশোধ চক্র তৈরি হচ্ছে, যার ফলে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছে। নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবে উত্তর কোরিয়াকে যেকোনো ধরণের ব্যালিস্টিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। কিন্তু, গত বছরের শুরু থেকে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা চালিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও, চীন এবং রাশিয়ার ভেটোর কারণে উত্তর কোরিয়ার ওপর নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে ব্যর্থ হয় নিরাপত্তা পরিষদ। ২০২২ সালের শুরু থেকে এ পর্যন্ত, উত্তর কোরিয়া তার নজিরবিহীন অস্ত্র পরীক্ষায় বিভিন্ন পাল্লার ১০০টির বেশি ক্ষেপণাস্ত্র সমুদ্রে নিক্ষেপ করেছে। উত্তর কোরিয়া পারমাণবিক অস্ত্রসম্ভার সৃষ্টির করার চেষ্টা করছে, যার মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিবেশী দেশগুলো এবং যুক্তরাষ্ট্রকে হুমকি দিতে পারে।

বেইজিংয়ের হাসপাতালে আগুন, মৃত অন্তত ২৯

বেইজিং (এজেন্সী) ঃ ভয়াবহ আগুন বেইজিংয়ের একটি হাসপাতালে। রোগীদের বের করে আনা হয়েছে। এখনো পর্যন্ত ২৯ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মঙ্গলবার স্থানীয় সময় দুপুর ১টা নাগাদ বেইজিংয়ের পরিচিত হাসপাতাল চ্যাংফেং থেকে উদ্ধারকারী দলের কাছে ফোন যায়। বলা হয়, ভয়াবহ আগুন লেগেছে হাসপাতালটিতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দমকল এবং উদ্ধারকারী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। বহু রোগীকে উদ্ধার করা হয়। কিন্তু ২৯ জনকে বাঁচানো যায়নি। তাদের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধারকারীরা এখনো তল্লাশি চালাচ্ছেন। ভিতরে কোনো রোগী আটকে আছেন কিনা, খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আগুন লাগার কারণ এখনো স্পষ্ট নয়। কর্তৃপক্ষ এখনো এ বিষয়ে কোনো বিবৃতি দেয়নি। যে ভিডিওগুলো পাওয়া গেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, ধোঁয়ায় ভরে গেছে হাসপাতালের ভিতর। রোগী এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা বিছানার চাদর বেয়ে জানলা দিয়ে নামার চেষ্টা করছেন। কেউ কেউ জানলার বাইরে লাগানো এসি'র উপর আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করছেন। মঙ্গলবার রাতে আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে বলে স্থানীয় প্রশাসন সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছে।

জনসংখ্যা | ভারতের তুলনায় চিনা নাগরিকদের গড় বয়স অনেকটা বেশি

বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশ ভারত দাবি রাষ্ট্রসঙ্ঘের রিপোর্টে

নির্মাল্য গাঙ্গুলী

দুর্গাপুর ঃ ১৪২.৮৬ কোটি জনসংখ্যা নিয়ে চিন'কে ছাড়িয়ে ভারত বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের রিপোর্ট প্রকাশ। বুধবার ১৯শে এপ্রিল প্রকাশিত ইউএনএফপিএ'র'দ্য স্টেট অফ ওয়ার্ল্ড পপুলেশন রিপোর্ট, ২০২৩'অনুসারে - ভারতের জনসংখ্যা ১৪২৮.৬ মিলিয়নে পৌঁছেছে যেখানে চিনের জনসংখ্যা ১,৪২৫.৭ মিলিয়নে দাঁড়িয়েছে, যা ২.৯ মিলিয়নের পার্থক্য।

চিন নয়, বরং ভারতই এখন বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশ। এমনই দাবি করা হয়েছে রাষ্ট্রসংঘের পপুলেশন ফান্ড সংগঠন বা ইউএনএফপিএ'র রিপোর্টে। রিপোর্ট অনুযায়ী, বর্তমানে ভারতে চিনের থেকে ২৯ লাখ বেশি মানুষ আছে। বুধবার ইউএনএফপিএ'র প্রকাশিত 'দ্য স্টেট অফ ওয়ার্ল্ড পপুলেশন রিপোর্ট, ২০২৩'-এ দাবি করা হয়েছে, ভারতের বর্তমান জনসংখ্যা ১৪২ কোটি ৮৬ লাখ। এদিকে চিনের জনসংখ্যা ১৪২ কোটি ৫৭ লাখ। অর্থাৎ, চিনেক থেকে ভারতের জনসংখ্যা এখন ২৯ লাখ বেশি।

প্রসঙ্গত, ১৯৫০ সালে জনসংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করেছিল রাষ্ট্রসংঘ। এরপর থেকে এই প্রথমবার চিনের জনসংখ্যাকে ছাপিয়ে গেল ভারত। এদিকে এই বিষয়ে ইউএনএফপিএ'র মিডিয়া উপদেষ্টা অ্যানা জেফেরিস একটি ইমেলে ভারতীয় মিডিয়া হাউস হিন্দুস্তানটাইমসকে বলেছেন, 'কবে ভারত চিনকে ছাপিয়ে দিয়েছে, সেই নির্দিষ্ট সময়টা স্পষ্ট নয়। দেশগুলি থেকে যে ডেটা সংগ্রহ করা হয়েছে, তার সময় কিছুটা ভিন্ন। যার কারণে সরাসরি তুলনা করা কঠিন হতে পারে।'

রাষ্ট্রসংঘের তরফে জানানো হয়েছে, গতবছর চিন তাদের জনসংখ্যার শৃঙ্গে উঠেছিল। তবে তারপর থেকে তাদের দেশের জনসংখ্যা কমতে শুরু করেছে। এদিকে ভারতের জনসংখ্যা ঊর্ধ্বমুখী। যদিও ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৯৮০ সাল থেকে নিম্নমুখী। ইউএনএফপিএ'ররিপোর্টে বলা হয়েছে যে ভারতের জনসংখ্যার ২৫ শতাংশ ০ থেকে ১৪ বছর বয়সের মধ্যে, ১০ থেকে ১৯ বছর বয়সের নাগরিক জনসংখ্যার ১৮ শতাংশ, ১০ থেকে ২৪ বছর বয়সের মানুষের সংখ্যা ২৬ শতাংশ, ১৫ থেকে ৬৪ বছর বয়সিদের সংখ্যা ৬৮ শতাংশ এবং দেশের জনসংখ্যার মাত্র ৭ শতাংশ ৬৫ বছরের ওপরে। এদিকে চিনে ০ থেকে ১৪ বছর বয়সের মধ্যে নাগরিকদের সংখ্যা ১৭ শতাংশ, ১০ থেকে ১৯ বছর বয়সের নাগরিক জনসংখ্যার ১২ শতাংশ, ১০ থেকে ২৪ বছর বয়সের মানুষের সংখ্যা ১৮ শতাংশ, ১৫ থেকে ৬৪ বছর বয়সিদের সংখ্যা ৬৯ শতাংশ এবং দেশের জনসংখ্যার ১৪ শতাংশ ৬৫ বছরের ওপরে। অর্থাৎ, সেদেশের ২০ কোটি মানুষ ৬৫ বছর বয়সের ওপর।

এদিকে ভারতের তুলনায় চিনা নাগরিকদের গড় বয়স অনেকটা বেশি। চিনে গড়ে মহিলারা বাঁচেন ৮২ বছর, পুরুষরা বাঁচেন ৭৬ বছর। এদিকে ভারতে গড়ে মহিলারা বাঁচেন ৭৪ বছর এবং পুরুষরা বাঁচেন ৭১ বছর। এদিকে ভারতের জনসংখ্যার সিংহভাগ যুব সম্প্রদায়ের হওয়ায় তা ভারতীয় অর্থনীতিকে সাহায্য করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এদিকে চিনের ক্ষেত্রে জনসংখ্যার একটা বড় অংশ বৃদ্ধ হওয়ায় তা দেশের অর্থনীতির ওপর বড় বোঝা বলে মনে করা হচ্ছে।

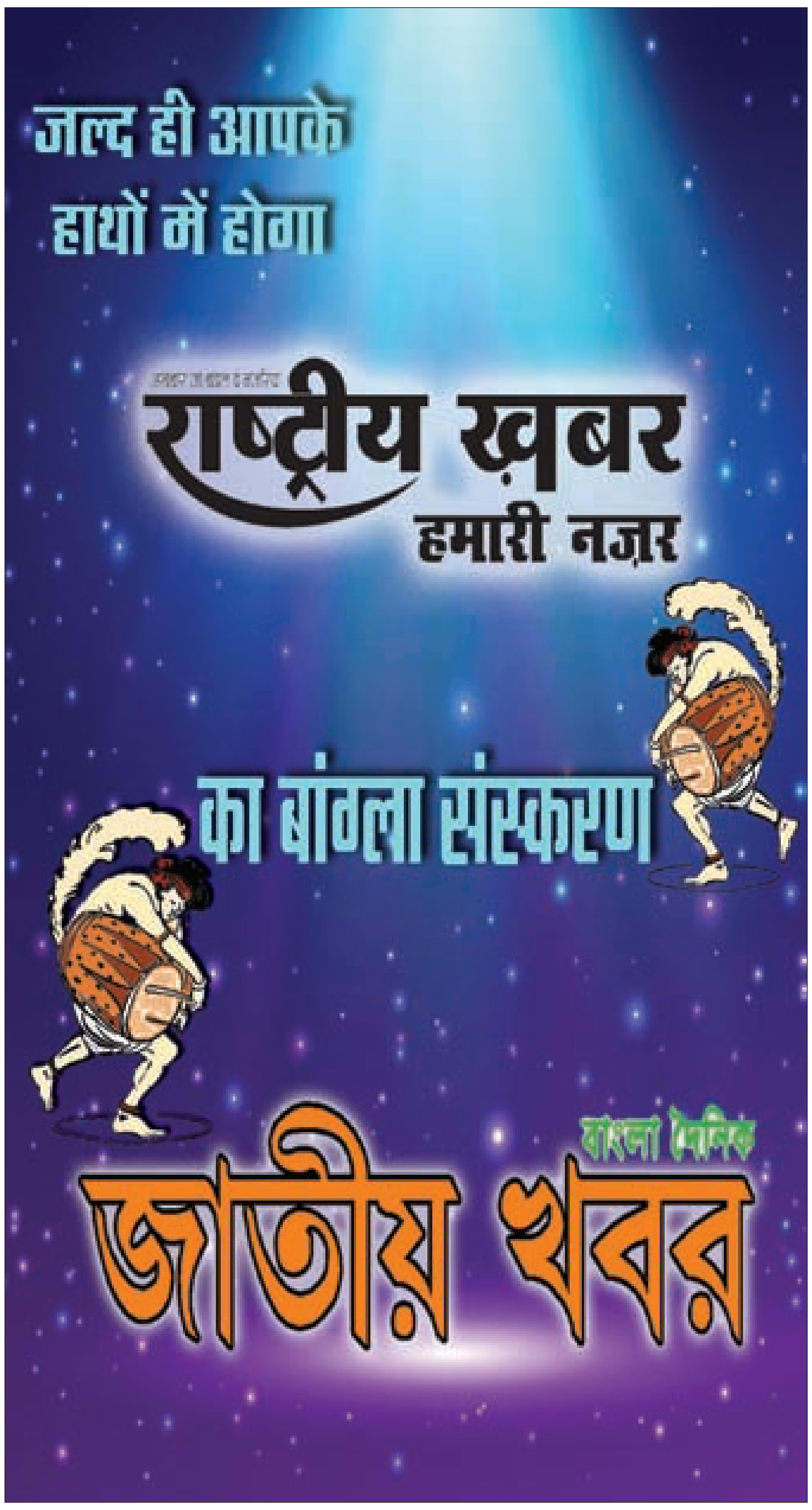

চলে গেলেন কোডারমার সাহিত্য সংস্কৃতিমনস্কা বর্ষিয়সী মহিলা জয়ন্তী ব্যানার্জি

কোডারমা।কোডারমার অন্যতমা বয়জ্যেষ্ঠা বাসিন্দা জয়ন্তী ব্যানার্জি(৮১) আজ সকাল প্রায় ছটা নাগাদ ইহজগতের মায়া কাটিয়ে অমৃতলোকে প্রস্থান করেছেন। তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথেই যেন একটি যুগের অবসান হল। তাঁর বহু স্মৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে এই অঞ্চলগরীর সাথে। এই রুচিশীলা, মৃদুভাষিনী, অনন্য ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী প্রয়াতা জয়ন্তী দেবী মৃত্যুকালে রেখে গেছেন দুই পুত্র, পুত্রবধূদ্বয় এবং পৌত্রপৌত্রী সহ অন্যান্য আত্মীয় পরিজন। জ্যেষ্ঠপুত্র উদয় ব্যানার্জি সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত এবং কনিষ্ঠ পুত্র উৎস ব্যানার্জি প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। স্বামী হাজারীলাল ব্যানার্জী পূর্বেই প্রয়াত হয়েছেন।

এই মৃত্যু সংবাদ শুনে কাতারে কাতারে মানুষ কোডারমা অবস্থিত তাঁর বাসভবনে উপস্থিত হন। শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তত্ত্ববিদ্যা সমিতি হরিসভার সভাপতি সনৎ কুমার দাঁ, রিনা দাঁ, তপন মন্ডল, সুখেন মন্ডল,অপরূপ সরকার ,অনুজ ব্যানার্জি অর্ঘ ব্যানার্জি, অসীম সরকার,অমিত সহানা, কুন্তল ব্যানার্জি, অরুণ চন্দ্র,রামলখন সিং, রমেশ প্রজাপতি

ঝাড়খণ্ড বাঙালি সমিতি কোডারমা শাখার প্রাক্তন সভাপতি প্রণব চ্যাটার্জী, উৎপল সামন্ত সভাপতি ড অমিয় বিশ্বাস, সম্পাদক উত্তম চ্যাটার্জী ,অশোক দাশগুপ্ত ,রবীন্দ্রচন্দ্র দাস, অলক সরকার, বিমল চ্যাটার্জী, ড. অভিজিৎ রায়, প্রদীপ সাহা, দাশরথি ব্যানার্জি নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন কোডারমা শাখার কর্মাধ্যক্ষ কল্যাণ মজুমদার, বিপুল গুপ্ত, সুনীল দেবনাথ ,কমল দত্ত নিমাই চন্দ্র দাস, উত্তম দাস পাল, চন্দ্রানী সরকার, কল্যাণী সাহা, স্বপন দে ভ্রমর রায় ,অনুপ সরকার প্রমুখ স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ।

রাস্তার ধারে পড়েছিল অসুস্থ এক মহিলা, তাঁকে চিকিৎসার করাল লায়ন্স ক্লাব অফ ফালাকাটার সদস্যরা

আলিপুরদুয়ার ঃ রাস্তার ধারে পড়েছিল অসুস্থ এক মহিলা।তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্য এগিয়ে এল লায়ন্স ক্লাব অফ ফালাকাটার সদস্যরা। ঘটনাটি ঘটে আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটা শহরের।স্থানীয় সূত্রের খবর, এদিন ফালাকাটার ধুপগুড়ি মোড় বাজার সংলগ্ন এলাকায় এক অসহায় অসুস্থ মহিলাকে রাস্তার পাশে পড়ে থাকতে দেখেন বাসিন্দারা। পরে লায়ন্স ক্লাব অফ ফালাকাটার সদস্যদের খবর দেওয়া হয়। এদিকে লায়ন্স ক্লাব অফ ফালাকাটার সদস্য ও স্থানীয়দের সহায়তায় অসুস্থ ওই মহিলাকে নিয়ে আসা হয় ফালাকাটা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। বর্তমানে অসুস্থ ওই মহিলা ফালাকাটা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জানা গিয়েছে, অসুস্থ ওই মহিলার নাম মুখী সান্তাল। তার বাড়ি ফালাকাটা ব্লকের তাসাটি চা বাগানে। এদিকে লায়ন্স ক্লাব অফ ফালাকাটার সদস্যদের এহেন ভূমিকায় প্রশংসায় ফালাকাটাবাসী।

স্থায়ীকরণ সহ ৪ দফা দাবিতে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে অচলাবস্থা, ১৪৫ অস্থায়ী মাহুত ও পাতাওয়ালারা কাজ বন্ধ করে দেন

আলিপুরদুয়ার ঃ শুক্রবার থেকে স্থায়ীকরণ সহ চার দফা দাবিকে সামনে রেখে অনির্দিষ্টকালের কর্ম বিরতিতে নামলেন জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের ১৪৫ জন অস্থায়ী মাহুত ও পাতাওয়ালা। ফলে চূড়ান্ত অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান জুড়ে। ওই আন্দোলনের কারনে বন্ধ রয়েছে পর্যটকদের জন্যে হাতি সাফারি। সঙ্গে মুখথুবড়ে পড়েছে জঙ্গল সুরক্ষার কাজ। অস্থায়ী মাহুত ও পাতাওয়ালাদের অভিযোগ এই অগ্নিমূল্য বাজারে তাঁদের মাত্র ৭২৪০ টাকা মাসোহারা দেয় বনদপ্তর। ১৯৯৭ সালের পর থেকে এখনও পর্যন্ত স্থায়ী মাহুত ও পাতাওয়ালাদের শূন্য পদে বন্ধ রয়েছে নিয়োগ প্রক্রিয়া। এছাড়াও তাঁদের আরও অভিযোগ যে, জঙ্গল সুরক্ষার কাজে গিয়ে কোনো দুর্ঘটনায় মাহুত ও পাতাওয়ালাদের মৃত্যু হলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের কাউকে কাজ দেওয়া হয় না। শুধুমাত্র বিমার টাকা দিয়ে দায় সারে বনদপ্তর। আন্দোলনকারীরা হুমকি দিয়েছেন যে, তিনদিনের মধ্যে তাঁদের দাবি গুলিকে গুরুত্ব দিয়ে বনদপ্তর আলোচনায় না বসলে তাঁরা তিনদিন পর থেকে কুনকি হাতিদের খাওয়াদাওয়া ও দেখভালের সমস্ত দায়িত্ব ছেড়ে দেবেন। তাতে অভুক্ত থাকতে হবে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের ৭৮ টি পোষা হাতিকে। ইতিমধ্যেই আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় তীব্র দাবদাহ শুরু হয়েছে রাজ্য জুড়ে। ওই পরিস্থিতিতে অস্থায়ী মাহুত ও পাতাওয়ালারা যদি হাতিদের দেখভালের পরিষেবা বন্ধ করে দেন তবে বেকায়দায় পড়তে হবে অসহায় কুনকি হাতিদের। কারন দৈনিক একটি পূর্ণ বয়স্ক হাতির কমপক্ষে একশো লিটার পানীয় জল ও এক কুইন্টাল ঘাস বিচালির প্রয়োজন হয়, সঙ্গে রয়েছে স্নানের জলের যোগান। সব মিলিয়ে জঙ্গল সুরক্ষার কাজ ভেঙে পড়ায় চোরা শিকারিরা যে মাথাচারা দিয়ে উঠবে না, তেমন আশঙ্কাকেও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। যদিও অস্থায়ী মাহুত ও পাতাওয়ালাদের ওই অনড় অবস্থান নিয়ে বনকর্তাদের কোনোরকম প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

বিজেপির বুথ মিটিয়ে হামলা করার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে! আহত ১ বিজেপির বুথ সভাপতি

কোচবিহার ঃ আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর মারুগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের ৮ ১০০ নম্বর বুথে বিজেপির বুথ মিটিং চলাকালীন বিজেপি কর্মীদের ওপর লাঠি সোটা নিয়ে অতর্কিত হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল স্থানীয় তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘটনায় যখম এক বিজেপির বুথ সভাপতি। বিজেপির অভিযোগ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ। আহত ওই বিজেপির বুথ সভাপতি কে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে। ৮১০০ নম্বর বিজেপির বুথ সভাপতি রবীন্দ্র কাজী বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। গোটা ঘটনায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে তুফানগঞ্জ থানায়। এই ঘটনার পর আজ ওই বিজেপি কর্মীর সঙ্গে দেখা করতে তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে যান নাটাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক মিহির গোস্বামী

গুরুদুয়ারায় পালিত হল বৈশাখী উৎসব

শিলিগুড়ি ঃ শিখ সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে প্রতিবছর ১৪ই এপ্রিল দিনটিকে নতুন বছরের আহবানে বৈশাখী উৎসব হিসেবে পালন করা হয়। শুক্রবার শিলিগুড়ির সেবক রোড গুরুদ্বারে বৈশাখী উৎসব উদযাপন করা হয়। এই দিন লঙ্গর খানায় খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এদিন গুরুদুয়ারের পক্ষ থেকে গুরু প্যারিসিং জি বলেন প্রতিবছর নতুন ধানের চাল থেকে বৈশাখী উদযাপন করা হয়। এদিন শিলিগুড়ির গুরুদুয়ারায় উপস্থিত হন শিলিগুড়ি পুরো নিগমের মেয়র গৌতম দেব ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার উপস্থিত ছিলেন মানিক দে, ও সঞ্জয় পাঠক । বৈশাখী উদযাপন বিষয়ে গৌতম দেব সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান।

চোপড়ার চা বাগানে শুটআউট, গুলিতে জখম মহিলা শ্রমিক

উত্তর দিনাজপুর ঃ চা বাগানে শুটআউট। গুলিতে জখম হয়েছেন এক মহিলা শ্রমিক। বৃহস্পতিবার রাতে চোপড়া থানার হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি চা বাগানে ঘটনাটি ঘটেছে। গুলিবিদ্ধ মহিলাকে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্র পাঠানো হয়েছে। চোপড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। শ্রমিকদের একাংশের অভিযোগ, বাগান বিক্রির চেষ্টা চলছে। কাজ হারানোর ভয়ে তাঁরা আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। বেশ কিছুদিন ধরে বাগানে আন্দোলন চলছে। দখলদারি রুখতে শ্রমিকরা বাগান চত্বরে ঘাঁটি গেড়ে রয়েছেন। অভিযোগ, শ্রমিকদের উচ্ছেদ করতে চাইছে দুষ্কৃতীরা। তাই ভয় দেখাতেই এদিন গুলি চালানো হয়েছে।

আলিপুরদুয়ার জেলা জুড়ে শুক্রবার ভীম রাও আম্বেদকরের জন্ম জয়ন্তী পালিত হল

আলিপুরদুয়ারঃ আলিপুরদুয়ার জেলা জুড়ে শুক্রবার ভীম রাও আম্বেদকরের জন্ম জয়ন্তী পালিত হল। পালিত হয় প্রতিটি ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মধ্য দিয়ে ভীমরাও আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তী পালিত হয়। কালচিনি চৌপথি এলাকায় বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের পক্ষ থেকে জন্মজয়ন্তী পালিত হয় ।আলিপুরদুয়ার শামুকতলা এলাকায় পশ্চিমবঙ্গ সামাজিক ন্যায় মঞ্চের পক্ষ থেকে ১৩২তম জন্ম জয়ন্তী উদযাপন করা হলো । উপস্থিত ছিলেন সামাজিক ন্যায় মঞ্চের আলিপুরদুয়ার ২নং ব্লক সভাপতি প্রশান্ত বিশ্বাস ও সুনীল কুমার সিংহ সহ অন্যান্যরা।

বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম এক পুলিশ অফিসার সহ এক সিভিক ভলেন্টিয়ার

শিলিগুড়ি ঃ জানা যায় এদিন সকালবেলা জরুরী কাজে ঘোষপুকুর পুলিশ ফাড়ির ইএ,স,আই শুভঙ্কর রায় ও সিভিক ভলেন্টিয়ার সাদ্দাম হোসেন দুজন একটি বাইকে করে ঘোষপুকুরের দিক থেকে ফুলবাড়ীর দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় কমলা বাগানে এলাকায় দুর্ঘটনা কবলে পড়েন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলের ছুটে আসে ঘোষপুকুর ফাঁড়ি পুলিশ। তড়িঘড়ি তাদের উদ্ধার করে ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়, আশঙ্কাজনক হয় তাদের রেফার করা হয়েছে। বর্তমানে তারা শিলিগুড়ি একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন রয়েছে। কিভাবে দুর্ঘটনা ঘটলো পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ।

এনআইএ মামলায় সুপ্রিম কোর্ট থেকে জামিন বিধায়ক অখিল গগৈর

সরকারের চক্রান্ত বিফল হয়েছে, এবার দু গুণ উৎসাহে বিজেপিকে শাসন ক্ষমতা থেকে উৎখাত করার অঙ্গীকার

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ অবশেষে জামিন পেলেন বিধায়ক অখিল গগৈ। এনআইএ মামলার ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট থেকে জামিন পেয়েছেন তিনি। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে শাসন ক্ষমতা থেকে উৎখাত করার জন্য এবার দু গুণ উৎসাহে তিনি কাজ করবেন বলে মন্তব্য করেছেন রাইজর দলের সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈ।। এবার তার আর কোন চিন্তা নেই এই কথা উল্লেখ করে তিনি সরকারের চক্রান্ত বিফল হয়েছে বলে ঘোষণা করেছেন। প্রসঙ্গত এর পূর্বে এনআইএ মামলায় একবার জামিন পাওয়ার পর কা আন্দোলনের সময় এই মামলাটি ফের একবার উত্থাপন করে তার বিরুদ্ধে নতুনভাবে মামলা করা হয়েছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন বিধায়ক অখিল গগৈ। তিনি বলেন তবে এবার এই মামলার শুনানি চলা পর্যন্ত পাকাপাকি ভাবে এক্ষেত্রে জামিন দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এই সংক্রান্তে সুপ্রিম কোর্টের রায়কে স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেন কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকার এবং এনআইএ তার বিরুদ্ধে গভীর চক্রান্ত রচনা করেছিল। কিন্তু অবশেষে এই চক্রান্তে অসফল হয়েছে সরকার। ফলে এবার নতুন উদ্যোগে সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়ে উঠবেন বলে ঘোষণা করেছেন তিনি। বিধায়ক অখিল গগৈ বলেন তিনি এর আগেও কোনদিন আপোষ করেননি এবং ভবিষ্যতেও এক্ষেত্রে আপোষ করবেন না। ২০২৪ সালে বিজেপিকে শাসন ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিতে ব্যাপকভাবে সরকারের বিরুদ্ধে অভিযান চালাবেন তিনি। ফলে তাকে আশীর্বাদ করার জন্য অসমবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন রাইজর দলের সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈ।

নতুন বছরে পুজো দিতে ভক্তদের ভিড় জলপাইগুড়ি মন্দিরে মন্দিরে । শুরু হয়েছে পুজো শনিবার সকাল থেকেই

জলপাইগুড়ি – বাংলার নতুন বছরে জলপাইগুড়ি শহরের যোগোমায়া কালি মন্দিরে পুজো দেওয়ার জন্য ভক্তদের ভিড় দেখা গেলো।এই দিন সকালে বিভিন্ন মন্দিরের সাথে সাথে যোগোমায়া কালি মন্দিরেও ভক্ত রা সকাল সকাল পুজো দেয়।কেউ বাড়ীর মঙ্গল কামনায় আবার কেউ তাদের প্রতিষ্ঠানের মঙ্গল কামনায় পুজো দিতে আসে।

উত্তরের জল জঙ্গল এবং প্রকৃতি রক্ষায় এবার বিশাল যজ্ঞের আয়োজন করল গেরুয়া শিবির

শিলিগুড়ি – উত্তরের জল জঙ্গল এবং প্রকৃতি রক্ষায় এবার বিশাল যজ্ঞের আয়োজন করল গেরুয়া শিবির। শনিবার বাংলা নতুন বছরের শুভারম্ভের প্রথম দিনই আনন্দময়ী কালী বাড়িতে যজ্ঞের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ সহ জেলা বিজেপির সাংগঠনিক কমিটির নেতৃত্বরা। শংকর ঘোষ বলেন, উত্তরের প্রকৃতি আমাদের গর্ব। তা রক্ষা আমাদের কর্তব্য। আর সেই লক্ষ্যেই এই যজ্ঞের আয়োজন

অন্যান্য জেলার পাশাপাশি মালদা জেলাতে ও বেশ কয়েকদিন ধরে প্রচন্ড দেবদাহে নাজেহাল আট থেকে আশি সকলেই

মালদা ঃঅন্যান্য জেলার পাশাপাশি মালদা জেলাতে ও বেশ কয়েকদিন ধরে প্রচন্ড দেবদাহে নাজেহাল আট থেকে আশি সকলেই। এই প্রচন্ড দাবতাহে অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হল এক সিভিক ভলেন্টিয়ারের। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে মালদা জেলার ইংরেজ বাজার থানার অন্তর্গত মিল্কির আট গামা নরহরপুর গ্রামে। মৃতদেহ আনা হলো সিভিক ভলেন্টিয়ারের মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মর্গে। পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা যায় মৃত সিভিক ভলেন্টিয়ারের নাম পাণ্ডব মন্ডল বয়স (৩৭)বছর। পরিবারের রয়েছে স্ত্রী নিরুপমা মন্ডল। পান্ডব মন্ডল মালদা পুলিশ লাইনে কর্মরত ছিলেন বর্তমানে। আজ নববর্ষ উপলক্ষে সে কাজের ছুটি নিয়েছিল বলে পরিবার সূত্রে জানা যায়। পরিবার সূত্রে আরও জানা যায় ছুটির দিন হিসেবে চাকরির পাশাপাশি চাষাবাদের কাজ করতেন পান্ডব মন্ডল নামে ওই সিভিক ভলেন্টিয়ার। আজ বাড়ি থেকে কিছুটা দূরেই নিজের জমিতে গিয়েছিল দেখাশোনা করতে। আর সেখানেই প্রচন্ড গরমের কারণে অসুস্থ হয়ে পড়ে ওই সিভিক ভলেন্টিয়ার। পরিবারের সদস্যরা তড়িঘড়ি খবর পেয়ে ওই সিভিক ভলেন্টিয়ার কে উদ্ধার করে নিয়ে যায় মিল্কি স্থানীয় হাসপাতালে। সেইখান থেকে কর্মরত চিকিৎসকেরা অবস্থার অবনতি হওয়ায় মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করে পাণ্ডব মন্ডলকে। মেডিকেল কলেজে আনার পরেই জরুরি বিভাগে কর্মরত চিকিৎসকেরা ওই সিভিক ভলেন্টিয়ার কে মৃত বলে ঘোষণা করে। মৃতদেহ টী উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়। এই খবর পেয়েই কান্নায় ভেঙে পড়েন সিভিক ভলেন্টিয়ার এর স্ত্রী সহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা। সিভিক ভলেন্টিয়ারের এক ভাই জানান আমার দাদা সিভিক ভলেন্টিয়ারের কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল। বর্তমানে তার ডিউটি ছিল মালদা পুলিশ লাইনে। আজ নববর্ষ উপলক্ষে দাদার ছুটি ছিল। আর এই ছুটির দিনেই দাদা আমাদের জমিতে দেখাশোনা করতে গিয়েছিল। সেখানেই প্রচন্ড গরমের কারণে দাদা অসুস্থ বোধ করে তড়িঘড়ি দাদাকে উদ্ধার করে প্রথমে মিল্কি হাসপাতালে আমরা নিয়ে যাই। সেইখান থেকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করে আমার দাদাকে। আমরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি আমার দাদার মৃত্যুর হাওয়াই পরিবারকে একটি সরকারি চাকরির দেওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি।

রামকৃষ্ণ মিশন কোচি কেন্দ্রের এবার ৭৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী, বেলুড় মঠের গঙ্গাজল পাঠানো হচ্ছে কোচিতে

কলকাতা ঃ রামকৃষ্ণ মিশন কোচি কেন্দ্রের এবার ৭৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে বেলুড় মঠের মায়ের ঘাট থেকে সংগৃহীত গঙ্গাজল পাঠানো হচ্ছে কোচিতে। কোচি শাখার পক্ষে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল তা গ্রহণ করেন। শুক্রবার সকালে এই উপলক্ষে রাজ্যপাল এসে পৌঁছান বেলুড় মঠে। সেখানে পৌঁছান কোচি আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী ভুবনাত্মানন্দ ও আশ্রমের ট্রাস্টি সদস্যরা। এই পুণ্য কলসটি কোচি আশ্রমের রামকৃষ্ণ মন্দিরের গর্ভগৃহে রক্ষিত হবে। বেলুড় মঠের ১২৫ তমকলকাতা ঃপ্রতিষ্ঠা দিবসের সমাবর্তন অনুষ্ঠানেও মাননীয় রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস রামকৃষ্ণ মিশন বলরাম মন্দিরে উপস্থিত থাকবেন। সে বিষয়েও বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীদের সঙ্গে রাজ্যপালের কথাবার্তা হয় বলে জানা গেছে।

শিলিগুড়ির সুকান্ত পল্লী এলাকায় এক গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের পর চাঞ্চল্য

শিলিগুড়ি ঃ গৃহবধূর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার কে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ালো শিলিগুড়ির সুকান্ত পল্লী এলাকায়। মৃত ওই গৃহবধুর নাম প্রিয়াঙ্কা দাস। জানা গিয়েছে মাস কয়েক আগে ওই এলাকারই এক যুবকের সাথে তার বিয়ে হয়। অভিযোগ বিয়ের পর থেকেই তার উপর নানা শারীরিক অত্যাচার চালাতো তা শ্বশুর বাড়ির লোকেরা। গতকাল রাতেও ওই গৃহবদের সাথে ঝামেলা হয় তার স্বামী ও শ্বশুরবাড়ি লোকের সাথে। অভিযোগ এরপরই গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে সে। এদিন ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ সমস্ত ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বিধাননগর থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে ১৫টি মহিষ সহ একটি ট্রাক আটক, চালক পলাতক

শিলিগুড়ি ঃ ফাঁসিদেওয়া ব্লকের সয়দাবাদ এলাকায় অভিযান চালায় বিধাননগর থানার পুলিশ। এরপর সেখান একটি ট্রাক আটক করে। এবং তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার মহিষ। তবে ট্রাকের চালক সুযোগ বুঝে পালিয়ে যায়। এরপর পুলিশ মহিষ বোঝাই ট্রাকটিকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। বিধাননগর থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ওই ট্রাক থেকে মোট ১৫টি মহিষ উদ্ধার হয়েছে। এবং উদ্ধার হওয়া মহিষ উত্তর দিনাজপুর জেলার সোনাপুর থেকে আসাম হয়ে বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

ভুয়া আধার কার্ড দেখিয়ে ভারত হয়ে নেপালে প্রবেশের অভিযোগে দুই বাংলাদেশিকে আটক করা হয়েছে

শিলিগুড়ি ঃ জাল আধার কার্ড দেখিয়ে ভারত হয়ে নেপালে ঢোকার সময় গ্রেপ্তার দুই বাংলাদেশি। শুক্রবার দুপুর তিনটে নাগাদ ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। জানা গিয়েছে গতকাল তারা নেপালে প্রবেশ করার সময় ভারত নেপাল সীমান্ত পানি ট্যাংকি এলাকায় এসএসবি, তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং সেই সময় তাদের কাছ থেকে পাওয়া যায় জাল আধার কার্ড। এরপরেই এস এস বি ওই দুজনকে খড়িবাড়ি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। এরপর তাদেরকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে এবং ধৃতদের আজ শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হয়।

লোকালয়ে বার্কিং ডিয়ার মাতৃস্নেহে অসুস্থ হরিণকে উদ্ধার করে প্রাণ বাঁচালেন এক মা

জলপাইগুড়ি । যেমন নাম তেমনি তার কর্ম পেশায় গৃহবধূ বছর ৪০ এর কৌশল্যা রায় । চোখের সামনে একদল কুকুর তাড়া করেছিল একটি হরিণকে সেই দৃশ্য ধরে রাখতে না পেরে নিজেই ছুটে গেলেন হরিণটিকে বাঁচানোর জন্য। অবশেষে জান প্রাণ দিয়ে হরিণটিকে মাতৃস্নেহ দিয়ে আগলে রেখে প্রাণ বাঁচালেন কৌশলা দেবী , তেল হলুদ দিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসাও করলেন তিনি ততক্ষণে পৌঁছে গেল বনদপ্তরের কর্মীরা।

স্থানীয় সূত্রে খবর আজ দুপুর নাগাদ সোনাখালীর জঙ্গল থেকে একটি পূর্ণবয়স্ক পুরুষ বার্কিং ডিয়ার লোকালয়ে চলে আসে। জলপাইগুড়ি জেলার ধুপগুড়ি ব্লকের সাঁকোয়াঝোড়া দুই নং গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর গোসাইরহাট পোস্ট অফিস পাড়ায়। সেখানে একদল কুকুর ওই হরিণটির পিছু ধাওয়া করে। এবং ঘাতক কুকুর হরিণটিকে আহত করে দেয়। এই দৃশ্য দেখে এলাকারই এক গৃহবধূ তড়িঘড়ি হরিণটিকে বাঁচানোর জন্য ছুটে যান। এবং মাতৃস্নেহ দিয়ে আগলে রেখে হরিণটির প্রাণ বাঁচালেন আর একমা কৌশল্যা রায়। খবর দেওয়া হয় বিন্নাগুরি? ওয়াইল্ড লাইভ স্কোয়াড কর্মীদের। তারা এসে আহত হরিণটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যান বিন্নাগুরিতে। জানা গেছে চিকিৎসায় সুস্থ করে হরিণটিকে জঙ্গলে ছাড়া হবে।

রায়গঞ্জ রিলায়েন্স জুয়েলার্স দোকানে দিবালোকে লক্ষাধিক টাকা লুট

উত্তর দিনাজপুর ঃ রায়গঞ্জের একটি স্বর্ণবিপনী সংস্থার দোকানে ডাকাতি। একেবারে দোকানের ভেতরে ঢুকে সর্বস্ব লুট করলো ডাকাতদল। রায়গঞ্জের এনএস রোডে অবস্থিত রিলায়েন্স জুয়েলস দোকানে এই ডাকাতির ঘটনাটি ঘটে।সকাল সাড়ে ১১ টা নাগাদ প্রথমে দুজন প্রবেশ করে ক্রেতা সেজে এরপর ওই দুজন আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে ভয় দেখায় তারপর আরও তিনজন মোট পাঁচজনের একটি দল দোকানের ভেতরে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে সর্বস্ব লুট করে।একেবারে দোকান ফাঁকা করে সব অলঙ্কার নিয়ে পালিয়ে যায় ওই ডাকাত দল। দিনে দুপুরে শহরের মধ্যে অবস্থিত অলংকারের দোকানে এই ধরনের ডাকাতির ঘটনায় রীতিমত আতঙ্কিত শহরবাসী।

নববর্ষের পাককালে পুরো বাংলা ক্রিড়া প্রেমি মানুষ ও খেলা সাথে যুক্ত সকল খেলোয়াড় আজকের এই বিশেষ দিনে বাড় পূজায় মেতে ওঠেন

শিলিগুড়ি ঃ বাংলা নববর্ষের পাককালে পুরো বাংলা ক্রিড়া প্রেমি মানুষ ও খেলা সাথে যুক্ত সকল খেলোয়াড় আজকের এই বিশেষ দিনে বাড় পূজায় মেতে ওঠেন।সূর্যনগর খেলার মাঠে বিবেকানন্দ ক্লাব মর্নিং সকার কোচিং সেঃটারের প্রতিটি খুঁদে খেলোয়াড় ও অন্যান্যরা মেতে উঠলেন এই বাড় পূজায়।পূজার শেষে সকলকে মিষ্টিমুখ করানো পাশাপাশি নববর্ষে পূর্ব লগ্নে সকলে মেতে ওঠেন।

সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব একটু ভিন্ন ভাবে বাংলা নতুন বছর ১৪৩০কে স্বাগত জানালেন

শিলিগুড়ি ঃ সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব একটু ভিন্ন ভাবে বাংলা নতুন বছর ১৪৩০কে স্বাগত জানালেন।১৪২৯ কে বিদায় জানাতে রাত জেগে মানুষের চলার পথকে রং তুলি দিয়ে সাজিয়ে তোলেন ক্লাব কতৃপক্ষ।আজ সকালে রবিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ফটোতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো পাড়ার কঁচিকাঁচাদের বসে আঁক প্রতিযোগিতা ও সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে বর্ষবরণ করলেন ।উপস্থিত ছিলেন ক্লাব সভাপতি অমর চন্দ্র পাল সম্পাদক মদন ভট্টাচার্য্য ২৩ নম্বর ওর্য়াডের পুরমাতা লক্ষ্মী পাল ও ক্লাবের অন্যান্য সদস্যরা।

সাতসকালে এক যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্যে ছড়ালো এলাকায়

জলপাইগুড়ি ঃ সাতসকালে এক যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্যে ছড়ালো এলাকায়। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছেসাতসকালে এক যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্যে ছড়ালো এলাকায়। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জের ভুটকি হাট এলাকায়। প্রথমে মায়ের নজরে পড়ে ছেলের ঝুলন্ত দেহ। মৃতের নাম রাজু দাস, বয়স ২৩ বছর। এক তরতাজা যুবকের এরকম মৃত্যুতে পরিবার সহ এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শংকর দাসের ছেলে রাজু মোবাইল দোকান করতেন। শুক্রবার রাত সাড়ে ১০ টা নাগাদ দোকান বন্ধ করে বাড়িতে আসেন রাজু। খাওয়া দাওয়া করে দাদার সঙ্গে এক ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন। সকালে তার মা ঘুম থেকে উঠে বাড়ির কাজকর্ম করছিলেন। হঠাৎ তার নজরে পরে বাড়ির একটি ফাঁকা ঘরে তার ছেলের দেহ ঝুলছে। মায়ের চিৎকার শুনে পরিবার ও প্রতিবেশীরা ছুটে এসে ওই ঘটনা দেখে অবাক হয়ে যান। পরিবারে কোনও অশান্তি নেই। কিন্তু তার ছোট ছেলের এমন ঘটনা হলো কেন তা বুঝতে পারছেন না। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে আমবাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। জেলার রাজগঞ্জের ভুটকি হাট এলাকায়। প্রথমে মায়ের নজরে পড়ে ছেলের ঝুলন্ত দেহ। মৃতের নাম রাজু দাস, বয়স ২৩ বছর। এক তরতাজা যুবকের এরকম মৃত্যুতে পরিবার সহ এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শংকর দাসের ছেলে রাজু মোবাইল দোকান করতেন। শুক্রবার রাত সাড়ে ১০ টা নাগাদ দোকান বন্ধ করে বাড়িতে আসেন রাজু। খাওয়া দাওয়া করে দাদার সঙ্গে এক ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন। সকালে তার মা ঘুম থেকে উঠে বাড়ির কাজকর্ম করছিলেন। হঠাৎ তার নজরে পরে বাড়ির একটি ফাঁকা ঘরে তার ছেলের দেহ ঝুলছে। মায়ের চিৎকার শুনে পরিবার ও প্রতিবেশীরা ছুটে এসে ওই ঘটনা দেখে অবাক হয়ে যান। পরিবারে কোনও অশান্তি নেই। কিন্তু তার ছোট ছেলের এমন ঘটনা হলো কেন তা বুঝতে পারছেন না। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে আমবাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।
বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।
মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।
কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।
সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।
কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।
তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।
ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।
মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।
কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

ইউক্রেনকে এখনো গোলাবারুদ দিতে নারাজ সুইজারল্যান্ড

সুইজারল্যান্ড ঃ 'নিরপেক্ষতা' সংক্রান্ত আইনের কারণে সুইজারল্যান্ড সংকটের সময় কোনো পক্ষকে অস্ত্র সরবরাহ করতে পারে না। ইউক্রেন সংকটের প্রেক্ষাপটে নতুন বিতর্কের মাঝে সুইস প্রেসিডেন্ট বার্লিন সফর করলেন।

ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে এক ধাক্কায় অস্ত্র, সামরিক সরঞ্জাম ও গোলাবারুদের চাহিদা বিশাল মাত্রায় বাড়িয়ে দিচ্ছে। সরকারি ও বেসরকারি অস্ত্র প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলি সেই চাহিদা মেটাতে হিমশিম খাচ্ছে। ফলে মজুত ভাণ্ডারের দিকে সবার আগে নজর পড়ছে। এমনকি রপ্তানি করা প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম আবার কিনে নেবার উদ্যোগ নিচ্ছে কিছু দেশ। জার্মানির মতো দেশ প্রথা ভেঙে যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র সরবরাহ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু ইউরোপের দেশ সুইজারল্যান্ড 'নিরপেক্ষতা' বজায় রাখতে এখনো বদ্ধপরিকর। জার্মানিসহ পশ্চিমা বিশ্ব ইউক্রেনের উপর রাশিয়ার একতরফা হামলার ক্ষেত্রে 'নিরপেক্ষতা'র কোনো অবকাশ দেখছে না। ইউক্রেনের সহায়তা না করা পরোক্ষভাবে রাশিয়াকে মদত করার সমান বলে তারা মনে করছে। পশ্চিমা বিশ্বের মতে, বল প্রয়োগ করে সীমানা বদলানোর এমন আচরণকে কোনোভাবেই প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। কারণ সে ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে অন্যান্য দেশের সার্বভৌমত্বও হুমকির মুখে পড়তে পারে।

সুইজারল্যান্ড এখনো সেই যুক্তি মেনে নিতে নারাজ। সরকার ও সংসদ ইউক্রেনে অস্ত্র সরবরাহ করতে অস্বীকার করছে। সে দেশের প্রেসিডেন্ট আল্যাঁ ব্যার্সে মঙ্গলবার বার্লিন সফরে এসে আবার ইউক্রেনকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়েছেন। উল্লেখ্য, সুইজারল্যান্ড ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ন্যাটোর সদস্য নয়। সুইস প্রেসিডেন্ট বলেন, দেশের আইন ভেঙে সরকার সংকটের কোনো পক্ষকে অস্ত্র সরবরাহ করবে, এমন প্রত্যাশা করা উচিত নয়। তিনি মনে করিয়ে দেন, যে সুইজারল্যান্ডে প্রস্তুত সামরিক সরঞ্জাম কেনার সময় ক্রেতাকে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে হয়, যে সেই সরঞ্জাম বিবাদমান পক্ষের হাতে পৌঁছবে না। বিদেশ থেকে আমদানি করা অস্ত্র ও গোলাবারুদ নতুন করে রপ্তানির ক্ষেত্রেও সেই বাধা রয়েছে। তবে সুইজারল্যান্ডেও বিষয়টি নিয়ে তর্কবিতর্ক চলছে বলে সুইস প্রেসিডেন্ট স্বীকার করেন। তবে সরকার ও সংসদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত রফা হলেও সেই প্রশ্নে গণভোটের সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে দীর্ঘ প্রক্রিয়ার শেষে গোটা পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যেতে পারে। আপাতত জার্মানি সুইজারল্যান্ডে মজুত গেপার্ড ট্যাংকের গোলাবারুদ ইউক্রেনে সরবরাহের জন্য চাপ দিচ্ছে। জার্মানি মোট ৩৪টি ট্যাংক ইউক্রেনের হাতে তুলে দিলেও মাত্র ৬০ হাজার রাউন্ড গোলাবারুদ সরবরাহ করতে পেরেছে। ডেনমার্ক ও স্পেনও ইউক্রেনকে ট্যাংক সরবরাহ করে সুইজারল্যান্ডের কাছে গোলাবারুদ সরবরাহের অনুরোধ করেছে। জার্মান চ্যান্সেলার ওলাফ শলৎস সুইজারল্যান্ডে বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত বিরোধিতা দূর হবে বলে আশা প্রকাশ করেন। সুইস প্রেসিডেন্টের সঙ্গে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, সবাই জানে ইউক্রেনের অস্ত্র ও গোলাবারুদের প্রয়োজন। সেই কারণে জার্মানি ঘাটতি মেটাতে একাধিকবার সুইজারল্যান্ডের কাছে গোলাবারুদ সরবরাহের অনুরোধ জানিয়েছে।

যুব কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীনিবাসের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার অভিযোগ অসম যুব কংগ্রেসের সভানেত্রী অঙ্কিতা দত্তের

দীর্ঘদিনের এই অভিযোগের পরেও রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা ওয়াদ্রা কোন ধরনের তদন্ত কমিটি গঠন না করায় ক্ষোভ

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ মহিলার আত্ম সম্মান এবং যথোপযুক্ত মর্যাদার ক্ষেত্রে সরব থাকা বলে ঘোষণা করা রাহুল গান্ধী এবং প্রিয়াঙ্কা ওয়াদরার দল কংগ্রেসে এবার মহিলা নেত্রীর উপর যৌন নির্যাতন হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। জাতীয় যুব কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীনিবাস ভদ্রভাতি ব্যাংকাটার বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগ উত্থাপন করেছেন ভুক্তভোগী অসম যুব কংগ্রেসের সভানেত্রী অঙ্কিতা দত্ত। দীর্ঘদিন ধরে অব্যাহত থাকা যৌন হেনস্তার বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব রাহুল গান্ধী এবং প্রিয়াঙ্কা ওয়াদরাকে অভিযোগ জানানোর পরেও আজ অব্দি কোন ধরনের তদন্ত কমিটি গঠন না হওয়ার ফলে ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন ভুক্তভোগী অসমের যুব কংগ্রেস সভানেত্রী অঙ্কিতা দত্ত।

প্রসঙ্গত যুব কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীনিবাস ভদ্রভাতি ব্যাংকাটা দীর্ঘদিন ধরে তার ওপর যৌন হেনস্থা করছেন বলে অভিযোগ উত্থাপন করে একগাদা টুইট করেছেন অসমের যুব কংগ্রেস সভানেত্রী অঙ্কিতা দত্ত। গুরুতর এই অভিযোগের বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন এর আগেও জাতীয় যুব কংগ্রেসের সভাপতি কেশব কুমারের বিরুদ্ধে সামাজিক মাধ্যমের মি টু হ্যাশট্যাগ অভিযানে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উত্থাপন হয়েছিল। এরপর বাধ্য হয়ে যুব কংগ্রেসের সভাপতির পদ থেকে তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এবার গত ছয় মাস যাবত বর্তমান যুব কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীনিবাস ভদ্রভাতি ব্যাংকাটা তার সঙ্গে মানসিক নির্যাতন, যৌন হেনস্থা এবং বৈষম্য মূলক আচরণ করছেন বলে অভিযোগ উত্থাপন করেন অঙ্কিতা দত্ত। এক্ষেত্রে অভিযোগ জানানোর পর তাকে চুপ থাকতে বলা হয়েছিল। কিন্তু দলীয় নেতা রাহুল গান্ধী এই প্রসঙ্গে কোন ধরনের তদন্ত করেননি বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন অসম কংগ্রেস সভানেত্রী।

অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির প্রাক্তন প্রয়াত সভাপতি অঞ্জন দত্তের কন্যা অঙ্কিতা দত্ত বলেন যুব কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীনিবাসের বিরুদ্ধে বারংবার অভিযোগ জানানোর পরেও কংগ্রেস নেতৃত্ব বিশেষ করে রাহুল গান্ধী এবং প্রিয়াঙ্কা ওয়াদরা তার বিরুদ্ধে কোন ধরনের তদন্ত কমিটি গঠন করেননি। অথচ এই কংগ্রেস নেতারাই মহিলার সুরক্ষা মহিলার মর্যাদার বিষয়ে মন্তব্য করেন। অঙ্কিতা দত্ত বলেন যুব কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীনিবাস ভাবেন যে কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্বের আশীর্বাদ পাওয়া তিনি একজন ক্ষমতাবান নেতা যিনি দলের মহিলাদের যৌন নির্যাতন সহ নানাভাবে হেনস্থা করতে পারেন। অসম যুব কংগ্রেসের সভানেত্রী বলেন তিনি একজন মহিলা নেত্রী। ফলে তিনি যদি এই নির্যাতনের বিরুদ্ধে মুখ না খোলেন তাহলে কংগ্রেস দলে যোগদান করার জন্য অন্যান্য মহিলাদের কিভাবে প্রেরণা দেবেন। দলের নেতা রাহুল গান্ধীর উপর তার দৃঢ় বিশ্বাস থাকার ফলে তিনি ভারত জড়ো যাত্রায় অংশগ্রহণের স্বার্থে জম্মুতে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে তিনি রাহুল গান্ধীকে যুব কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিবাসের অত্যাচার, নির্যাতন এবং অসভ্য ভাষা প্রযােগ করার ক্ষেত্রে সবিস্তার জানিয়েছিলেন। সেই অভিযোগের পর বর্তমান এপ্রিল মাস অব্যাহত রয়েছে অথচ শ্রীনিবাসের বিরুদ্ধে কোন ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন অঙ্কিতা দত্ত। এই গুরুতর অভিযোগ প্রসঙ্গে পদক্ষেপের আশায় দীর্ঘ কয়েক মাস যাবত নীরবে ছিলেন অসম যুব কংগ্রেস সভানেত্রী। কিন্তু এক্ষেত্রে কারো কোন আগ্রহ নেই বলে বুঝতে পেরে অবশেষে মুখ খুলেছেন অঙ্কিতা দত্ত। এক্ষেত্রে প্রিয়াঙ্কা ওয়াদরার 'লারকি হু লর সকতি হু' শ্লোগানের কি হলো সেই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন তিনি। অঙ্কিতা দত্ত বলেন বারংবার যুব কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিবাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানোর পরেও তিনি তার যাবতীয় কুকর্ম থেকে রক্ষা পেয়ে যাচ্ছেন। এভাবে মহিলাকে প্রত্যেকবার নির্যাতন এবং হেনস্থা করার পর এই ব্যক্তি কিভাবে রক্ষা পেয়ে যাচ্ছেন সেটা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন অসম যুব কংগ্রেস সভানেত্রী। অঙ্কিতা দত্ত বলেন গত চার প্রজন্ম থেকে কংগ্রেসের ধারা অব্যাহত রেখে তিনি দুইবার দলের গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্ব পেয়েছেন। বুথ কমিটি গঠন করেছেন, পুলিশের লাঠিও খেয়েছেন। দিল্লি ইউনিভার্সিটি থেকে পলিটিকাল সায়েন্স এবং এলএলবি ডিগ্রি নিয়ে গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি নিয়েছেন তিনি। দলীয় স্বার্থ সুরক্ষার জন্য বহুবার চুপ থাকার পরেও শ্রীনিবাসের অত্যাচার, যৌন হেনস্তা বন্ধ হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন অসম যুব কংগ্রেস সভানেত্রী অঙ্কিতা দত্ত।

এদিকে এই প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে বিজেপি। দলের জাতীয় মুখপাত্র শেহজাদ পুনেওয়ালা বলেন একজন যুব কংগ্রেস সভাপতির বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উত্থাপন করেছেন দলের এক মহিলা নেত্রী। এটা এক ভয়ঙ্কর বিষয়। অসম যুব কংগ্রেসের সভানেত্রী বারংবার যৌন হেনস্তার বিষয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করার দাবি উত্থাপন করলেও কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব বিষয়টি তোয়াক্কা করেনি। এক্ষেত্রে কংগ্রেস নেতৃত্ব বিশেষ করে রাহুল গান্ধী এবং প্রিয়াঙ্কা ওয়াদরা কেন নীরব রয়েছেন সেই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন বিজেপি নেতা শেহজাদ পুনেওয়ালা। তিনি বলেন কংগ্রেস নেতৃত্ব বিশেষ করে প্রিয়াঙ্কা ওয়াদরা মহিলার সুরক্ষা এবং আত্মসমর্যাদা রক্ষার ক্ষেত্রে সরব রয়েছেন বলে বহুবার ঘোষণা করেছেন। এবার কংগ্রেসের দলের এক মহিলা নেত্রী যৌন হেনস্তার যে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন সেক্ষেত্রে কি পদক্ষেপ নেওয়া হবে সেটা জানতে চাইছেন তিনি। এই সংক্রান্তে অতি শীঘ্রই এক্ষেত্রে তদন্ত কমিটি গঠন করে দোষী কংগ্রেস নেতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলে মতামত ব্যক্ত করেন বিজেপি নেতা শেহজাদ পুনেওয়ালা।

সত্যপাল মালিকের মন্তব্য সংক্রান্তে প্রধানমন্ত্রীর নীরব ভূমিকার সমালোচনা বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়ার

বিশ্ব রেকর্ড গড়ার স্বার্থে পরিবেশন করা বিহু সংগীত নাগাদের অসম্মান করেছে বলে অভিযোগের জবাব দিতে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি আহ্বান

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ সারা দেশ এবং রাজ্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইদানিং বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া সক্রিয় হয়ে ওঠা পরিলক্ষিত হচ্ছে। প্রথমে তিনি সারা দেশজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী উত্তরপ্রদেশের গ্যাংস্টার বাহুবলী তথা প্রাক্তন বিধায়ক সংসদ আতিক আহমেদের হত্যাকে কেন্দ্র করে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। তিনি এই ঘটনাকে দুর্ভাগ্যজনক আখ্যা দিয়েছিলেন। এবার সত্যপাল মালিকের মন্তব্য সংক্রান্তে প্রধানমন্ত্রীর নীরব ভূমিকার সমালোচনা করেছেন বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া। তাছাড়া বিশ্ব রেকর্ড গড়ার স্বার্থে পরিবেশন করা বিহু সংগীত নাগাদের অসম্মান করেছে বলে অভিযোগের জবাব দিতে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। এক্ষেত্রে বিরোধী দলপতি মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে চিঠি পাঠিয়ে এই প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার কথা উল্লেখ করেছেন।

প্রসঙ্গত জম্মু কাশ্মীরের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথা বরিষ্ঠ বিজেপি নেতা সত্যপাল মালিকের এক সাক্ষাৎকারকে কেন্দ্র করে বর্তমান দেশের রাজনীতিতে এক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ অনুসারে শাসকীয় বিজেপি দলের বিরুদ্ধে বহু গোপন তথ্য এই ভিডিওটির মাধ্যমে জনসমক্ষে প্রকাশ পেয়েছে। মূলত সেই সাক্ষাৎকারে প্রাক্তন রাজ্যপাল তথা বরিষ্ঠ বিজেপি নেতা সত্যপাল মালিক প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সম্পর্কে বেশ কয়েকটি গুরুত্বের অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। বিশেষ করে ২০১৯ সালে পুলবামাতে সংগঠিত সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৭০ বাতিল করার সময় সরকারের ভূমিকা সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ উত্থাপন করেছেন এই নেতা। এক্ষেত্রে তৎপর হয়ে উঠেছেন অসম বিধানসভার বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া।

এই প্রসঙ্গে নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বিরোধী দলপতি বলেন সত্যপাল মালিকের আগে রাহুল গান্ধী ২০১৯ সালের পুলবামা ঘটনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন। কিন্তু বিষয়টি কংগ্রেস নেতা উত্থাপন করেছেন এর জন্য এক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। কিন্তু বর্তমান একজন অকংগ্রেসী নেতা তথা বরিষ্ঠ বিজেপি নেতা সত্যপাল মালিক ভারত সরকারের অমনোযোগিতার জন্যই পুলবামায় ৪০ জন সিআরপিএফ জোয়ান বোমা বিস্ফোরণে প্রাণ হারিয়েছিলেন বলে গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। সরকারের গাফিলতির জন্য এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বলে এই বিজেপি নেতা মন্তব্য করেছেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরেই দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। সেই নির্বাচনে জয়ী হয়ে বিজেপি দ্বিতীয়বার শাসন ক্ষমতায় এসেছিল। ফলে রাজনৈতিক স্বার্থে দেশের জওয়ানদের শহীদ করা হয়েছে বলে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া। তিনি বলেন বিজেপি পাকিস্তানের দিকে আঙ্গুল তুলে সম্পূর্ণ ঘটনাটি সংঘটিত করে পুনরায় শাসন ক্ষমতা এসেছে। দেশের নিরাপত্তা বাহিনীকে বন্ধকে রেখে বিজেপির শাসন ক্ষমতায় আসা অতি দুর্ভাগ্যজনক বলে মন্তব্য করেছেন বিরোধী দলপতি।

তিনি বলেন সত্যপাল মালিক সত্য কথা বলেছিলেন বলে তাকে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যপাল হিসাবে জম্মু কাশ্মীর থেকে গোয়াতে বদলি করে দিয়েছিল। এরপর গোয়া থেকে তাকে মেঘালয় বদলি করা হয়েছিল বলে মন্তব্য করেছেন বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া। সত্যপাল মালিক বিজেপি সরকার এবং প্রধানমন্ত্রীর প্রকৃত স্বরূপ তথা প্রতিচ্ছবি জনসমক্ষে প্রকাশ করেছেন। এরপরেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কেন এই বিষয়ে নীরব হয়ে রয়েছেন সেক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে তিনি বলেন এই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকাকে প্রত্যেকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখছেন। এই সংক্রান্তে কেন্দ্রীয় সরকারের কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া।

অন্যদিকে বিশ্ব রেকর্ড গড়ার স্বার্থে পরিবেশন করা বিহু সংগীত নাগাদের অসম্মান করেছে বলে অভিযোগের জবাব দিতে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে চিঠি পাঠিয়ে এই প্রসঙ্গে তার প্রতিক্রিয়া জানতে চেয়েছেন দেবব্রত শইকীয়া। বিরোধী দলপতি মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে লেখা চিঠিতে বলেছেন সেই বিহু সংগীতে 'ওকরা নাগা' এবং 'নাগিনী' এই দুটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যেটাতে আপত্তি জানিয়েছে সারা অসম সেমা নাগা কাউন্সিল। প্রতিটি জাতি জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক স্পর্শকাতর বিষয়গুলি এড়িয়ে যাওয়া উচিত। অন্যথা দুটি জনগোষ্ঠী বা জাতির মধ্যে মতানৈক্য কিংবা মতবিরোধ সৃষ্টির মাধ্যমে শান্তি বিনষ্ট হওয়া সম্ভাবনা থেকে যায় বলে চিঠিতে মন্তব্য করেছেন তিনি। বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া বলেছেন অসমে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর ভাষা সম্প্রদায়ের ব্যক্তি বসবাস করছেন। ফলে প্রত্যেকের সংস্কৃতি ধর্মিক অনুভূতিকে সম্মান জানানো আমাদের প্রত্যেকেরই কর্তব্য। যেহেতু সারা অসম সেমা নাগা কাউন্সিল এই প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছে ফলে মুখ্যমন্ত্রীর উচিত এক্ষেত্রে সরকারের পক্ষে বক্তব্য তুলে ধরা। অতি শীঘ্র এই সম্পূর্ণ বিষয়ে সরকারিভাবে নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার প্রতি চিঠির মাধ্যমে আহ্বান জানিয়েছেন বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া।

তীব্র গরমে এসি বিক্রির হিড়িক, কেনার আগে যেসব বিষয় মনে রাখবেন

ঢাকা ঃ বাংলাদেশে তীব্র গরমে যখন হাঁসফাঁস অবস্থা তখন এ পরিস্থিতি থেকে কিছুটা হলেও স্বস্তি পেতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র বা এসি কেনার হিড়িক পড়েছে। ঢাকার অনেক ইলেকট্রনিক্সের দোকানে এসি কেনার জন্য ক্রেতাদের চাপ বেড়েছে। বিক্রেতারা বলছেন, সাধারণত গরমের মৌসুমে এসি বিক্রি বাড়লেও অন্যান্য বছরের চেয়ে এবার দ্বিগুণ বিক্রি হচ্ছে, যা ছিল তাদের ধারণারও বাইরে। বিক্রয়কর্মীরা বলছেন, আগে সচ্ছল পরিবারগুলো এসি কিনলেও এখন অনেক স্বল্প ও মধ্যম আয়ের মানুষও খোঁজ নিতে আসছেন কম খরচে কোন এসি পাওয়া যাবে কিনা। বিক্রেতাদের দাবি, তীব্র দাবদাহের কারণে এখন এসি আর 'বিলাসবহুল' পণ্য নয়, বরং 'জরুরি পণ্যে' পরিণত হয়েছে। গুলশানের র‍্যাংস ইলেক্ট্রনিক্সের ম্যানেজার জুয়েল রানা জানান, এখন মাত্র গরম শুরু হয়েছে। এরমধ্যেই তাপমাত্রা যেভাবে রেকর্ড ছাড়িয়ে গিয়েছে সেটা সহ্য করার মতো না। এজন্য প্রচুর এসি বিক্রি হচ্ছে। দোকানে পণ্য তোলার আগেই সোল্ড আউট হয়ে যাচ্ছে। এখনও হাতে অনেক অর্ডার আছে, কিন্তু দিয়ে শেষ করতে পারছি না। অন্যদিকে ক্রেতাদের অভিযোগ, তাপদাহের প্রভাব পড়েছে এসির দামেও। গত বছরের চাইতে এবারে এসির দাম ব্র্যান্ড ভেদে ১০ হাজার থেকে ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত বেড়েছে। এর কারণ হিসেবে বিক্রেতারা বলছেন, ডলারের দাম বাড়ার কারণে এবং এসি বিলাসবহুল পণ্য হওয়ায় দামের ওপর প্রভাব পড়েছে। নতুন এসি কেনার সামর্থ্য না থাকায় অনেকে পুরনো এসি ক্রয় করছেন। আবহাওয়া অধিদফতরের তথ্যমতে, ঢাকায় গত ১৫ই এপ্রিল ৪০. ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল যা গত ৫৮ বছরের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। এছাড়া অন্যান্য দিনও তাপমাত্রা গড়ে ৩৮ থেকে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে ওঠানামা করছে। এই অবস্থায় একটু স্বস্তি খুঁজতেই একটি এসি কিনতে এসেছেন নাহিদ আহমেদ। বেশ কয়েকটি ইলেকট্রনিক্সের দোকান ঘুরে দরদাম যাচাই করতে দেখা যায় তাকে। সম্প্রতি ঈদের বোনাস হাতে পাওয়ায় সেটি এসি কেনার পেছনে খরচ করার পরিকল্পনা তার। এখন যে অসম্ভব গরম, শুধু ফ্যানের বাতাসে হচ্ছে না। বাচ্চারা অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে। এখন হাতে কিছু টাকা যেহেতু আছে তাই ঘুরে ঘুরে দেখছি কোনটা ভালো হয়। কিন্তু দাম অনেক বেশি চাচ্ছে। তবে সব দোকানেই মাসিক কিস্তির সুবিধা দেখলাম। এখন নগদে কিনবো নাকি কিস্তিতে সেটা ভাবছি। তবে এসি কেনার আগে কিছু বিষয় খেয়াল রাখার পরামর্শ দিয়েছেন এসি ব্যবহারকারী ও এর বিক্রয়কর্মীরা।

বাজারে এক টন থেকে চার টনের এসি কিনতে পাওয়া যায়। এখানে টন বলতে এসির ওজন নয় বরং এটি ঘণ্টায় কি পরিমাণ গরম হাওয়া বাইরে বের করতে পারে তার সক্ষমতা বোঝায়। এসি ওয়্যারহাউজের তথ্যমতে, এক টনের এসি প্রতি ঘণ্টায় রুম থেকে ১২,০০০ বিটিইউ (ব্রিটিশ থার্মাল ইউনিট) গরম বাতাস অপসারণ করতে পারে। সে হিসেবে, চার টনের এসি ৪৮ হাজার বিটিইউ তাপ বের করতে পারে। আপনার কতো টনের এসি প্রয়োজন সেটি নির্ভর করে ওই ঘরের আয়তন, ছাদের ঠিক নীচের তলার ঘর কিনা, সূর্যের কিরণ কতোটা পড়ছে, ঘরের সঙ্গে সংযুক্ত টয়লেট আছে কিনা এবং ওই ঘরে কতজন মানুষ থাকছেন তার ওপর। বিক্রয়কর্মী মশিউর রহমান জানান, ঘরের আয়তন যদি ১০০-১২০ বর্গফুট হয়, সেক্ষেত্রে ১ টন এসি যথেষ্ট। দেড় টন এসি মূলত ১২০-১৫০ বর্গফুট ঘরের জন্য প্রয়োজন। অন্যদিকে ১৫০-২০০ বর্গফুট বা তার বেশি আয়তনের ঘর ঠান্ডা করতে দুই টন এসি যথেষ্ট। তবে কিন্তু ছাদের নীচের ফ্লোর হলে বা দরজা জানালা দিয়ে সরাসরি রোদ ঢুকলে এসির ক্যাপাসিটি বাড়াতে হতে পারে। তাই এসি কেনার আগে ঘরের মাপ নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনের চাইতে বেশি টনের এসি কিনলে রুম খুব বেশি ঠান্ডা হয়ে যায়। অযথা বেশি বিদ্যুৎ বিল দিতে হয়। অন্যদিকে বড় ঘরে কম টনের এসি লাগালে ঠান্ডাও হবে না উল্টো কম্প্রেসরে চাপ পড়ে এসি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তবে কেউ যদি তার বাড়িতে একাধিক এসি বসাতে চান সেক্ষেত্রে একজন দক্ষ ইলেকট্রিশিয়ানের মাধ্যমে পরীক্ষা করিয়ে নিতে হবে, আপনার বাড়িতে সে পরিমাণ বিদ্যুৎ টানার সক্ষমতা আছে কিনা। এসি ব্যবহারের ক্ষেত্রে গ্রাহকদের মূল চিন্তার বিষয় হল এর বিদ্যুৎ বিল। সেক্ষেত্রে বাজারে ইনভার্টার এসি কেনার প্রতি মানুষের আগ্রহ বেশি বলে জানিয়েছেন বিক্রয়কর্মী মশিউর রহমান। তিনি বলেন, আমাদের সবচেয়ে বেশি স্টক করতে হচ্ছে ইনভার্টার এসি। কারণ চাহিদা বেশি। ইনভার্টার এসিতে বিদ্যুৎ বিল কম আসে। এখন বিদ্যুতের দাম বেশি। তাই মানুষ চায় এসি ব্যবহার করলেও বিদ্যুৎ বিল যেন কম আসে। ইনভার্টার এসিতে বিদ্যুৎ বিল কম আসার কারণ হিসেবে তিনি জানান, এসিতে থাকা ইনভার্টার মূলত কমপ্রেসর মোটরের গতি নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। এ ধরণের এসি একবার চালু করা হলে এর কমপ্রেসর মোটর ফুল স্পিডে ঘর ঠান্ডা করে। একবার ঘর ঠান্ডা হওয়ার পর কমপ্রেসর মোটর নিজে নিজে গতি কমিয়ে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে। এই গতি কমিয়ে চলার জন্যই বিদ্যুৎ বিল কম আসে। কিন্তু সব সময় ঘর একই পরিমাণে ঠান্ডা থাকে। অন্যদিকে নন ইনভার্টার এসির কমপ্রেসর মোটর দ্রুত গতিতে চলে এবং ঘর ঠান্ডা হওয়ার পর একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। তারপর আবার ঘর গরম হতে থাকলে পুনরায় চালু হয়। প্রতিবার নতুন করে কম্প্রেসর চালু হওয়ার কারণে বিদ্যুৎ বিল বেশি আসে। কোম্পানিগুলো দাবি করে ইনভার্টার এসি ব্যবহার করলে সাধারণ এসির থেকে প্রায় ৩০ থেকে ৮০ শতাংশ বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয়।

অনেক সময় এসির গায়ে স্টিকারে কিংবা এসির বিজ্ঞাপনে এক থেকে পাঁচটি স্টার রেটিং দেয়া থাকে। এই স্টার দিয়ে মূলত ওই এসির বিদ্যুৎ সাশ্রয় করার ক্ষমতাকে বোঝায়। যেখানে একটি স্টার বলতে বোঝায় এসিটি বছরে ৮৪৩ ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যবহার করে এবং ঘণ্টায় আড়াই থেকে সাড়ে তিন কিলোওয়াট বিদ্যুত সাশ্রয় করে। অন্যদিকে পাঁচ স্টার মানে এসিটি বছরে ৫৫৪ ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যবহার করে এবং এটি সাড়ে তিন থেকে পাঁচ কিলোওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ সাশ্রয় করতে সক্ষম। অর্থাৎ যতো বেশি স্টার ততো বেশি বিদ্যুৎ সাশ্রয়। যদিও কিনতে গেলে বেশি স্টারযুক্ত এসির দাম অনেক বেশি পড়ে। এসি ক্রয়ের সময় গায়ে স্টার রেটিং দেখে কেনার পরামর্শ দিচ্ছেন বিক্রয় কর্মীরা। এসির মান অনেকটাই নির্ভর করে এর কনডেনসার ও কমপ্রেসর অ্যালুমিনিয়ামে তৈরি নাকি কপারে তৈরি। সাধারণত ১০০ কপার কনডেনসার ও ১০০ কপার কম্প্রেসরযুক্ত এসি বেশ টেকসই হয়। কপারের পরিবহন ক্ষমতা বেশি, বিদ্যুৎ খরচ কম হয়। কপার শক্তিশালী ধাতু হওয়ায় সহজে নষ্ট হয় না, বেশি চাপ নিতে পারে। ফলে কোন লিকেজ হলেও মেরামত করা যায়, এর ব্যবহারও নিরাপদ। যেখানে অ্যালুমিনিয়াম কনডেনসারে এর কোন সুবিধা নেই। মোটা ব্যাসের সাধারণ টিউবের থেকে কম ব্যাসের বা চার থেকে সাত মিলিমিটার ফিনযুক্ত কনডেনসারের দক্ষতা বেশি। ভালো মানের এসিতে কুলিং,হিটিংয়ের পাশাপাশি ঠান্ডা নিয়ন্ত্রণে টাইমার, টার্বো কুলিং, স্লিপিং মুডসহ অনেক অপশন থাকে, অনেক এসিতে বিল্ট ইন এয়ার ফিল্টার থাকে, ওয়ারেন্টি ও বিক্রয় পরবর্তী সেবা পাওয়া যায়, পার্টসও টেকে অনেকদিন, এছাড়া ভালো এসিতে শব্দ কম হয়। আপনার শহরে যে কোম্পানির অথরাইজড সার্ভিস সেন্টার আছে সে কোম্পানির এসি কেনাই ভালো হবে। না হলে ভবিষ্যতে এসি নষ্ট হলে আপনার সমস্যা হবে।

উইন্ডো এসি সাধারণত জানালার মধ্যে না হলে দেয়ালের বড় অংশ কেটে বসাতে হয়। এক ইউনিটের এসব এসির দাম স্প্লিট এসির তুলনায় কিছুটা কম হলেও বিদ্যুৎ বিল বেশি আসে। এসব এসির ইভাপোরেটর কয়েল ঘরের ভেতরের অংশে থাকে। যা ঘরকে ঠান্ডা রাখে। অন্যদিকে বাইরের অংশটিতে থাকে কনডেনসার কয়েল যা ঘরের ভেতরের গরম বাতাস বাইরে বের করে দেয়। তবে এই এসির সমস্যা হল এটি বসাতে জায়গা বেশি লাগে এবং অনেক শব্দ হয়। আজকাল বাজারে উইন্ডো এসি তেমন বিক্রি হয় না। সবখানেই স্প্লিট এসি দেখা যায়। স্প্লিট এসিতে ভেতরে থাকে ওয়াটারএয়ার কুলড কনডেনসিং ইউনিট। বাইরে থাকে এয়ার হ্যান্ডলিং ইউনিট। ভেতরের ইউনিটে ঠান্ডা বাতাস বের হয় এবং বাইরের ইউনিটে গরম বাতাস বেরিয়ে যায়। কমপ্রেসরটি থাকে ঘরের বাইরে থাকায় কোন শব্দ পাওয়া যায় না। ইনডোর ইউনিটটি সাধারণত দেয়ালের ওপরের দিকে বসানো হয়। স্প্লিট এসির দাম কিছুটা বেশি, ইন্সটলেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ খরচও বেশি। এর মূল সুবিধা এর ব্যবহার সুবিধাজনক এবং সাশ্রয়ী। এসি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বছরে দুবার এর ফিল্টার পরিষ্কার করার পাশাপাশি দক্ষ টেকনিশিয়ানের সাহায্যে এর কমপ্রেসর চেক করার পরামর্শ দিয়েছেন বিক্রয়কর্মীরা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শীতাতপনিয়ন্ত্রণ সরঞ্জামগুলোতে গ্যাসের মাত্রা কমতে থাকে। যদি এসিতে গ্যাস রিফিল করতে হয় তাহলে সেটি পরিবেশবান্ধব গ্যাস কিনা অবশ্যই যাচাই করে নেবেন। আর৪১০এ গ্যাস সবচেয়ে নিরাপদ এবং বায়ুমণ্ডলের ওজর লেয়ারে কোন ক্ষতি করে না। এরপরেই নিরাপদ গ্যাস হল আর৩২, যদিও এটি আর৪১০এ গ্যাসের চাইতে কিছুটা বেশি দাহ্য। এই দুটি পুরন জাতীয় গ্যাস। অন্যদিকে ফ্রেয়ন জাতীয় গ্যাস আর২২ বিষাক্ত, দাহ্য ও অনিরাপদ বলা হয়। এসি ব্যবহারে বিদ্যুৎ বিল যেন কম আসে সেজন্য তাপমাত্রা ২৫ বা তার বেশি দিয়ে রাখলে বিদ্যুৎ বিল কম আসে। বার বার এসি বন্ধ ও চালু করলেও বিদ্যুৎ বিল বেশি আসে। এর পরিবর্তে টাইমার, টার্বো কুলিং মুড বা স্লিপিং মুড ব্যবহার করলে বিল নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

সম্পাদকীয়

আধার কার্ড যাচাইয়ের নামে নিশানা মুসলিমরা, অভিযোগ মমতার

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার জাল আধার কার্ড বা জাতীয় পরিচয়পত্র খুঁজে বের করার নামে 'ঘুরপথে' পশ্চিমবঙ্গে এনআরসি (জাতীয় নাগরিকপঞ্জী) চালু করতে চাইছে বলে অভিযোগ করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। কেন্দ্রীয় সরকারের পাঠানো একটি চিঠি প্রকাশ করে সোমবার তিনি কলকাতায় বলেছেন, আধার কার্ড যাচাই বাছাই করার জন্য এমনভাবে কিছু এলাকাকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যাতে একটি 'বিশেষ কমিউনিটি'কে টার্গেট করা যায়। ওই এলাকাগুলোর নাম ধরে ধরে উল্লেখ করে তিনি এটাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে বিশেষ কমিউনিটি বলতে তিনি রাজ্যের সংখ্যালঘু মুসলিমদের কথাই বলছেন। কেন্দ্রের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত এই অভিযোগের কোনও আনুষ্ঠানিক জবাব দেওয়া হয়নি। তবে দিল্লিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র বলেছেন, এমন নয় যে বেআইনি আধার কার্ডের বিরুদ্ধে অভিযান শুধু পশ্চিমবঙ্গকেই চালাতে বলা হয়েছে। বস্তুত একই ধরনের চিঠি দেশের অন্তত আটটি রাজ্যকে পাঠানো হয়েছে বলে ওই সূত্রটি জানিয়েছেন। আগামীতে আরও রাজ্য সরকারের কাছেও এই মর্মে চিঠি পাঠানো হবে বলে ইঙ্গিত পাওয়া গেছে।

এদিকে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেছেন, রাজ্যের বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে 'ডেমোগ্রাফি' বা জনসংখ্যার চরিত্র এমনভাবে বদলে যাচ্ছে যে সেসব এলাকায় 'এনআরসি অভিযান' চালানো দরকার বলেই তাদের দল বিশ্বাস করে। বেশ কয়েক বছর আগে উত্তরপূর্ব ভারতের আসামে যখন জাতীয় নাগরিকপঞ্জী বা এনআরসি তৈরির কাজ শুরু হয়, তখন থেকেই এই অভিযান নিয়ে তীব্র বিতর্ক চলছে। দেশের বহু বিরোধী দল বারেবারে অভিযোগ করেছে, এই পুরো অভিযানটাই আসলে মুসলিমদের ভারতের নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত করার একটা চেষ্টা। এরপর ২০১৯'র ডিসেম্বর যখন কেন্দ্রের বিজেপি সরকার বাংলাদেশ পাকিস্তান আফগানিস্তান থেকে আসা হিন্দু বৌদ্ধ শিখ খ্রীষ্টানদের ভারতের নাগরিকত্ব দেওয়ার বিধান দিয়ে নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) পাস করে, তারপর সেই বিতর্ক আরও চরমে ওঠে। দেশব্যাপী তুমুল প্রতিবাদের মুখে এনআরসি সিএএর বাস্তবায়ন অবশ্য আজ পর্যন্ত শুরুই করে ওঠা যায়নি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এখন বলছেন, বেআইনি আধার কার্ড শনাক্ত করার নামে কেন্দ্র এখন আবার তাদের রাজ্যে ঘুরপথে এনআরসি শুরু করতে চাইছে, যা তিনি কিছুতেই হতে দেবেন না। তাঁর কথায়, এনআরসি তাস নিয়ে আবার ওরা আগুনের সঙ্গে খেলছে। ২০১৪ সাল থেকে এটা করছে। যেহেতু দেশজুড়ে প্রতিবাদ হয়, তাই বন্ধ রেখেছিল। আমাদের কাছে চিঠি এসেছে। অঞ্চলে গিয়ে গিয়ে আমরা যেন আমাদের লোক পাঠিয়ে, ওদের যারা আছে লোক পাঠিয়ে, জয়েন্টলি এনকোয়ারি করে দেখি। যদি একটা বাচ্চারও না থাকে সব বিদেশি। বুঝতেই পারছেন, সেই অসমের ডিটেনশন ক্যাম্প!, মন্তব্য করেন মমতা ব্যানার্জি। কেন্দ্রীয় সরকারের পাঠানো চিঠি থেকে এলাকার নাম ধরে ধরে উল্লেখ করে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী আরও দাবি করেছেন, রাজ্যের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলোতেই বিশেষ করে এই অভিযান চালাতে বলা হয়েছে। চিঠিটি থেকে সেই জায়গাগুলোর নাম পড়ে শুনিয়ে তিনি বলেন, বারাসত সাবডিভিশনের গোবরডাঙা, হাবড়া, অশোকনগর, দত্তপুকুর, মধ্যমগ্রাম রয়েছে। বসিরহাট সাবডিভিশনের স্বরূপনগর, বাদুড়িয়া, হিঙ্গলগঞ্জ, হাসনাবাদ, ন্যাজাট, হেমনগর, কোস্টাল সন্দেশখালি, মাটিয়া। বনগাঁ সাবডিভিশনের বাগদা, পেট্রাপোল, গাইঘাটা, গোপালনগর। ব্যারাকপুর সাবডিভিশনের নৈহাটি, শিবদাসপুর, জগদ্দল, বাসুদেবপুর, মোহনপুর, রহড়া, খড়দহ, ঘোলা, নিমতা, নিউ ব্যারাকপুর, দমদম। কলকাতা, সল্টলেক, বাগুইআটি, লেকটাউন, রাজারহাট, নিউটাউন, বসিরহাট পানিটার, আকাহাপুর, হরিদাসপুর, জয়ন্তীপুর, বিড়া, সুটিয়া, ছায়াঘড়িয়া, বাগদা, বাসবঘাটা, গাঙ্গুলিয়া এরকম প্রচুর নাম আছে। সেই সঙ্গেই তিনি বলেন, আমি দেখছি, ওরা গোটা দক্ষিণ ২৪ পরগনাকে সিলেক্ট করেছে। উত্তর ২৪ পরগনাকে সিলেক্ট করেছে। জেনেশুনে। একটা কমিউনিটিকে সরাতে। 'কমিউনাল টেনশন' বা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বাড়ানোর জন্য পরিকল্পিতভাবে বিজেপি এসব করাচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন মমতা ব্যানার্জি। তবে বিজেপি নেতৃত্বর পক্ষ থেকে মমতা ব্যানার্জির যাবতীয় অভিযোগ নস্যাৎ করে বলা হয়েছে, বেআইনি আধার কার্ড শনাক্ত করা দরকার দেশের নিরাপত্তার স্বার্থেই, এর মধ্যে আদৌ কোনও সাম্প্রদায়িক এজেন্ডা নেই!

জানা অজানা

ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলে নিজ নিজ বাহিনী পরিদর্শন করলেন জেলেন্সকি ও পুতিন

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকি মঙ্গলবার পূর্বাঞ্চলের ছোট শহর আভদিভকায় সেনা সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন।ইউক্রেনে মস্কোর সেনাবাহিনীর অধিকৃত অঞ্চলে সামরিক নেতা ও সেনাদের সঙ্গে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন দেখা করেছেন ক্রেমলিনের পক্ষ থেকে একথা জানানোর ১ দিন পর জেলেন্সকি তার সেনা সদস্যদের সঙ্গে দেখা করলেন। জেলেন্সকির কার্যালয় জানিয়েছে, যুদ্ধক্ষেত্রের পরিস্থিতি সম্পর্কে কমান্ডাররা তাকে অবহিত করেন। এক ভিডিও বার্তায় তাকে যুদ্ধের সরঞ্জাম পরিহিত সেনাদের উদ্দেশে বক্তব্য দিতে ও বিভিন্ন খেতাব দিতে দেখা গেছে। ভিডিও থেকে ধারণা করা হচ্ছে, তিনি একটি বড় ওয়্যারহাউজে ছিলেন, যেখানে অন্তত একটি উঁচু দেয়ালের সামনে বালুর বস্তা স্তুপ করে রাখা হয়েছে। জেলেন্সকি বলেন, আজ আমি এখানে উপস্থিত হতে পেরে এবং আমাদের ভূখণ্ড, ইউক্রেন ও আমাদের পরিবারকে সুরক্ষা দেয়ার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাতে পেরে সম্মানিত বোধ করছি। জেলেন্সকিকে একটি হাসপাতাল পরিদর্শন করতেও দেখা যায়, যেখানে তিনি সুযোগ সুবিধা পরিদর্শন করেন, আহত সেনাদের সঙ্গে দেখা করেন এবং আরো পুরস্কার বিতরণ করেন। ক্রেমলিন মঙ্গলবার জানিয়েছে, পুতিন সোমবার ইউক্রেনের খেরসন ও লুহানস্ক প্রদেশের রুশ অধিকৃত অঞ্চলে মস্কোর বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন। এই ২টি প্রদেশকে পুতিন গত বছরের সেপ্টেম্বর দখলে নিয়েছেন বলে দাবি করেন। কোনো সংবাদমাধ্যম স্বাধীন ভাবে পুতিনের ইউক্রেন সফরের বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারেনি। পুতিন রাশিয়ায় ফিরে যাওয়ার আগে ক্রেমলিনও এ বিষয়ে কোনো ঘোষণা দেয়নি।ধারণা করা হয়, এটি ২ মাসের মধ্যে ইউক্রেনের অধিকৃত অঞ্চলে পুতিনের দ্বিতীয় সফর। ক্রেমলিনের পক্ষ থেকে প্রকাশ করা একটি ভিডিও সম্প্রচার করে রুশ রাষ্ট্রায়ত্ত টেলিভিশন। এতে, পুতিনকে দক্ষিণ খেরসন অঞ্চলে রুশ বাহিনীর কমান্ড পোস্টে হেলিকপ্টারে করে আসতে এবং পরে, পূর্ব লুহানস্ক অঞ্চলের রুশ ন্যাশনাল গার্ডের সদরদপ্তরে উড়ে যেতে দেখা যায়।

অস্তিত্ব রক্ষার জন্য লড়ছে নির্বাসিত আফগান নারী ক্রিকেট দল

তালেবান যেদিন আফগানিস্তানের ক্ষমতা পুনর্দখল করে সেদিন, অর্থাৎ ২০২১ সালের ১৫ই অগাস্টে, আফগান নারী ক্রিকেট দলের অলরাউন্ডার নাহিদা সাপান ছিলেন কাবুলের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে।

আমার শিক্ষক বললেন তোমাদের সবাইকে এখন বাড়ি যেতে হবে। আমরা সবাই উঠে দাঁড়ালাম এবং আমি তালেবানদের ফিরে আসতে দেখলাম।

জর্জ রাইট
প্রাবন্ধিক

আমি সত্যি সত্যিই খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, বিবিসিকে তিনি বলেন।

বাড়িতে ফিরে সাপান তার ক্রিকেট ব্যাটসহ আরো যেসব খেলার সামগ্রী আছে সেগুলোর বাড়ির বেজমেন্টে লুকিয়ে ফেললেন। এছাড়াও তিনি বাড়ির পেছনের উঠোনে গিয়ে তার সংগ্রহে যতো স্কোরবুক ছিল সেগুলো পুড়িয়ে ফেললেন।

কুড়ি বছর বয়সী সাপানের এক ভাই আগের আফগান সরকারে কাজ করতেন। সাপান জানালেন, তার পরিবার এর পর তালেবানের কাছ থেকে ফোন কল ও মেসেজ পেতে শুরু করলো।

তারা সরাসরি হুমকি দিতো। তারা বলতো, আমরা তোমাকে খুঁজে বের করবো এবং যখন খুঁজে পাবো, আমরা তোমাকে বাঁচতে দেবো না। আমরা যদি তোমাদের একজনকে খুঁজে বের করতে পারি, তাহলে আমরা তোমাদের সবাইকে খুঁজে বের করতে পারবো, বলেন তিনি।

আমার প্যানিক অ্যাটাক হয়েছিল। আমার হাত দুটো কাঁপছিল। এতো ভয় পেয়ে গেলাম যে আমি মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ি। যখনই আমি শুনতাম যে ঘরের দরজায় কেউ টোকা দিচ্ছে, আমার শুধু মনে হতো যে তারা আমাকে খুঁজে বের করে ফেলেছে। তারা এখন আমাকে মেরে ফেলবে।

তিনি বলেন যে লোকগুলো তাকে হুমকি দিচ্ছিল তারা এখন সরকারের হয়ে কাজ করছে। তালেবান যাতে তাদেরকে খুঁজে না পায় তার জন্য এর পরের কয়েক মাস সাপান ও তার পরিবার এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়িতে পালিয়ে বেড়িয়েছেন।

শেষ পর্যন্ত তিনি সীমান্ত পাড়ি দিয়ে পাকিস্তানে চলে যেতে সক্ষম হন। সেখান থেকে অস্ট্রেলিয়ায় চলে যাওয়ার পর সাপান তার দলের বাকি ক্রিকেটারদের সঙ্গে সেখানে একত্রিত হন।

তারা এখন তালেবানের নাগালের বাইরে।

আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক জোটের সামরিক অভিযানে তালেবান সরকার পতনের ন'বছর পর প্রথমবারের মতো আফগান জাতীয় নারী ক্রিকেট দল গঠিত হয় ২০১০ সালে।

শুরুর কয়েক বছর আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড এসিবি নারীদের এই দলটিকে তালেবানের হুমকির কারণে আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে খেলতে দিত না।

কিন্তু আফগান পুরুষ ক্রিকেট দলের জনপ্রিয়তা ও শক্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে এসিবিকে নারীদের ক্রিকেট খেলাকেও গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়া শুরু করতে হলো।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল আইসিসির শর্ত অনুসারে তার পূর্ণ সদস্য ১২টি দেশে জাতীয় নারী ক্রিকেট দল থাকতে হবে। আফগানিস্তান ২০১৭ সালে আইসিসির পূর্ণ সদস্যপদ লাভ করে।

একারণে ২০২০ সালের নভেম্বর মাসে কর্তৃপক্ষ আফগান জাতীয় নারী ক্রিকেট দলের ২৫ জন খেলোয়াড়ের নাম ঘোষণা করে। কিন্তু এর এক বছরেরও কম সময়ে মধ্যে তালেবান ক্ষমতায় ফিরে এলে নারী ক্রিকেটারসহ সারা দেশের নারীদের স্বপ্ন ধ্বংস হয়ে যায়।

তালেবান সরকার বিশ্ববিদ্যালয়, পার্ক এবং খেলাধুলায় নারীদের নিষিদ্ধ করেছে। নারী অ্যাথলিটদের খোঁজে তারা বাড়িতে বাড়িতে চালিয়েছে তল্লাশি অভিযানও।

সাপানসহ আফগান নারী ক্রিকেট দলের ২০ জনেরও বেশি সদস্য আফগানিস্তান থেকে পালিয়ে যাওয়ার পর তারা এখন অস্ট্রেলিয়ায় বসবাস করছেন।

তাদের মধ্যে আরো একজন ১৭ বয়সী বোলার আয়শা ইউসুফযাই।

তালেবানের বসানো তল্লাশি চৌকিগুলো পার হয়ে তিনি কিভাবে পাকিস্তানে গিয়ে পৌঁছেছিলেন তার এক ভয়াবহ বিবরণ তিনি বিবিসির কাছে তুলে ধরেছেন।

আমাদের মুখ ঢাকা ছিল। কারণ আমাদের এমনভাবে চলতে হতো যারা পুরুষরা আমাদের মুখ দেখতে না পারে। ফলে তারা বুঝতে পারেনি আমরা কারা। এনিয়ে আমরা ভয়ে ভয়ে ছিলাম, কিন্তু সৌভাগ্যবশত তারা আমাদের মুখ দেখাতে বলেনি, বলেন তিনি। ইউসুফযাই এভাবে পাকিস্তানে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।

এর পরে অস্ট্রেলিয়ার সরকার আফগান নারী ক্রিকেট দলের অন্যান্য সদস্যদের অস্ট্রেলিয়ায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে।

কিন্তু তাদের কিছু বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের এই সৌভাগ্য হয়নি।

আফগানিস্তানে এখন কারোরই ভালো কিছু হচ্ছে না, বিশেষ করে নারীদের তো নয়ই। পড়াশোনা করা, কাজ করা এমনকি পুরুষ

সঙ্গী ছাড়া তাদের ভ্রমণ করারও অধিকার নেই, বলেন তিনি।

ইউসুফযাই এবং সাপান এখন অস্ট্রেলিয়ায় বাস করছেন। নতুন জীবনের সঙ্গে তারা নিজেদের মানিয়ে নিয়েছেন। তারা দুজনেই সেখানে লেখাপড়া করছেন। আফগানিস্তানের তুলনায় তারা এখন যে স্বাধীনতা ভোগ করছেন তার জন্য তারা বেশ খুশি।

অস্ট্রেলিয়ায় থেকে মনে হচ্ছে আমরা সত্যিকার অর্থেই বেঁচে আছি। আমরা যখন আফগানিস্তানে ছিলাম, মনে হতো যে আমাদের শুধু অস্তিত্ব আছে, বলেন সাপান। এখন আমি আমার ভবিষ্যতের ব্যাপারে আশা করতে পারি, আগামিকাল নিয়ে আশা করতে পারি। আমি আশা করতে পারি যে আমার স্বপ্ন একদিন বাস্তব হবে।

তাদের এই নতুন জীবনের জন্য তারা অস্ট্রেলিয়ার সরকারের কাছে কৃতজ্ঞ, তবে তারা মনে করেন যে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের পরিচালনাকারী সংস্থা আইসিসি তাদেরকে তেমন একটা সাহায্য সহযোগিতা করেনি।

আফগান নারী দলের সদস্যরা বলছেন আইসিসির পক্ষ থেকে তাদের সঙ্গে এখনও কোনো যোগাযোগ করা হয়নি, যদি তারা আফগানিস্তানে ক্রিকেট এবং আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড এসিবির স্ট্যাটাস পর্যালোচনা করে দেখার জন্য ২০২১ সালে আফগানিস্তান ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করেছে।

আফগান নারীদের এই দলটি গত বছরের ডিসেম্বর মাসে এবিষয়ে আইসিসির কাছে চিঠি লিখে জানতে চেয়েছে।

কিন্তু আইসিসি বলছে নারী দলের স্ট্যাটাস আফগান ক্রিকেট বোর্ডের বিষয়।

আমাদের ভবিষ্যতের ব্যাপারে তারা কী সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন সেটা আমাদের দলের কাউকে জানানো হয়নি, বলেন সাপান। আমাদের ব্যাপারে কথা বলার জন্য তারা দুবার দুবাই গিয়েছিল, কিন্তু আমরা এখনও কিছু জানি না। আমরা ইন্টারনেট থেকেই যা কিছু জেনেছি। আমরা কেমন আছি, অথবা আমরা কী চাই এসব জানতে কেউই আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেনি।

অথচ আইসিসির পূর্ণ সদস্য দেশ হিসেবে আফগানিস্তানের একটি নারী ক্রিকেট দলও থাকতে হবে।

আফগান নারী দলের পক্ষ থেকে আইসিসিকে অনুরোধ করা হয়েছে তারা যেন তাদেরকে অস্ট্রেলিয়ায় একটি নারী ক্রিকেট দল হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়, এবং আফগান ক্রিকেট বোর্ডের জন্য বরাদ্দ অর্থের কিছু অংশ তাদের কাছে পাঠায়।

এবছরের মার্চ মাসে আইসিসি আফগান ক্রিকেট বোর্ডের বাজেট উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করেছে, কিন্তু নারী দলের ব্যাপারে তারা কিছু উল্লেখ করেনি।

নারী ক্রিকেট দলের প্রতি সাহায্য না থাকার কারণে তারা এখন নিয়মিত অনুশীলন করতে পারছে না। এমনকি তাদের পক্ষে আনুষ্ঠানিক কোনো ম্যাচ আয়োজন করাও সম্ভব হচ্ছে না।

আমি চাই না যে আইসিসি আমাদের ভুলে যাক অথবা তারা আফগানিস্তানের সেসব নারীকে ভুলে যাক যারা এখনও ক্রিকেট খেলবে বলে আশা করছে। আফগানিস্তানে প্রচুর মেয়ে আছে যারা একদিন ক্রিকেট খেলোয়াড় হওয়ার স্বপ্ন দেখে, বলেন সাপান।

মানবাধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান হিউম্যান রাইটস ওয়াচের একজন পরিচালক মিঙ্কি ওয়ার্ডেন বলছেন আইসিসির এখন অস্ট্রেলিয়ায় নারীদের এই জাতীয় দলটিকে স্বীকৃতি দেওয়া প্রয়োজন। একই সাথে নারীরা যাতে আফগানিস্তানে খেলায় অংশ নিতে পারে সেজন্য চাপও তৈরি করতে হবে।

ওয়ার্ডেন মনে করেন আফগান ক্রিকেট বোর্ড যদি এটা করতে না পারে তাহলে আইসিসির উচিত হবে আফগানিস্তানের সদস্যপদ সাময়িকভাবে বাতিল করা। এরকম হলে আফগান পুরুষদের দলও কোথাও খেলতে পারবে না।

নিয়ম তো নিয়মই। খেলাও তো নিয়ম, বলেন তিনি।

ধরা যাক নিউজিল্যান্ড যদি হঠাৎ করেই বলে যে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য আমরা এখন শুধুমাত্র পুরুষদের দলই পাঠাবো, তখন তো এবিষয়ে আইসিসিকে কিছু একটা বলতে হবে।

তাহলে আফগানিস্তানের ব্যাপারে এই নোংরা দ্বৈত অবস্থান কেন?

তালেবান বেশ ভালো করেই জানে আফগানরা এই ক্রিকেট খেলাকে কতোটা ভালোবাসে এবং সেকারণে তারা পুরুষদের টিমকে প্রকাশ্যে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে।

ওয়ার্ডেন মনে করেন আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট থেকে আফগান পুরুষ দলকে সাময়িকভাবে বাদ দেওয়ার হুমকি তালেবানের উপর চাপ হিসেবে কাজ করবে যাতে তারা নারীদের খেলাধুলা করার বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়।

আফগান নারী খেলোয়াড়দের খেলাধুলায় নিষিদ্ধ করার জন্য তালেবানকে তো এখন কোনো মূল্য দিতে হচ্ছে না, বলেন তিনি।

তবে ইউসুফযাই এবং সাপান তারা কেউই চান না আফগান পুরুষ দল কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হোক।

আইসিসির একজন মুখপাত্র বলেছেন তারা আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডকে সাহায্য সহযোগিতা দেওয়ার ব্যাপারে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তারা এসিবিকে অথবা তাদের খেলোয়াড়রা যদি তাদের দেশের সরকারের বেঁধে দেওয়ার আইন মেনে চলে তার জন্য তাদেরকে কোনো শাস্তি দেবে না।

আইসিসির কোনো সদস্য দেশের খেলোয়াড়দের সঙ্গে সম্পর্ক কী হবে সেটা ওই দেশের বোর্ড দেখাশোনা করেন। এতে আইসিসি জড়িত হয় না। একইভাবে, কোনো দেশের নারী ও পুরুষ দলকে দিয়ে খেলানোর সিদ্ধান্ত ওই সদস্য দেশের বোর্ডের ওপর নির্ভর করে, আইসিসির উপরে নয়, বলেন তিনি।

এসিবি যাতে ক্রিকেটের উন্নয়নে কাজ করে যেতে পারে এবং আফগানিস্তানে নারী ও পুরুষ ক্রিকেট দলের খেলার সুযোগ করে দিতে পারে, আইসিসি তার জন্য গঠনমূলক সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে।

এবিষয়ে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড থেকে কোনো মন্তব্য করা হয়নি।

সাপান এবং ইউসুফযাই তারা দুজনেই স্বপ্ন দেখেন যে একদিন তারা তাদের নিজেদের দেশে ফিরে যাবেন।

আমি আফগানিস্তানে যেতে চাই এবং আফগানিস্তানের জন্য খেলতে চাই। কারণ এই দেশেই আমার জন্ম, এই দেশ থেকেই আমি এসেছি, বলেন ইউসুফযাই। যদি সেখানে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা থাকে, নারী পুরুষের মধ্যে সাম্য থাকে, যে সুযোগ আমি অস্ট্রেলিয়াতে পাচ্ছি...আমি আফগানিস্তানেই থাকতে চাইবো। তবে সেখানে যদি এসব না থাকে, তাহলে না।

এই দুই নারী ক্রিকেটারই মনোবিজ্ঞানী হতে চান। তারা চান আফগানিস্তান ও অস্ট্রেলিয়াতে নারী ও পুরুষের সাম্য প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে।

কিন্তু এই মুহূর্তে তারা শুধু ক্রিকেটই খেলতে চান, যে খেলা খেলতে তারা ভালোবাসেন।

আমি আমার টিমকে ফেরত চাই কারণ আমি কঠোর পরিশ্রম করেছি। জাতীয় দলের অংশ হওয়ার যে স্বপ্ন সেটা পূরণ করার জন্য আমাকে অনেক চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়েছে... কিন্তু এখন আমি আফগানিস্তান নাম নিয়ে খেলতে পারি না, বলেন ইউসুফযাই।

আমি শুধু আমার অধিকার চাই আর চাই আমাকে একজন মানুষ হিসেবে দেখা হোক। আমি শুধু চাই তারা আফগানিস্তানে একজন পুরুষ খেলোয়াড়ের সঙ্গে যে ধরনের আচরণ করে - আমার সঙ্গেও একই আচরণ করা হোক।

সাময়িকী

হ্যানোভার মেলা : মেটাভার্সে বদলে যাচ্ছে আগামী দিনের শিল্প

উৎপাদন বাড়াতে মেটাভার্স প্রযুক্তির দিকে ঝুঁকছে শিল্প খাত। এতে বদলে যাবে আগামী দিনে শিল্প উৎপাদন প্রক্রিয়া ও কাজের ধরন। ইউরোপের সবচেয়ে বড় শিল্পমেলা হানোফার সেই ইঙ্গিতই মিলছে।

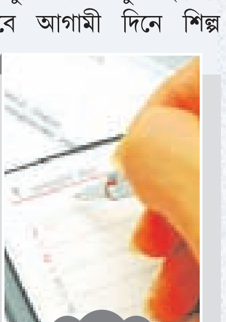

ক্রিস্টি প্লাডসন
কলামিস্ট

আগামী দিনে বিশ্বের শিল্প খাত কোন পথে যাবে, কোন ধরনের প্রযুক্তির দিকে উৎপাদকেরা ঝুঁকবেন, তার ধারণা মেলে জার্মানির হানোফারের শিল্পমেলায়। এবার সেখানে আলোচিত বিষয় মেটাভার্স।

২০২১ সাল থেকেই মেটা প্রযুক্তি নিয়ে হইচই চলছে। বিশ্বের সবচেয়ে বড় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুক তাদের কোম্পানির নাম বদলে মেটা রাখে। শুধু সামাজিক মাধ্যমের যোগাযোগে নয় মেটাজ্বর চলছে ব্যবসা বাণিজ্যের দুনিয়াতেও। এইচ অ্যান্ড এম, নাইকিসহ বড় বড় পণ্য বিক্রেতা কোম্পানিগুলো তাদের গ্রাহকদের জন্য ভার্চুয়াল দুনিয়া তৈরি করেছে।

তবে দুই বছর পর এসে এখন অনেকেই বলছেন মেটাভার্সের আসলে মৃত্যু ঘটেছে। এমনটা ভাবার কিছু কারণও আছে। অনেকে এজন্য ক্রিপ্টোমুদ্রার পতনকে দায়ী করেন। অনেকে মনে করেন মেটার জায়গাটি আসলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি নিয়ে গেছে। চ্যাটজিপিটির মতো উদ্ভাবন প্রযুক্তি শিল্পের নজরকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু একটি খাতে এখনও মেটার্ভাস বেশ প্রাসঙ্গিক রয়ে গেছে। শিল্প উৎপাদকেরা এই প্রযুক্তি ব্যবহারের উজ্জ্বল সম্ভাবনাই দেখতে পাচ্ছেন। আর এবারের হানোফার মেলাতেও সেই আলোচনাই প্রাধান্য পাচ্ছে।

মেটাভার্সের মূল বিষয় হলো ভার্চুয়াল পৃথিবীর সঙ্গে বাস্তবের মেলবন্ধন ঘটানো, এমনটাই মনে করেন জার্মান তথ্য প্রযুক্তি ও টেলিযোগাযোগ কোম্পানি বিটকমের ব্যবস্থাপক সেবাস্তিয়ান ক্লুস। ''কারখানার মেশিন ডেটা ও বাস্তবের ডেটার মধ্যে ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডের সংযোগ ঘটানোই ইন্ডাস্ট্রিয়াল মেটাভার্সের লক্ষ্য,'' বলেন তিনি।

মেলায় ভার্চুয়াল রিয়্যালিটি হ্যাডসেট, স্মার্ট গ্লাস, সেন্সর গ্লাভসসহ ভার্চুয়ালি বা রিমোট প্রযুক্তির মাধ্যমে দূর থেকে কাজ করে এমন নানা প্রযুক্তির দেখা মিলছে। আছে লেজার স্ক্যানার প্রযুক্তি, যা বাস্তব কোনো কিছুর ডিজিটাল কপি তৈরি করতে পারে। 'ডিজিটাল টুইন' নামে পরিচিত এই প্রযুক্তিকে ইন্ডাস্ট্রিয়া মেটাভার্সের মূল অনুষঙ্গ হিসেবে দেখা হচ্ছে। এটি হতে পারে অটোমোবাইল, ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ এমনকি গোটা কারখানার কপিও।

ডিজিটাল টুইনের অনেক ধরনের সুবিধা আছে। কোম্পানিগুলো নতুন কিছু উদ্ভাবনের পর ভার্চুয়াল জগতে সেগুলো পরীক্ষা করে দেখতে পারে এবং ত্রুটি সারিয়ে নেয়া বা চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করতে পারে। কোনো নতুন বিনিয়োগের আগে কর্মক্ষেত্রে এর কী প্রভাব পড়বে, কারখানায় নতুন যন্ত্র বসিয়ে উৎপাদন কতটা বাড়ানো যাবে, প্রক্রিয়া কেমন হবে সেগুলোও আগেভাগে বোঝাপড়ার সুযোগ থাকছে এতে।

মেটাভার্সের গুরুত্বপূর্ণ দুই অনুষঙ্গ ক্যামেরা ও ভার্চুয়াল রিয়্যালিটি। শিল্প সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, এই দুই প্রযুক্তিই রিমোট ওয়ার্কিং বা দূর নিয়ন্ত্রিত কাজের ধারণাকে নতুন পর্যায়ে নিয়ে যাবে। যেমন, গভীর সমুদ্রে তেলের খনি বা গ্যাস পাইপলাইনে কোনো সমস্যা হলে দূর থেকেই বিশেষজ্ঞরা তা সমাধান করতে পারবেন। ফ্রাউনহফার ইনস্টিটিউট এর সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার থমাস ক্যুন বলেন, ''বৈশ্বিকভাবে ছড়িয়ে থাকলেও মেটাভার্স প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমরা টেকনিশিয়ানদের মাধ্যমে সেগুলোকে যুক্ত করতে পারব।''

পাঠকের চিঠি

প্রবীণ নাগরিকদের প্রতি আমাদের দায়িত্ববোধ কতটুকু?

আমাদের প্রতিটি মানুষের জীবনে কতগুলো স্টেজ বা পর্যায়কাল থাকে। বাল্যকাল,কৈশোরকাল,যৌবন সবশেষে বার্ধক্য। জীবনপ্রবাহে একদিন আমাদের সকলকে বার্ধক্যে পৌঁছতে হবে। বার্ধক্য জীবনের এমন একটি পর্যায়কাল তখন বয়স্ক বৃদ্ধবৃদ্ধারা পরিবারের বাকি সদস্যদের উপর কিছুটা নির্ভরশীল হতে হয়। যেমন শৈশবের দিনগুলোতে প্রতিটি বাবামায়েদের উপরে নির্ভরশীল হয়ে বড় হতে হয়েছিল সকলকে। বার্ধক্য পর্যায়ে এসে বয়স্ক বৃদ্ধবৃদ্ধাদের শরীরে নানা সমস্যা দেখা দেয় তাছাড়া কাজ করা এমনকি চলাফেরাতেও নানান অসুবিধেতে পড়তে হয়। আজও সমাজে দেখা যায় অনেক বাড়িতে বয়স্করা অত্যাচারিত হচ্ছেন। অনেক সময় কারো কারো শেষ জীবনে স্থান হয় বৃদ্ধাশ্রমে। অনেক সময় পথেঘাটে,বাসেট্রেনে চলতে গিয়ে বয়স্করা অনেক রকম সমস্যায় পড়েন। কোনো কোনো সহৃদয়বান ব্যক্তি হয়তো সেইসময় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। তাদের প্রতি তাদের পরিবারের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ আছে অন্যদিকে সমাজের প্রতিটি মানুষেরও এ বিষয়ে দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ থাকাটা প্রয়োজন। আমরা সকলে সামাজিক মানুষ আর তারাও আমাদের সমাজের অংশ। আমাদের মনে রাখতে হবে সকলকেই কিন্তু একদিন জীবনের সেই বার্ধক্য পর্যায়ে পৌঁছতে হবে।

শঙ্কর সাহা, দক্ষিণ দিনাজপুর

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক : রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক : আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন : ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স : ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

সামরিক প্রশিক্ষণে বিটিএসের জে হোপ

সিউল ঃ দক্ষিণ কোরিয়ায় সমর্থ সবার জন্য ১৮ থেকে ২১ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক। সে কারণে মঙ্গলবার সামরিক বাহিনীতে যোগ দিয়েছেন কেপপ ব্যান্ড বিটিএস এর সদস্য জে হোপ।

রাজধানী সৌল থেকে ৮৭ কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত ওনজু সামরিক বুট ক্যাম্পে যোগ দেন জে হোপ। এই সময় তার সমর্থকেরা তার ছবি নিয়ে ঐ এলাকায় উপস্থিত হয়েছিলেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সেনা ও পুলিশ মোতায়েন করতে হয়েছিল। এর আগে সোমবার সমর্থকদের এক প্ল্যাটফর্মে জে হোপ বলেন, ''আমি পরে ফিরে আসবো।'' বিটিএস এর দ্বিতীয় সদস্য হিসেবে বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণে যোগ দিলেন জে হোপ। গত ডিসেম্বরে প্রথম সদস্য হিসেবে সামরিক বাহিনীতে যোগ দেন ব্যান্ডের সবচেয়ে বয়স্ক সদস্য জিন। অ্যাথলিট ও সংগীত শিল্পীদের একটি অংশ কিছু শর্তে বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণ থেকে রেহাই পেয়ে থাকেন। তবে কেপপ শিল্পীরা এই সুযোগ পান না। ২০২৫ সালের মধ্যে বিটিএস এর সব সদস্য সামরিক প্রশিক্ষণ শেষ করার পরিকল্পনা করছে বলে ব্যান্ডের এজেন্সি গতবছর জানিয়েছিল।

রাজু ঝা হত্যাকাণ্ডে প্রথম গ্রেফতার, আটক আরও দুজন

নির্মাল্য গাঙ্গুলী

দুর্গাপুর ঃ অবশেষে এল রাজু ঝা খুনে প্রথম ব্রেকথ্রু। ০১লা এপ্রিল সন্ধ্যে ৮টা নগর শক্তিগড় শুটআউটের পড়ে মঙ্গলবার ১৮ তারিখ রাত্রেপূর্ববর্ধমান পুলিশের হাতে প্রথম গ্রেফতার।আটক আরও দুজন।

রাজ্যের কয়লাখনি শিল্পাঞ্চলের বেতাজ বাদশা রাজু ঝাকে খুনের ঘটনায় গ্রেফতার অভিজিৎ মণ্ডল বর্তমানে দুর্গাপুরের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। রানিগঞ্জের আরেক কুখ্যাত কয়লা মাফিয়া নারায়ণ খাগড়া'র গাড়ির চালক ও ডান হাত বলে পরিচিত এই ধৃত। পুলিস সূত্রে খবর, রাজু ঝার সঙ্গে ব্যবসা (কয়লার ডি.ও.)নিয়ে বিবাদ চলছিলনারায়ণ খাগড়া'র। আরও কয়েকজন সন্দেহভাজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তদন্তকারীরাআশাবাদী ধৃতকে জেরা করেই বাকি অভিযুক্তদের হদিশ মিলবে বলে । জানা যাচ্ছে, ধৃত অভিজিৎ এতদিন পুলিসের নজর এড়ানোর জন্য ব্যবহার করছিল কলিং অ্যাপ আর গাড়ির টায়ার পাংচার এড়াতে টায়ারে ভরছিল নাইট্রোজেন গ্যাস। তাঁর পরিকল্পনার কাছে কার্যতই যেন দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল পুলিস। জানা যাচ্ছে ধৃত অভিজিৎ মন্ডল আদতে বাঁকুড়া'র গঙ্গাজলঘাটি নিবাসী তবে বর্তমানে কাঁকসার তপোবন নামে এক বহুতল আবাসনের বাসিন্দা । তিনি নিজেও একজন অবৈধ কয়লা কারবারি বলেই জানা গিয়েছে ।বুধবার ধৃতকে হাজির করানো হয়েছিল আদালতে। বিচারক তাঁকে ১৪ দিনের জন্য পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

গত ১লা এপ্রিল শনিবার রাত ৮টা নাগাদ শক্তিগড়ে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে একটি ল্যাংচার দোকানের সামনে পয়েন্টব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করে খুন করা হয়েছিল রাজুকে। একটি সাদা ফরচুনার গাড়ির চালকের বাঁ পাশের আসনে বসেছিলেন তিনি। রাজু ছাড়া গাড়িতে ছিলেন তাঁর সহযোগী অভ্যালেরব্রতীন মুখোপাধ্যায় এবং আব্দুল লতিফ নামে বীরভূমের এক ব্যবসায়ী। প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী, সাদা ফরচুনার গাড়িটির ঠিক পিছনে নীল রঙের একটি চারচাকা গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছিল।কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই আচমকা ওই গাড়িটি থেকে ৩ জন নেমে এসে দাঁড়িয়ে থাকা সাদা ফরচুনা গাড়িটি ঘিরে ধরে এলোপাথাড়ি গুলি চালান। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় রাজুর। গুরুতর আহত অবস্থায় ব্রতীনকে উদ্ধার করে বর্ধমান হাসপাতালে ভর্তি করে পুলিশ। যদিও গাড়ির চালক এবং লতিফের কোনও ক্ষতি হয়নি। প্রসঙ্গত গরু পাচার মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত আব্দুল লতিফ কি কারণে রাজুর সঙ্গে এক গাড়িতে ছিলেন সেটাও সন্দেহজনক। আবার এই ঘটনার পর থেকেই বেপাত্তা আব্দুল লতিফ, মেলেনি তাঁর খোঁজ।হত্যাকাণ্ডের তদন্তে সিট গঠন করে পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ। আঁকা হয় হত্যাকারীদের স্কেচ। এ নিয়ে ঝাড়খণ্ডের হাজারিবাগ কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে বন্দি উত্তরপ্রদেশের গ্যাংস্টার আমন সিংহকে আলাদা ঘরে দীর্ঘ ৪ ঘণ্টা জেরাও করেন সিটের সদস্যরা।

তদন্তে নেমে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য আসছিল পুলিশের হাতে। হাজারিবাগ সংশোধনাগারের প্রবেশপথের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখার জন্য আদালতে আবেদন জানিয়েছিল সিট। বর্ধমানের সিজিএম আদালত সেই আবেদন মঞ্জুরও করে।ঝাড়খণ্ডের কোনও গ্যাং এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত বলে উঠে এসেছিল। পাশাপাশি তদন্তে নেমে একটি নীল রংয়ের গাড়ি নিয়েও সন্দেহ ঘনাচ্ছিল। ওই গাড়িতে করেই আততায়ীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বলে মনে করছিল পুলিশ।

উল্লেখ্য, রাজুর রাজনৈতিক অবস্থান নিয়েও বিস্তর বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। তিনি বাম জমানায় কয়লা মাফিয়া হয়ে ওঠেন, কিন্তু ২০১১ তে তৃণমূলের মা মাটি মানুষের পরিবর্তনের সরকার আসবার পড়ে রাজুরও পরিবর্তন ঘটে, তিনি কয়লা ছেড়ে হোটেল, পরিবহন,পেট্রোল পাম্প , কাঁটার ব্যবসা ইত্যাদির ব্যবসায় মনোনিবেশ করেন। একুশের নির্বাচনের আগে যোগদান করেছিলেন বিজেপি'তে। যদিও দুর্গাপুরের বিজেপিনেতৃত্বের দাবি ছিল, নির্বাচনের সময় প্রচারে বেরলেও পরবর্তীতে দলের সঙ্গে সেভাবে কোনও যোগাযোগ ছিল না রাজুর।

গত মাস দশেক আগে অনুপ মাজি ওরফে লালার ফাঁকা মাঠে রাজু ঝা আবার নেমে পড়েন কয়লার কারবারে । বাম আমলে তার হাত ধরেই পুলিশের একাংশের মদতে গড়ে ওঠে সিন্ডিকেট । সেই সিন্ডিকেটকে পুনরায় বাঁচিয়ে তুলে কয়লার ডিওর কারবারে নেমে পড়েন ডান্ডা ট্যাক্স আদায় করতে । এখনো পর্যন্ত রাজুর ঘনিষ্ঠরা সেই তোলা বাজীর কারবার চালিয়ে যাচ্ছে বলেই সুত্রের খবর । সুত্রের খবর তার ঘনিষ্ঠরা এই কারবার চালিয়ে যাচ্ছে রাজুর বেঁধে দেওয়া পথেই । রাজু কয়লা ছাড়াও বালি , লোহার বেআইনি কারবারের দিকেও নজর দেয় ।

সূত্রের আরও খবর রাজু ঝার ঘনিষ্ঠ এবং প্রাক্তন ঘনিষ্ঠদের পুলিশ জেরা করতে শুরু করে । প্রায় ৪০ জনকে জেরা করে তদন্তকারী দল । এই অবস্থায় ডিও ব্যবসার উপরে ডান্ডা ট্যাক্স চালানোর জন্য রাজু ঝা'র গঠন করা সিন্ডিকেট থেকে রাজু ঝার ঘনিষ্ঠ সাথীদের কয়েকজন বাদ পড়ে যায় । এই সিণ্ডিকেটের আয় ছিল মাসে প্রায় ২৫ কোটি । এই অবস্থায় রাজু ঝার সাথে তার পুরানো সাথীদের বিবাদ লেগে থাকতেই পারে বলে প্রথম থেকেই পুলিশের নজর ছিল । রাণীগঞ্জের এই কয়লা কারবারীকে সি বি আই গ্রেফতার করেছিল কিন্তু সে এখন জামিনে মুক্ত । এই অবস্থায় পুলিশের নজর থাকে সি বি আই এর হাতে গ্রেফতার হওয়া কয়লা মাফিয়ার দিকে । তারপরেই সাফল্য মেলে । সুত্রের খবর পুলিশ বামুনাড়ার তপোবন বহুতল থেকে অভিজিৎ মণ্ডলকে গ্রেফতার করে মঙ্গলবার রাতে । প্রশ্ন উঠছে রাজু ঝা খুনের পরে অভিজিৎ তপোবন আবাসনের টাওয়ার ৪৮ নম্বর ফ্ল্যাট বি সিক্সে কিভাবে নিশ্চিন্তে বাস করছিল?তপোবন সিটির বাসিকেরা অবশ্য কেউই মুখ খুলতে নারাজ । তবে অবাক হয়ে যাওয়া অনেকেই ফিসফিসিয়ে বলছেন ব্যবহার ভালো ছিল , মিশতো না খুব একটা । সিটের তদন্তকারীদের বিছানো জালে ধরা পড়ছে একজন তা কয়েকদিন আগেই পরিস্কার হয়ে গিয়েছিল বলে সুত্রের খবর । তদন্তকারীদল আমন সিং এর উপরে নজর আটকে রেখে গোপনে নজরবন্দী করে ফেলে অনেককেই । তদন্তকারীদলের নজরে ছিল রানীগঞ্জের বেশ কয়েকজন কয়লা কারবারি।পুর্ব বর্ধমান জেলার পুলিশ সুপার কমলাশিস সেন বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে বিশেষ কিছু উল্লেখ করেন নি ৷ খালি জানান যে রাজু ঝা খুনে দুর্গাপুর থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং ধৃতকে পুলিশি হেফাজতে নিয়ে জেরা করে জানা হবে সবকিছুই । পুলিশ সুপার একবারও বলতে চান নি অভিজিৎ মণ্ডল রাণীগঞ্জের কুখ্যাত কয়লা কারবারি নারায়ন খাগড়ের গাড়ির চালক এবং কয়লা কারবারের সাথী, এই সংক্রান্ত প্রশ্ন মৃদু হেঁসে এড়িয়ে যান। তিনি সাফ জানান এই মুহুর্তে সব কিছু তিনি জানাচ্ছেন না তদন্তের স্বার্থে আর যখন যা যা আপডেট মিলবে তা জানানো হবে ।

ঈদ যাত্রায় জনপ্রিয় মোটরসাইকেল

ঢাকা ঃ দুই ঈদে শহর ছেড়ে গ্রামে ছোটেন মানুষ। পথের কষ্ট, তীব্র গরম, যানজট, দুর্ঘটনার ঝুঁকি তারপরও কেন গ্রামে যাওয়ার এই যুদ্ধ! এবার এই ঈদ যাত্রায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে মোটরসাইকেল। ধারণা করা হচ্ছে যে এক কোটি ২০ লাখ মানুষ গ্রামে যাবেন তার ২৫ লাখ যাবেন মোটরসাইকেলে। এবার মহাসড়কে মোটরসাইকেলে বাধা নেই। আর ঈদের সময় পদ্মা সেতু দিয়েও যেতে পারছেন মোটরসাইকেল আরোহীরা। ঢাকার তরুণ চাকরিজীবী সুমন রায়হান বরাবরই ঈদের সময় মোটরসাইকেলে বাড়ি যান। তার বাড়ি দক্ষিণের জেলা পিরোজপুরের মঠবাড়িয়ায়। এবারও তিনি মোটরসাইকেলেই পাড়ি দেবেন দীর্ঘ পথ। কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন,টিকিট পাওয়া না পাওয়ার ঝামেলা নাই। আর নিজের ইচ্ছেমত সময়ে রওয়ানা দেয়া যায়। পথে বিশ্রাম নেয়া যায়। এখন রাস্তার পাশে একটি লেন মোটরসাইকেলের জন্য ছেড়ে দেয়া হয়। সবচেয়ে বড় কথা পদ্মা সেতু দিয়ে যেতে পারব। মোটরসাইকেলে দুর্ঘটনার আশঙ্কার কথা বলা হলে তিনি বলেন, মহাসড়কে আমি নিরাপত্তা ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করি। আর গতিও রাখি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে। তারপরও দুর্ঘটনা যেকোনো যানবাহনে হতেই পারে। আমার বন্ধুবান্ধবেরা ৯০ ভাগই এবার ঝামেলা এড়াতে মোটর বাইকে বাড়ি যাচ্ছেন। আমিন ইকবাল ঢাকায় অনেকদিন ধরে মোটরসাইকেল চালালেও এবারই প্রথম মোটর সাইকেলে করে গ্রামের বাড়ি হবিগঞ্জে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি শেষ রোজার সেহরি খেয়ে বাড়ি রওয়ানা হবো। ওই সময়ে তো কোনো যানবাহন পাওয়া যাবে না। আর এবার লম্বা ছুটি হওয়ায় রাস্তায় যানজট কম। তাছাড়া মোটরসাইকেল নিয়ে বাড়ি গেলে ঈদের সময় ঘোরাঘুরি সহজ হবে। এবার ঈদে মোট ছুটি পাঁচ দিন। বুধবার থেকে ছুটি শুরু হয়েছে। তবে ঈদ যদি ২৩ এপ্রিল হয় তাহলে ছুটি আরো একদিন বাড়বে। মঙ্গলবার থেকেই লোকজন ঢাকা ছাড়তে

শুরু করেছে। লম্বা ছুটি হওয়ায় গ্রামমুখী মানুষ যেমন বেশি, তেমনি রাস্তাঘাটে ভিড় এবং ভোগান্তি গত ঈদের তুলনায় এখন পর্যন্ত কম। তারপরও বাস, ট্রেনের টিকিট না পাওয়া, বাসে বেশি ভাড়া আদায় করার প্রবণতা আছে। লঞ্চে এখন পর্যন্ত যাত্রীদের ঢল'' দেখা যাচ্ছে না। যাত্রী কল্যাণ সমিতির মহাসচিব মোজাম্মেল হক চৌধুরী বলেন, ''এবার মোটরসাইকেল আরোহী বেড়ে যাওয়ায় অন্যান্য যানবাহনের ওপর চাপ যেমন কমেছে তেমনি ভাড়ার নৈরাজ্যও কিছুটা কমেছে। তবে দুর্ঘটনার ঝুঁকি বেড়েছে। কারণ মোটরসাইকেলে বেশি দুর্ঘটনা হয়। ঈদের পরে বাস্তব চিত্র পাওয়া যাবে। আর বাংলাদেশ রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক সাইফুর রহমান বলেন,এবার সড়ক ব্যবস্থাপনা আগের চেয়ে ভালো। তবে গতি নিয়ন্ত্রণ না করা গেলে দুর্ঘটনা কমানো যাবেনা। মহাসড়কে এর কোনো মনিটরিং নেই। নেই স্পিড গান বা স্পিড ক্যামেরা। ঈদুল ফিতর উপলক্ষে প্রায় দেড় কোটি মানুষ ঢাকা ছাড়ছেন বলে শিপিং অ্যান্ড কমিউনিকেশন রিপোর্টার্স ফোরাম (এসসিআরএফ) তাদের এক জরিপে জানিয়েছে। যার মধ্যে সড়কপথে যাবে ৬০ শতাংশ। ২০ শতাংশ নৌ ও ২০ শতাংশ রেলপথে যাবে। এ হিসেবে সড়কপথের যাত্রীসংখ্যা প্রায় ৯০ লাখ। তারা বলছেন, ঈদুল ফিতর উপলক্ষে জনবহুল বড় শহরসহ শিল্প ও বাণিজ্যিক এলাকাগুলোর অন্তত ৫০ শতাংশ মানুষ বর্তমান আবাসস্থল ছেড়ে যায়। যাত্রী কল্যাণ সমিতি জানায়, সব মিলিয়ে কম বেশি এক কোটি ২০ লাখ মানুষ এই ঈদে ঢাকা ছাড়বে। তবে এই সব হিসাব অতীত অভিজ্ঞতা এবং যানবাহনের ট্রিপ হিসাব করে তৈরি করা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে কোনো জরিপ নাই। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার জানিয়েছেন, মঙ্গলবার (১৮ এপ্রিল) ঢাকার বাইরে গেছেন ১২ লাখ ২৮ হাজার ২৭৮ জন এবং ঢাকায় এসেছেন ৬ লাখ ৬৭ হাজার ৭৮৩ জন। তিনি চার মোবাইল ফোন অপারেটরের তথ্যের ভিত্তিতে এ হিসাব দিয়েছেন। তিনি বলেন, ঢাকা ছেড়ে যাওয়া মানুষদের মধ্যে গ্রামীণফোনের তিন লাখ ৩৪ হাজার ২৯৫, রবির তিন লাখ দুই হাজার ২৮৪, বাংলালিংকের পাঁচ লাখ ৭৩ হাজার ৫০৯ এবং টেলিটক ১৮ হাজার ১৯০ জন ব্যবহারকারী। তবে ফোন সিমের এই হিসাবের চেয়ে অনেক বেশি লোক মঙ্গলবার ঢাকা ছেড়েছেন বলে বিশ্লেষকেরা বলছেন। তাদের কথা, এই হিসাবের মধ্যে যারা মোবাইল ব্যবহার করেন না তারা নেই। আর পরিবারে শিশু ও অপ্রাপ্ত বয়স্করাও থাকেন। তারা তো মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন না। ঢাকায় নাগরিক মানুষ বা সিটি পিপলের অভাব বলে মনে করেন নগর পরিকল্পনাবিদ এবং ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্সের সাবেক সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আদিল মোহাম্মদ খান। তিনি জানান, এই শহরে যারা বসবাস করেন তাদের সর্বোচ্চ ৩০ ভাগের ঢাকা শহরে বাড়ি, ফ্ল্যাট বা নিজস্ব থাকার জায়গা আছে। অন্যরা ভাড়া থাকেন। তারা এই শহরকে নিজেদের মনে করতে পারেন না। তাদের পরিবারের একটি অংশ গ্রামে থাকেন। আবার যাদের শহরে বাড়ি আছে তাদের অধিকাংশের মূল গ্রামে। ফলে উৎসব আয়োজনে শহরের মানুষ গ্রামে ফিরে যান যতই কষ্ট হোক। তারা পরিবার পরিজনের মাঝে শেকড়ের কাছে চলে যান। তার কথা, এর বাইরে এই শহরে নিঃশ্বাস নেয়ার জায়গা নেই, খোলা মাঠ নেই, সবুজ নেই। ফলে একটু লম্বা ছুটি পেলেই নগরবাসী একটু স্বস্তি পেতে গ্রামে চলে যান। তিনি বলেন,এখন কিছু বিত্তশালী মানুষ ঈদের ছুটিতে দেশের বাইরেও যান। এদের সংখ্যা কম হলেও এই প্রবণতা বাড়ছে। আর দেশের ভেতরেও ছুটিতে অনেকে ভ্রমণ করেন। চলে যান কক্সবাজার বা অন্য কোনো পর্যটন স্পটে। ঢাকার আশপাশের রিসোর্টগুলো ঈদের ছুটিকে পূর্ণ থাকে। এই শহর একটি অর্থনৈতিক শহরে পরিণত হয়েছে। এখানে জীবিকা, পড়াশুনা বা অন্যকোনো কারণে মানুষ বসবাসে বাধ্য হচ্ছেন। কিন্তু প্রাণের শহরে পরিণত হয়নি। আমার শহর হতে পারেনি ঢাকা, মন্তব্য এই নগর পরিকল্পনাবিদের।

জার্মানিতে ফিটনেস স্টুডিওতে ছুরি নিয়ে হামলা

বার্লিন ঃ ডুইসবুর্গের ঘটনা। অন্তত চারজন গুরুতর আহত বলে পুলিশ জানিয়েছে। আক্রমণকারীকে এখনো ধরতে পারেনি পুলিশ।

জার্মানির ডুইসবুর্গে একটি ফিটনেস স্টুডিওতে মঙ্গলবার এই ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, একজন আক্রমণকারী ছুরি নিয়ে ওই ফিটনেস স্টুডিওতে ঢুকে পড়ে। এলোপাথারি ছুরি চালাতে থাকে সে। ঘটনাস্থলেই গুরুতর আহত হন অন্তত চারজন। তাদের স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, আহতদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। একজন গুরুতর আহত হলেও বিপদ কাটিয়ে উঠেছেন।

কে কেনো হামলা চালালো, তা নিয়ে এখনো কোনো মন্তব্য করেনি পুলিশ। পার্শ্ববর্তী অঞ্চল এসেন থেকে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে। আততায়ীকে ধরার জন্য গোটা অঞ্চল সিল করে দেওয়া হয়েছে। আততায়ী বেশি দূর পালাতে পারেনি বলেই তাদের বিশ্বাস।

ছুরি বা ছুরির মতো কোনো অস্ত্র নিয়ে এদিন আক্রমণ চালানো হয় বলে প্রাথমিকভাবে পুলিশ মনে করছে। ওই সময় স্টুডিওতে যারা উপস্থিত ছিলেন, তাদের সঙ্গেও কথা বলা হচ্ছে।

ডিডাব্লিউয়ের সংবাদদাতা ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন। তিনি জানিয়েছেন, গোটা এলাকা নিস্তব্ধ হয়ে আছে। পুলিশ সূত্র তাকে জানিয়েছেন, সম্ভবত একজনই আক্রমণকারী ছিল। ডুইসবুর্গ শহরের বাইরেও পুলিশ তল্লাশি চালাচ্ছে। কিন্তু কেন এই ঘটনা ঘটল, কেন আক্রমণ চালানো হলো, তা নিয়ে পুলিশ কোনো মন্তব্য করতে চায়নি। প্রত্যক্ষদর্শীরাও এবিষয়ে কোনো আলোকপাত করতে পারেননি।

শেষ ওভারে বল করে উইকেট শচিনপুত্র অর্জুনের

মুম্বই (ওয়েবডেস্ক) ঃ আইপিএলে তার দ্বিতীয় ম্যাচে উইকেট পেলেন শচিনপুত্র অর্জুন টেন্ডুলকর। শেষ ওভারে বল করে দলকে জেতালেন। অর্জুনের আইপিএল অভিষেক হয়েছিল কেকেআরের বিরুদ্ধে। ওই ম্যাচে দুই ওভার বল করেও কোনো উইকেট পাননি। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধেও দলে ছিলেন তিনি। প্রথমে দুই ওভার বল করেও কোনো উইকেট পাননি। তবে ভালো বল করছিলেন। একেবারে শেষ ওভারে অর্জুনের হাতেই বল তুলে দেন রোহিত শর্মা। শেষ ওভারে হায়দরাবাদকে জেতার জন্য ২০ রান করতে হতো। কিন্তু শচিনপুত্রের ওভারে তারা মাত্র পাঁচ রান করতে পেরেছে। হারাতে হয়েছে একটি উইকেট। ভুবনেস্বর কুমার আউট হন অর্জুনের বলে। কভারে দাঁড়িয়ে থাকা রোহিত শর্মা ক্যাচ ধরেন। তারপরই উচ্ছ্বসিত রোহিত ছুটে যান অর্জুনের কাছে। অর্জুন যখন এই উইকেট নিচ্ছেন, তখন ডাগআউটে শচিন বসে। তিনি মুম্বই দলের পরামর্শদাতা।

সাংবাদিক সম্মেলন করতে এসে অর্জুন জানিয়েছেন, ''আইপিএলে প্রথম উইকেট পেয়ে অসম্ভব ভালো লাগছে। শেষ ওভারে আমার সামনে একটাই রাস্তা ছিল, পরিকল্পনা অনুসারে বল করে যাওয়া। আমাদের পরিকল্পনা ছিল, একটু ওয়াইড বল করে যাওয়া, যেদিকে বাউন্ডারিটা সবচেয়ে বড়, সেদিকে খেলতে ব্যাটারদের বাধ্য করা। বাউন্ডারিতে ফিল্ডার থাকবে। তাহলে বেশি রান আসবে না।'' অর্জুন বলেছেন, ''ক্যাপ্টেন চাইলে আমি যে কোনো সময় বল করতে পারি। আমি একটা পরিকল্পনা মেনে বল করার চেষ্টা করি। বাবার সঙ্গে আমি ক্রিকেট নিয়ে আলোচনা করি। বাবা আমাকে কৌশল বলে দেন। প্র্যাক্টিসে যে বলগুলো করার চেষ্টা করি, বাবা ম্যাচে সেই ধরনের বল করার জন্য আমায় বলেন।'' অর্জুন বলেছেন, তিনি গুড লেন্থ ও লাইনে বল করতে চান। তাতে যদি সুইং পাওয়া যায় তো খুবই বালো, না পেলেও ক্ষতি নেই। এবার আইপিএলে বেশির ভাগ ম্যাচ শেষ ওভার পর্যন্ত গড়াচ্ছে। শেষ ওভারে ৩০ রান তুলে কেকেআর জিতেছে। ফলে শেষ ওভার বল করতে গেলে একটা বাড়তি চাপ থাকে। কিন্তু অধিনায়ক রোহিত শেষ ওভার অর্জুনকে দিয়ে একটা ফাটকা খেলেছিলেন। শান্ত থেকে পরিকল্পনামাফিক বল করে অর্জুন দলকে জেতাতে পেরেছেন। ফলে অর্জুন, রোহিত, শচিন এবং মুম্বইয়ের ফ্যানরা সকলেই খুশি।

ম্যাককালাম ভুল করেননি, দায়মুক্তি দিল ইসিবি

নিউজিল্যান্ড (ওয়েবডেস্ক) ঃ বেটিং কোম্পানির বিজ্ঞাপনে অংশ নিয়ে ফেঁসে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল ব্রেন্ডন ম্যাককালামের। প্রতিবাদের মুখে নিউজিল্যান্ডে বিজ্ঞাপন বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর এ নিয়ে তৎপর হয়ে উঠেছিল ইংল্যান্ড এন্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)। শঙ্কা ছিল নিষেধাজ্ঞামূলক শাস্তিরও। তবে ইংল্যান্ড টেস্ট দলের প্রধান কোচ শেষ পর্যন্ত বেঁচে গেছেন। বিধিভঙ্গের প্রমাণ না পাওয়ায় ইসিবি তাঁকে দায়মুক্তি দিয়েছে। এ জন্য ম্যাককালামের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ার কথা জানিয়েছে সংস্থাটি। সাইপ্রাসে নিবন্ধিত কোম্পানি ২২বেটের সঙ্গে ম্যাককালামের চুক্তি হয় গত বছরের নভেম্বরে। এর ছয় মাস আগে তিনি ইংল্যান্ডের টেস্ট দলের কোচের দায়িত্ব নেন। গত মাসের শুরুতে আইপিএলের জন্য তৈরি করা ২২বেটের একটি বিজ্ঞাপনে অংশ নেন ম্যাককালাম। এখানে নিজেকে তিনি পণ্যদূত হিসেবে উল্লেখ করেন। নিউজিল্যান্ডসহ বেশ কিছু দেশে বেটিং কোম্পানিটি নিষিদ্ধ। এ নিয়ে নিউজিল্যান্ডে আপত্তি উঠলে গুগল কর্তৃপক্ষ দেশটি থেকে ইউটিউবের বিজ্ঞাপন সরিয়ে নেয়। এরপর ইসিবি এক বিবৃবিতে জানায়, টেস্ট দলের প্রধান কোচের বিজ্ঞাপনে অংশ নেওয়ার বিষয়টি তারা খতিয়ে দেখছে, '২২বেটের সঙ্গে ব্রেন্ডনের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা চলছে। গ্যাম্বলিং নিয়ে আমাদের নীতিমালা আছে, সব সময়ই এর অনুসরণ নিশ্চিত করতে চাই আমরা।' ইসিবির দুর্নীতিবিরোধী নীতিমালায় বোর্ডের সঙ্গে সম্পর্কিতদের বেটিংয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রলুব্ধ করা, প্ররোচিত করা, উৎসাহিত করা বা অন্য কোনো পক্ষকে কোনো ম্যাচ বা প্রতিযোগিতার ফলাফল, অগ্রগতি, আচরণ বা অন্য কোনো দিক সম্পর্কে বাজিতে প্রবেশে সহায়তায় বিধিনিষেধ আছে। অপরাধ প্রমাণিত হলে ন্যূনতম এক বছরের নিষেধাজ্ঞার শাস্তিও আছে। ইএসপিএন ক্রিকইনফোর খবরে বলা হয়, ম্যাককালামের বিষয়টিকে 'নিয়ন্ত্রক ও নিয়োগকর্তার দৃষ্টিকোণ' থেকে দেখেছে ইসিবি। কোচ ও খেলোয়াড়দের স্বাক্ষর করা অ্যান্টিকরাপশন কোডে পণ্যদূত হওয়ায় বিধিনিষেধ নেই। যে কারণে ম্যাককালাম কোনো ভুল করেননি বলে আশ্বস্ত তারা। ইসিবির একজন মুখপাত্র বলেন, 'গত কয়েক দিন ধরে ম্যাককালামের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। বিষয়টি নিয়োগকর্তা ও নিয়ন্ত্রণের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা হয়েছে। আমরা নিশ্চিত করছি, এ বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হবে না।'

চেলসির পরিকল্পনাহীনভাবে খেলোয়াড় কেনা পছন্দ নয় সিলভার

লন্ডন ঃ ৬০ কোটি ইউরোতে ১৬ জন নতুন খেলোয়াড় কিনেও এ মৌসুমে চেলসির প্রাপ্তির খাতাটা শূন্যই থেকে গেল। ঘরোয়া ফুটবলের সব সম্ভাবনা শেষ হওয়ার পর গতকাল চ্যাম্পিয়নস লিগ থেকেও বিদায় নিতে হলো স্টামফোর্ড ব্রিজের দলটিকে।

এমনকি আগামী মৌসুমে ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতায় খেলা নিয়েও শঙ্কা আছে তাদের। রিয়ালের কাছে দুই লেগ মিলিয়ে চেলসি হেরেছে ৪-০ গোলে। প্রথম লেগে রিয়ালের মাঠে ২-০ গোলে হারের পর গতকাল দ্বিতীয় লেগে নিজেদের মাঠেও তারা হেরেছে একই ব্যবধানে।

বিশাল অঙ্কের টাকা খরচ করেও কোনো সাফল্য না পাওয়ায় চেলসি কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনা নিয়ে সমালোচনা হচ্ছে অনেক। এবার আত্মসমালোচকের ভূমিকায় দেখা গেল চেলসি ডিফেন্ডার থিয়াগো সিলভাকেও। ম্যাচ শেষে টিএনটি স্পোর্টসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সিলভা বলেছেন, 'আমার মনে হয়, প্রথম যে পদক্ষেপটা নেওয়া হয়েছে, সেটি ভুল। কিন্তু সেটা নেওয়া হয়ে গিয়েছে।'

চলতি মৌসুমে এরই মধ্যে দুই কোচকে ছাঁটাই করেছে চেলসি। তবে কোচ বদলকে সমাধান বলে মনে করেন না সিলভা, 'আমরা যদি দায়িত্ব নিতে না পারি, তাহলে কোচদের দোষ দেওয়া উচিত নয়। এটা ক্লাবের জন্য কঠিন সময়। অনেক সিদ্ধান্তহীনতা এখানে যুক্ত আছে। মালিকানা পরিবর্তন এবং নতুন খেলোয়াড় কেনার বিষয়টিও এখানে জড়িত। আমাদেরকে ড্রেসিংরুমের আকার বড় করতে হয়েছে। কারণ, এটা স্কোয়াডের আকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হচ্ছিল না।'

কোচদের নিয়ে সমালোচনার জবাবে সিলভা আরও বলেছেন, 'সবাই কোচ বদলানো নিয়ে অনেক কথা বলে। আমার মনে হয়, খেলোয়াড়দেরও অবশ্যই দায়িত্ব নিতে হবে। এ মৌসুমে আমরা তিনজন কোচের অধীনে খেলেছি (ভারপ্রাপ্ত কোচসহ)। কিন্তু আমরা জিততে ব্যর্থ হয়েছি। সবাই কোচের কথা বলছে কিন্তু আমাদের দেখা উচিত কোথায় ভুল হচ্ছে এবং চেষ্টা করতে হবে সেসব শোধরানোর।'

দলের এমন বিপর্যয়েও অবশ্য ইতিবাচক দিক খুঁজে নিতে চান সিলভা, 'স্কোয়াডে অসাধারণ খেলোয়াড় আছে। আবার সব সময় এমন কিছু খেলোয়াড় থাকবে, যারা কখনো খুশি হতে পারবে না। সব সময় কেউ না কেউ হতাশ হবে। কারণ, সবাই খেলার সুযোগ পাবে না। ৩০ এর কাছাকাছি স্কোয়াড থেকে কোচ শুধু ১১ জনকেই বেছে নেবেন। এটা কঠিন।'

আইপিএলে বেশি ছক্কা কার, কোন দলের

মুম্বাই (ওয়েবডেস্ক) ঃ উত্তরটা অনেকেরই জানা। যাঁদের জানা নেই, তাঁরা অনুমানে বললেও সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কারণ, ছক্কা বলতেই মনের পর্দার যেসব দৃশ্য ভেসে ওঠে, সেখানে তাঁর উপস্থিতি থাকেই ক্রিস গেইল। স্বঘোষিত 'দ্য ইউনিভার্স বস'।

গেইল আইপিএল খেলেন না দুই মৌসুম হয়ে গেছে। তাঁর চেয়ে বেশি ম্যাচ খেলা ব্যাটসম্যান আছেন বেশ কয়েকজন। কিন্তু ছক্কা মারায় গেইল নিজেকে এতটাই উঁচুতেই নিয়ে গেছেন যে সবচেয়ে বেশি ছয়ের রেকর্ডটা আরও দুই তিনটা মৌসুম অক্ষতই থাকার কথা।

আইপিএলে ১৪২ ম্যাচ খেলা গেইলের ছক্কাসংখ্যা ৩৫৭টি। দ্বিতীয় স্থানে থাকা ব্যাটসম্যানের চেয়ে বেশি ১০৬টি বেশি! তার ওপর ২৫১ ছয় নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে থাকা ব্যাটসম্যানটি এখন খেলাতেও নেই, নামটি এবি ডি ভিলিয়ার্স। গেইল, ডি ভিলিয়ার্স দুজনই বেশির ভাগ সময় খেলেছেন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুতে।

গেইলকে ছোঁয়া অনেক দূরের পথ হলেও ডি ভিলিয়ার্সকে এবারই ছাড়িয়ে যেতে পারেন বেশ কয়েকজন। তিনজনই ভারতীয়। এর মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে মুম্বাই ইন্ডিয়ানস অধিনায়ক রোহিত শর্মা। মঙ্গলবার মুম্বাই হায়দরাবাদ ম্যাচ পর্যন্ত ২৪৭টি ছয় মেরেছেন রোহিত। এ জন্য তাঁকে ম্যাচ খেলতে হয়েছে ২২৭ ইনিংস।

এবারের আইপিএলে খেলছেন এমন ক্রিকেটারদের মধ্যে রোহিতের পরই আছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। ভারতের সাবেক অধিনায়ক ২১০ ইনিংসে মেরেছেন ২৩৫ ছয়। আর ২২০ ইনিংসে ২২৮ ছয় নিয়ে তালিকার পঞ্চম স্থানে আছেন বিরাট কোহলি।

দেখা যাচ্ছে, আইপিএলে সবচেয়ে বেশি ছয় মারা প্রথম পাঁচ ব্যাটসম্যানের তিনজনই রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুতে খেলেছেন বা খেলছেন। দলগতভাবে আইপিএলে সবচেয়ে বেশি ছক্কা অবশ্য বেঙ্গালুরুর নয়। রেকর্ডটা এই মুহূর্তে মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের। আইপিএলে সবচেয়ে বেশি ৫ শিরোপাজয়ী দলটি ২৩৫ ম্যাচে মেরেছে ১ হাজার ৪৪২টি ছক্কা। ২৩২ ম্যাচ খেলে ১ হাজার ৪৩৩টি ছয় মেরেছে বেঙ্গালুরু। ১৪০০ ছক্কা পার করা দল এ দুটিই।

তবে ন্যূনতম এক হাজার ছয় মারা দল আছে আরও ৫টি। দলগুলো হচ্ছে যথাক্রমে চেন্নাই সুপার কিংস ২১৪ ম্যাচে ১৩২২টি, পাঞ্জাব কিংস ২২৩ ম্যাচে ১৩০৯টি, কলকাতা নাইট রাইডার্স ২২৮ ম্যাচে ১২৭৮টি, দিল্লি ক্যাপিটালস ২২৯ ম্যাচে ১১৬১টি ও রাজস্থান রয়্যালস ১৯৭ ম্যাচে ১০৫৮টি। পুরোনো দলগুলোর মধ্যে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের ব্যাটসম্যানরা ১৫৬ ম্যাচে মেরেছেন ৭৯৮টি ছয়।

তুরস্ক, কোরিয়া ও জার্মানিসহ যেসব দেশ উচ্চশিক্ষার জন্য জনপ্রিয় হচ্ছে

নিউ ইয়র্ক (ওয়েবডেস্ক)ঃ শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া ও কানাডার মতো ইংরেজি ভাষাভাষী দেশগুলোকে বেছে নিলেও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চীন, জাপান, তুরস্ক, দক্ষিণ কোরিয়া ও জার্মানির মতো ভিন্ন ভাষার দেশগুলোর প্রতিও আগ্রহী হচ্ছেন। এর কারণ হিসেবে ওইসব দেশে পড়তে যাওয়া শিক্ষার্থীরা বলছেন, সেখানে ভাষাগত ব্যবধান থাকলেও স্কলারশিপের সুযোগ বেশি থাকে। টিউশন ফি সেইসঙ্গে থাকা খাওয়ার খরচও অপেক্ষাকৃত কম। আবার পড়াশোনার পর পর অনেক দেশে কাজেরও সুযোগ থাকে।

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষার জন্য জাপানে যাবার প্রচলন আগে থাকলেও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আরো বেড়েছে।

জাপানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান ও প্রকৌশল থেকে শুরু করে সামাজিক বিজ্ঞান, মেডিকেল, সাহিত্য, ব্যবসা প্রশাসন, পরিবেশসহ যেকোনো বিষয়ে অ্যাসোসিয়েট ডিগ্রি, স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করছেন বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা।

এর মধ্যে স্নাতক ডিগ্রির মেয়াদ বিষয় ভেদে চার থেকে ছয় বছর। স্নাতকোত্তর ডিগ্রির মেয়াদ দুই বছর এবং পিএইচডির মেয়াদ বিষয় ভেদে তিন থেকে চার বছর হয়ে থাকে।

বাংলাদেশের নাগরিক ইয়াসিন আরাফাত সম্প্রতি বৃত্তি নিয়ে জাপানে তার স্নাতকোত্তর ডিগ্রি সম্পূর্ণ করেছেন।

তিনি বলেন, জাপানের শিক্ষকরা খুবই আন্তরিকতার সঙ্গে পড়ান। সেখানকার অন্য ছাত্ররাও অনেক হেল্পফুল। তাদের ভদ্রতার কোন তুলনা হয় না। তবে হ্যাঁ, পড়াশোনার চাপ অনেক বেশি। তাই সেইরকম পড়াশোনার মন মানসিকতা নিয়ে এদেশে আসতে হবে।

জাপানে শিক্ষার্থীদের জন্য স্কলারশিপের বড় ধরনের সুযোগ রয়েছে। বিশেষ করে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি পর্যায়ে স্কলারশিপের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি।

এর মধ্যে জনপ্রিয় স্কলারশিপ হল মেক্সট স্কলারশিপ। এছাড়া এডিবি-জাপান স্কলারশিপ প্রোগ্রাম, জাপান-বিশ্বব্যাংক বৃত্তিও উল্লেখযোগ্য।

এসব বৃত্তির আওতায় শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি, ভর্তি ফি, থাকাখাওয়া যাতায়াতের খরচ, বই কেনা, হাত খরচ, চিকিৎসা ভাতা এমনকি জাপানে আসার বিমান ভাড়াও অন্তর্ভুক্ত থাকে।

এসব স্কলারশিপ পেতে দেশটির সরকারি ওয়েবসাইট ও পছন্দের বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে নিয়মিত নজর রাখার পরামর্শ দিয়েছেন সেখানকার শিক্ষার্থীরা।

মি. আরাফাত বলেন, জাপানের শিক্ষাবর্ষ দুটি, এপ্রিল-সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর-মার্চ। এই বিষয়টি মাথায় রেখে কোর্স শুরু হওয়ার অন্তত ২-৩ মাস আগে থেকে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। যেন বিশ্ববিদ্যালয় আবেদন গ্রহণের সাথে সাথে ভিসার জন্য দাঁড়াতে পারেন।

স্কলারশিপ ছাড়া এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে টিউশন ফি বছরে সাত লাখ থেকে বারো লাখ ইয়েন হয়ে থাকে। টাকায় যা ছয় থেকে ১০ লাখের মতো। এজন্য বাংলাদেশের বেশিরভাগ শিক্ষার্থী দেশটিতে স্কলারশিপ নিয়েই পড়তে যান।

এরপরও আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা সপ্তাহে সাধারণত ২৮ ঘণ্টার মতো কাজ করার সুযোগ পান। কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে জাপানি ভাষা জানাটা বেশ জরুরি।

স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি পর্যায়ে ইংরেজি ভাষায় পাঠ্যক্রম থাকায় জাপানি ভাষা না জানলেও খুব একটা সমস্যা নেই। তবে স্নাতকের জন্য ভাষা শিখতেই হবে।

জাপানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেই আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জাপানি ভাষা শেখার সুযোগ রয়েছে। আবার শিক্ষার্থীরা চাইলে বাংলাদেশ থেকে শিখে যেতে পারেন।

চীন

উচ্চশিক্ষার জন্য বাংলাদেশের অনেক শিক্ষার্থীর প্রিয় গন্তব্য এখন চীন।

দেশটির শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে রয়েছে সিনহুয়া বিশ্ববিদ্যালয়, পিকিং ইউনিভার্সিটি, ফুদান ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইন চায়না, ঝেজিয়াং ইউনিভার্সিটি এবং উহান ইউনিভার্সিটি।

এসব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান ও প্রকৌশল, মেডিকেল, সমাজ বিজ্ঞান, মানবিক, ব্যবসায় শিক্ষা, কৃষিসহ আরও নানা বিষয়ে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রির সুযোগ রয়েছে।

তবে মেডিকেল স্কুলগুলোয় পড়তে চাইলে বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিলের অনুমতিপত্র লাগে।

উচ্চশিক্ষার জন্য ফারিয়া নিশাতের চীনকে বেছে নেয়ার অন্যতম কারণ ছিল দেশটির স্কলারশিপ সুবিধা।

প্রতিবছর চীন বিদেশি শিক্ষার্থীদের প্রচুর স্কলারশিপ দিয়ে থাকে। এর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হল চায়না স্কলারশিপ কাউন্সিল-চায়না গভর্নমেন্ট স্কলারশিপ।

এছাড়া কনফুসিয়াস স্কলারশিপ, কাউন্সিল রোড এন্ড বেল্ট স্কলারশিপ, মফকম স্কলারশিপ, কাস টাওয়াস স্কলারশিপ, ইউনিভার্সিটি প্রেসিডেন্সিয়াল স্কলারশিপ, প্রভিন্সিয়াল স্কলারশিপ, এন্টারপ্রাইস স্কলারশিপ, ইয়েস চায়না স্কলারশিপ সেইসাথে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিজস্ব কিছু স্কলারশিপের অফার করে থাকে।

এসব বৃত্তির আওতায় শিক্ষার্থীর টিউশন ফি, হোস্টেল ফি, স্বাস্থ্যবিমা, মাসিক ভাতা সব অন্তর্ভুক্ত থাকে।

চীনে পড়তে হলে হাতে গোনা কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া চীনা ভাষা শেখাটা বাধ্যতামূলক না। সেখানকার স্নাতকোত্তর ও পরবর্তী পর্যায়ে ইংরেজি ভাষায় পড়ানো হয়।

তবে জীবনযাপন সহজ করার জন্য চীনা ভাষা শেখা জরুরি বলে জানিয়েছেন সেখানকার শিক্ষার্থীরা।

ফয়সাল আহমেদ, চীনে পড়তে যাওয়ার আগেই বাংলাদেশ থেকে চীনা ভাষা শিখে যাওয়ায় সেটি তার ভীষণ কাজে লেগেছে। তিনি বলেন, আমি যে ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম সেখানে সব ইংরেজিতে পড়ালেও চীনা ভাষার দুটি কোর্স ছিল। সেজন্য আমাকে আলাদা করে ভাষার কোর্স করতে হয়নি। আমার সময়অর্থ দুটোই বেঁচেছে। তাছাড়া ভাষাটা জানা থাকায় সেখানকার স্থানীয়দের সাথে যোগাযোগ করতে, রাস্তাঘাটে চলাফেরায় খুব সুবিধা হয়।

এছাড়া কেউ যদি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় স্কলারশিপ ছাড়া পড়তে যান সেই খরচও বাংলাদেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের চাইতে তুলনামূলক কম।

চীনের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট ঘেঁটে জানা গিয়েছে স্নাতকে পড়তে ১৫ হাজার থেকে ৫০ হাজার ইউয়ান বা বাংলাদেশি টাকায় আড়াই লাখ থেকে আট লাখ টাকা পর্যন্ত খরচ হতে পারে।

তবে চীনে কেউ স্কলারশিপে পড়াশোনা করতে আসলে তাদের বৈধভাবে কাজের কোন সুযোগ নেই বলে জানিয়েছেন ফারিয়া নিশাত।

তিনি বলেন, এখানে পড়াশোনাকে ফুল টাইম জব ধরা হয়। কেউ যদি নিয়ম ভেঙ্গে কোথাও কাজ করতে গিয়ে ধরা পড়ে, তাহলে তার স্কলারশিপ বাতিল হয়ে যাবে। আর এখানে পড়ালেখার চাপ এত বেশি, পড়া সামলে কাজ করা বেশ কঠিন।

সাধারণত প্রথম কাতারের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য আইইএলটিএস বা এইচএসকে (চীনা ভাষার দক্ষতা পরীক্ষা) দরকার হয়। তবে কেউ যদি ইংরেজি মাধ্যমে লেখাপড়া করে থাকে, তাহলে এমওআই (মিডিয়াম অব ইন্সট্রাকশন) সনদ দিয়ে আবেদন করা যাবে। চীনের শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা দূতাবাসের ওয়েবসাইট কিংবা সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে আবেদন করা যেতে পারে।

তবে সেখানকার শিক্ষার্থীরা বলছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে আবেদন করলে স্কলারশিপ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে বেশি।

জার্মানি

উচ্চশিক্ষার জন্য ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের পছন্দের তালিকায় যুক্তরাজ্যের পরের অবস্থানেই রয়েছে জার্মানি। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে, জার্মানিতে বেশ কয়েকটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনির্দিষ্ট কিছু ডিগ্রি প্রোগ্রামে বিনা পয়সায় উচ্চশিক্ষা অর্জনের সুযোগ পাওয়া যায়। এছাড়া শিক্ষাবৃত্তির সুবিধাও রয়েছে। দেশটির প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে আছে টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি অব মিউনিখ, ফ্রি ইউনিভার্সিটি বার্লিন, হামবোল্ট ইউনিভার্সিটি অব বার্লিন, কেআইটি ইত্যাদি। ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি সামার সেশন এবং মে থেকে জুলাই উইন্টার সেশন এই দুই সময়কে টার্গেট করে আবেদন জমা দেয়ার পরামর্শ দিয়েছেন সেখানকার শিক্ষার্থীরা। তবে স্কলারশিপ ছাড়া জার্মানিতে পূর্ণ অর্থে পড়ালেখা করাটা বেশ ব্যয়বহুল। বিষয় ভেদে বছরে তিন হাজার থেকে ২৫ হাজার ইউরো টিউশন ফিস দিতে হতে পারে। অর্থাৎ সাড়ে তিন লাখ টাকা থেকে ত্রিশ লাখ টাকা পর্যন্ত খরচ হতে পারে।

এছাড়া প্রথম বছর থাকাখাওয়ার খরচ চালাতে আগে থেকেই প্রায় ১২ হাজার ইউরো বা প্রায় ১২ লাখ টাকার মতো সিকিউরিটি মানি জার্মানিতে নির্দিষ্ট ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দিয়ে রাখতে হয়। শিক্ষার্থীরা জার্মানিতে গেলে তাকে প্রতি মাসে ওই টাকা থেকে অল্প অল্প করে খরচ দেয়া হয়। তবে কাজ করার সুযোগ থাকায় অনেকে আংশিক স্কলারশিপ পেলেও জার্মানি চলে আসেন।

বাংলাদেশি শিক্ষার্থী আসিফ মাহমুদ বলেন, শিক্ষার্থী হিসেবে সপ্তাহে ২০ ঘণ্টা কাজের অনুমতি পান। এছাড়া তিনি তার গ্রীষ্মকালীন তিনমাস ছুটিতে এবং বছরে দুবার সেমিস্টার ব্রেকে ফুল টাইম কাজ করেন। তবে পুরো সময় কাজ করতে গিয়ে পড়াশোনার চাপ সামলাতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হচ্ছে তাকে।

তিনি বলেন, আমি আমার জমানো সব টাকা নিয়ে এখানে এসেছি। কিছু লোন করতে হয়েছে, সেটা শোধ করতেই কাজ করা। কেউ পুরো টিউশন ফিস দিয়ে আসতে পারলে সবচেয়ে ভালো হয়। কোর্সটা শেষ করতে পারলে দেশে হোক বা এখানে আমার ক্যারিয়ার প্রসপেক্ট অনেক ভালো হবে।

জার্মানরা ইংরেজি ভাষায় বেশ সাবলীল হলেও পার্ট টাইম কাজ করার ক্ষেত্রে জার্মান ভাষা শেখার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি। দেশটিতে যেতে জার্মান ভাষা শেখা বাধ্যতামূলক নয়। তবে ভাষাটি জানা থাকলে ছোট-বড় যেকোনো শহরেই কাজ পাওয়া সহজ হয়। জার্মানিতে পড়তে গেলে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় আইইএলটিএস করে যাওয়ার শর্ত দেয়।

তুরস্ক

উচ্চশিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় শিক্ষার্থীদের পছন্দের তালিকায় যুক্ত হয়েছে তুরস্কের নাম। এর একটি বড় কারণ বাংলাদেশের প্রথম সারির বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় তুরস্কের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার খরচ কম। এছাড়া বৃত্তির সুযোগও অনেক বেশি। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজ বিজ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রকৌশল, ব্যবসায়ে প্রশাসনের বিভিন্ন বিষয় সেইসাথে ইসলামের ইতিহাস এবং প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে স্নাতক, স্নাতকোত্তর, পিএইচডি এবং রিসার্চ প্রোগ্রামের সুযোগ রয়েছে।

তুরস্কে ২০৯ টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে । এরমধ্যে ১২৯টি সরকারি ও ৭৬টি বেসরকারি । এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের সবগুলোতেই বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের পড়ার সুযোগ রয়েছে । সেখানকার শিক্ষার্থীরা জানিয়েছে দেশটিতে বছরে দুই সেমিস্টারে ৫০ হাজার থেকে ৪ লাখ পর্যন্ত খরচ হয়। এছাড়া থাকা খাওয়ার খরচও থাকে নাগালের মধ্যেই

শিক্ষাবৃত্তি পেলে এই খরচটুকুও করতে হয় না। কেননা স্কলারশিপের আওতায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ও টিউশন ফি, এক বছরের তুর্কি ভাষা কোর্স ফি, থাকাখাওয়া, স্বাস্থ্যবিমা, মাসিক ভাতা, প্রথমবার যাওয়া ও পড়ালেখা শেষ করে দেশে ফেরার বিমান টিকিটের টাকা পাওয়া যায়। মাস্টার্স এবং পিএইচডির শিক্ষার্থীদের পরিবারসহ থাকার সুযোগ রয়েছে । স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা মাসে ৮০০ লিরা (প্রায় সাড়ে চার হাজার টাকা), স্নাতকোত্তরের শিক্ষার্থীরা মাসে ১১০০ লিরা (প্রায় ছয় হাজার টাকা) ও পিএইচডি শিক্ষার্থীরা মাসে ১৬০০ লিরা (প্রায় আট হাজার টাকা) পেয়ে থাকেন বলে জানা গিয়েছে। তুরস্কে বছরে সেপ্টেম্বর-ফেব্রুয়ারি সামার সেশন এবং মার্চ-জুন ফল সেশনে ভর্তি হওয়া যায়। সেই অনুযায়ী কয়েক মাস আগে থেকেই আবেদনের পরামর্শ দিয়েছেন সেখানকার শিক্ষার্থী হাফিজ মোহাম্মদ। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য নির্দিষ্ট বয়সসীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে দেশটির সরকার। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটের তথ্য বলছে, স্নাতকের জন্য আবেদন করতে শিক্ষার্থীর বয়স ২১ বছরের নিচে, স্নাতকোত্তরে আবেদনের বয়স ৩০ বছরের নিচে, পিএইচডিতে ৩৫ বছরের নিচে হতে হবে। এছাড়া রিসার্চ প্রোগ্রামের জন্য আবেদন করতে বয়স ৪৫ বছরের নিচে থাকার শর্ত দেয়া হয়েছে।

সেইসাথে ইংরেজি ভাষায় দক্ষতার ওপরও জোর দেয়া হয়েছে। মি. হাফিজ বলেন, তুরস্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ার মিডিয়াম তার্কিস তবে এখন প্রথম সারির প্রায় সবগুলো ইউনিভার্সিটির লেখাপড়া সম্পূর্ণ ইংরেজি মাধ্যমে হয়। ইংরেজি মাধ্যমে পড়তে হলে টোফেল, জিআরই নাহলে পিটিই স্কোর প্রয়োজন হয়। তবে আপনার পূর্বের ডিগ্রিটি ইংরেজি মাধ্যম থেকে হলে তুরস্কের বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ভর্তি পরীক্ষা দিয়েও উত্তীর্ণ হওয়া যায়।

তুরস্কে আইইএলটিএস স্কোর গ্রহণযোগ্য নয় বলে তিনি জানান।

তবে কেউ যদি তুরস্কে কাজ করে তার পড়াশোনার খরচ ও থাকা খাওয়ার খরচ মেটানোর কথা ভাবেন তাহলে সেই চিন্তা থেকে সরে আসার পরামর্শ দিয়েছেন মি. হাফিজ।

তিনি বলেন, তুরস্কে শিক্ষার্থীদের কাজের সুযোগ নেই বললেই চলে। বড় দুই একটি শহরে শিক্ষার্থীরা কাজ করতে পারলেও সেই আয় দিয়ে টিউশন ফি যোগানো সম্ভব না। খুব বেশি হলে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হতে পারে। তাই স্কলারশিপ না পেলে পুরো টিউশন ফি নিয়েই পড়তে আসতে হবে।

গত কয়েক বছর ধরে মার্কিন ডলার বিনিময়ে তুরস্কের মুদ্রার মান কমে যাওয়ায় সে সুযোগ আরও সংকুচিত হয়েছে বলে তিনি জানান।

কোরিয়া

সাম্প্রতিক বছরগুলোয় স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি করার জন্য বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা দক্ষিণ কোরিয়াকে বেছে নিচ্ছেন।

এর একটি কারণ হিসেবে শিক্ষার্থীরা বলছেন বিশ্ব র‍্যাংকিংয়ে কোরিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান উপরের দিকে রয়েছে। কিন্তু সে অনুযায়ী টিউশন ফি খুব বেশি নয়।

এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের আবাসনের ব্যবস্থা থাকায় থাকা খাওয়ার খরচ সীমিত। রাজধানী সোলের মতো বড় শহরের বাইরে অন্যান্য শহরগুলোতে বাসা ভাড়া নিয়ে থাকলেও খরচ কম হয় বলে জানিয়েছেন সেখানকার শিক্ষার্থীরা।

গত বছর দক্ষিণ কোরিয়ায় পড়তে এসেছেন ইবতিশাম রুমা। এই দেশটির প্রতি তার আগ্রহ মূলত জন্মেছিল কোরিয়ান টিভি সিরিজ ও পপ কালচারের প্রতি আগ্রহ থেকে।

তিনি বলেন, বিষয়টা হয়তো অবাক ঠেকতে পারে। কিন্তু কে-ড্রামা দেখেই আমার সাউথ কোরিয়া নিয়ে এতো আগ্রহ। যখন আব্বু আম্মু বলল যে বাইরে পড়াবে, আমি তখন এখানকার ইউনিভার্সিটিগুলো সার্চ করি। দেখি অনেক ইউনিভার্সিটি ওয়ার্ল্ড র‍্যাংকিংয়ে আছে। চাকরির সুযোগও খুব ভালো। তারপর আর দেরি করিনি।

মিস রুমা পূর্ণ টিউশন ফি দিয়েই এখানে পড়তে এসেছেন। তবে দেশটিতে বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য ২০০টির বেশি শিক্ষাবৃত্তির সুবিধা রয়েছে।

এর মধ্যে অন্যতম হল দেশটির ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশনের পরিচালিত গ্লোবাল কোরিয়া স্কলারশিপ প্রোগ্রাম (জিকেএস)।

এর মাধ্যমে বিদেশি শিক্ষার্থীদের বৃত্তিসহ কোরিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ দেওয়া হয়। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গেলে সাধারণত ইংরেজি ও কোরিয়ান দুটি ভাষার দক্ষতার প্রমাণপত্র দেখাতে হয়। দক্ষিণ কোরিয়ায় স্নাতক ডিগ্রির মেয়াদ সাধারণত তিন থেকে চার বছর, স্নাতকোত্তর ডিগ্রির মেয়াদ এক থেকে দুই বছর এবং পিএইচডি ডিগ্রির মেয়াদ তিন থেকে পাঁচ বছর হয়ে থাকে।

দেশটিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিতে গিয়ে নিজের অভিজ্ঞতার কথা জানান শাহাদাত হোসেন। তিনি বলেন, এখানে লেকচারভিত্তিক কোন পাঠদান হয় না। শিক্ষকরা প্রতিনিয়ত আমাদের অনেক টাস্ক দেন, এগুলো একেকটা পরীক্ষার মতো। এজন্য প্রচুর পড়া লাগে। তাই স্কলারশিপ পাওয়াটাই সব নয়। এই চাপ সামলে ভালো রেজাল্ট করাটা আসল পাওয়া। এদিকে শিক্ষার্থীরা তাদের উচ্চশিক্ষার গন্তব্য হিসেবে নেদারল্যান্ডস, পর্তুগাল, ডেনমার্ক, রাশিয়া, ইউক্রেন, ফিনল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ফ্রান্স, সুইডেন, হাঙ্গেরি, স্পেন, চেক রিপাবলিক, ইত্যাদি দেশকে বেছে নিচ্ছে।

ইউক্রেনের অধিকৃত খেরসন সফরে গেলেন রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন

খেরসন ঃ ইউক্রেনের রুশ-অধিকৃত খেরসন অঞ্চলের কিছু অংশ সফর করেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। এটিকে এক ‘বিরল’ সফর বলে সংবাদমাধ্যমে উল্লেখ করা হচ্ছে, যদিও মার্চ মাসে তিনি ইউক্রেনের আরেকটি রুশ অধিকৃত শহর মারিউপোলে এক আকস্মিক সফরে গিয়েছিলেন। ক্রেমলিন জানিয়েছে, খেরসনে মি. পুতিন সেনা কম্যান্ডারদের একটি বৈঠকে যোগ দিয়ে তাদের দেয়া রিপোর্ট শোনেন। মি. পুতিন এ ছাড়াও লুহানস্ক অঞ্চল সফর করেছেন বলে মনে করা হচ্ছে।

ক্রেমলিনের প্রকাশ করা ভিডিওতে দেখা যায়, মি পুতিন হেলিকপ্টারে করে এসে খেরসন অঞ্চলের একটি কন্ট্রোল রুমে এক বৈঠকে বক্তব্য রাখছেন।

ভিডিওর আরেকটি অংশে তাকে ভিন্ন পোশাকে অধিকৃত লুহানস্কের ভস্টকে ন্যাশনাল গার্ডের হেডকোয়ার্টার সফর করতেও দেখা যায়।

গত বছর ইউক্রেনের এ দুটি অধিকৃত অঞ্চলকে রাশিয়া তার অঙ্গীভূত করে নেয়।

খেরসন হচ্ছে ইউক্রেনের একমাত্র আঞ্চলিক রাজধানী যা রাশিয়া ২০২২এর ফেব্রুয়ারির অভিযানের পর দখল করতে পেরেছিল, কিন্তু বছরের শেষ দিকে রুশ বাহিনী শহরটি ছেড়ে চলে যায়। তবে শহর ত্যাগ করলেও খেরসনের কিছু অঞ্চল এখনো রুশ দখলে আছে।

এ সফরে মি. পুতিনের সাথে রুশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী সের্গেই শোইগু বা সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ ভ্যালেরি গেরাসিমভ ছিলেন না।

মস্কো বলেছে, নিরাপত্তা ঝুঁকির কারণে শীর্ষ সামরিক নেতারা একসঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রের কাছাকাছি যাননি।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট মিখাইলো পডোলিয়াক এক টুইট বার্তায় তার প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। তিনি বলেন, মি. পুতিন তার দোসরদের করা অপরাধ উপভোগ করার জন্য ইউক্রেনের অধিকৃত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত ভূখন্ডগুলো সফর করছেন।

রুশ প্রেসিডেন্টের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বলেন, এ সফরটি হয়েছে ১৭ই এপ্রিল। তবে ক্রেমলিনের ওয়েবসাইটে পোস্ট করা ভিডিও ফুটেজ তা সমর্থন করে না।

ওই ভিডিও ফুটেজে স্পষ্ট শোনা যায় যে মি. পুতিন বলছেন, ইস্টারের ছুটি আসছে...।

রাশিয়ায় অর্থডক্স চার্চ ইস্টার পালন করে ১৬ই এপ্রিল তাই এটি মি. পেসকভের দাবি করা তারিখের সাথে মেলে না।

পরে ক্রেমলিনের ওয়েবসাইটটির ভিডিওটি সম্পাদনা করে ইস্টারের ছুটি আসছে... কথাটি ফেলে দেয়া হয়।

সেনা দিবসের কুচকাওয়াজে ইসরাইলের বিরুদ্ধে নতুন করে হুমকি দিল ইরান

তেহরান ঃ মঙ্গলবার ইরানের বার্ষিক সেনা দিবস উপলক্ষে দেয়া এক ভাষণে ইসরাইলের বিরুদ্ধে পুনরায় হুমকি দিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি। তবে তিনি তার বক্তৃতায় সৌদি আরবের সমালোচনা করা থেকে বিরত ছিলেন, কারণ সৌদি আরবের সাথে বৈরিতার অবসান চায় তেহরান। ইব্রাহিম রাইসি যখন ওই হুমকি দিচ্ছিলেন, সে সময় ইরানের যুদ্ধবিমান এবং হেলিকপ্টারগুলি তেহরানের আকাশে মহড়া দিচ্ছিল এবং ইরানি সাবমেরিনগুলি সমুদ্রের বুক চিঁড়ে উপরে উঠে আসছিল। ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে এই সব দৃশ্য সরাসরি সম্প্রচারিত হয়। ইরানের আধাসামরিক বিপ্লবী গার্ড যারা বৃহত্তর মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে কাজ করে এবং লেবাননের হিজবুল্লাহর মতো ইরান-মিত্র মিলিশিয়া গোষ্ঠীগুলিকে সহায়তা করে, তারা ছাড়া দেশটির নিয়মিত সামরিক বাহিনী দিবসটি উদযাপন করে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর সাথে ইরানের বিপ্লবী গার্ডের মধ্যে প্রায়ই উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। অনুষ্ঠানে বক্তৃতায়, রাইসি ইসরাইলকে হুমকি দেন। বিশ্বশক্তির সাথে ইরানের পারমাণবিক চুক্তি ভেঙ্গে যাওয়ার পর থেকে, ইরানকে লক্ষ্যবস্তু করে ইসরাইল একের পর এক হামলা চালিয়েছে বলে তেহরান সন্দেহ করছে। রাইসি বলেন, শত্রুরা, বিশেষ করে ইহুদিবাদী শাসকগোষ্ঠী এই বার্তা পেয়েছে যে (আমাদের) দেশের বিরুদ্ধে যে কোনো ক্ষুদ্র পদক্ষেপও যদি নেয়া হয়, আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর তার কঠোর জবাব দেবে, এমনকি বন্দর নগরী হাইফা কিংবা তেল আবিব ধ্বংস করতেও তারা দ্বিধা বোধ করবে না। সুনির্দিষ্টভাবে সৌদি আরবের নাম উচ্চারণ না করলেও, রাইসি তার মন্তব্যে শান্তির প্রস্তাব করেন। সাত বছরের উত্তেজনার পর গত মার্চ মাসে, ইরান ও সৌদি আরব চীনে একটি কূটনৈতিক চুক্তিতে পৌঁছেছে । ওই চুক্তির মাধ্যমে, কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং পুনরায় দূতাবাস স্থাপন করতে সম্মত হয় দুই দেশ। সেই সময় থেকে, সৌদি আরবও ইয়েমেনের ইরান-সমর্থিত হুথি বিদ্রোহীদের সাথে বন্দী বিনিময়ে রাজি হয়। তারা আশা করছে, এই ধরনের চুক্তির ফলে ওই দেশের বছরের পর বছর ধরে দীর্ঘ প্রক্সি যুদ্ধের অবসান ঘটবে।

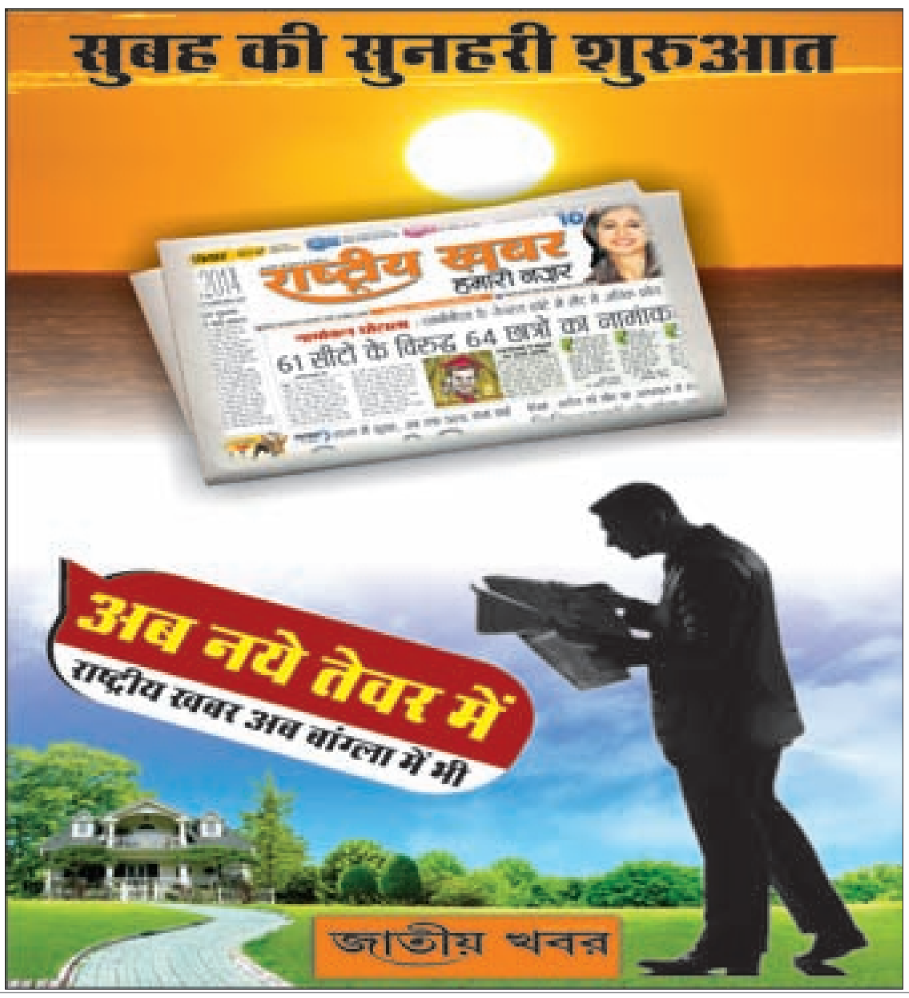

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
বৃহস্পতিবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
20:04:2023

দেশের দশের কথা
রাজনীতির তোলপাড়

বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান চালানোর আইনগত ভিত্তি কী?

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশে সম্প্রতি বিদ্যানন্দ ফাউন্ডেশন নামে একটি শিক্ষা বিষয়ক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম নিয়ে নানা ধরণের অভিযোগ ও বিতর্ক দেখা দিয়েছে। এই বিতর্কের পক্ষে একদল অভিযোগ তুলেছে যে, বিদ্যানন্দের কার্যক্রমে অস্বচ্ছতা এবং অনিয়ম রয়েছে। অন্য দল বলছে, এই প্রতিষ্ঠানটির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করতেই এমন প্রচারণা চালানো হচ্ছে। সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিদ্যানন্দ ফাউন্ডেশনের বিরুদ্ধে এক ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন কার্যক্রমে সুবিধাভোগী হিসেবে উপস্থাপন এবং বঙ্গবাজারের আগুনে পোড়া কাপড়ের গয়না তৈরি নিয়ে অভিযোগ ও সমালোচনা হয়। তবে প্রতিষ্ঠানটি বরাবরই এ ধরণের অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবামূলক প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে হলে নিবন্ধন থাকাটা বাধ্যতামূলক। স্বেচ্ছাসেবামূলক প্রতিষ্ঠান পরিচালনা সম্পর্কিত বেশ কিছু আইনও রয়েছে। একই সাথে এসব প্রতিষ্ঠান গঠন, পরিচালনা এবং তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য বেশ কিছু সরকারি প্রতিষ্ঠানও রয়েছে। কোন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের এখতিয়ারও এসব প্রতিষ্ঠানের রয়েছে। বাংলাদেশের সমাজসেবা অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, দেশের ৬৮টি জেলা থেকে এ পর্যন্ত ৬৯,৯৯৬টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে নিবন্ধন দেয়া হয়েছে।

যুদ্ধের তীব্রতায় রাজধানী খার্তুম থেকে পালাচ্ছে প্রচুর মানুষ

খার্তুম ঃ সুদানে সামরিক বাহিনীর দুটো গ্রুপের মধ্যে পঞ্চম দিনের মতো লড়াই অব্যাহত থাকায় রাজধানী খার্তুম থেকে প্রচুর সংখ্যক বাসিন্দা নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাচ্ছে।
রাজধানীর একেবারে কেন্দ্রেও তীব্র সংঘর্ষের খবর পাওয়া যাচ্ছে।
শহরের ভেতরে প্রচণ্ড গোলাগুলি এবং আকাশে গর্জন করে যুদ্ধবিমান উড়তে শোনা যাচ্ছে।
সেনাবাহিনীর সদরদপ্তর ও বিমানবন্দরের আশেপাশে লড়াই এর খবর পাওয়া যাচ্ছে।
এর আশেপাশের আবাসিক এলাকাগুলোতে লোকজন প্রাণ বাঁচাতে ঘরের ভেতরে আশ্রয় নিয়েছে।
এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় বিবদমান দুটো পক্ষের মধ্যে ২৪ ঘণ্টা অস্ত্রবিরতির যে সমঝোতা হয়েছিল তা ব্যর্থ হয়েছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে এটি কার্যকর হওয়ার কথা ছিল।
সংবাদদাতারা বলছেন, সংঘর্ষের কারণে বেসামরিক লোকজন তাদের বাড়িঘরের ভেতরে আটকা পড়ে আছেন।
যুদ্ধ অব্যাহত থাকায় তাদের সংগ্রহে থাকা খাদ্য ও খাবার জলও দ্রুত ফুরিয়ে আসছে।
খার্তুমের ভেতরে নতুন করে একের পর বিস্ফোরণের পর তারা এখন এই শহর থেকে বের হয়ে যাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছেন। সামরিক বাহিনীর ভেতরে ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে শীর্ষ দুই জেনারেলের গ্রুপের মধ্যে এই লড়াই চলছে।
তারা হচ্ছেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আবদেল ফাত্তাহ আল বুরহান এবং আধাসামরিক বাহিনী আরএসএফের প্রধান জেনারেল মোহাম্মদ হামদান দাগালো। জেনারেল দাগালোর আরএসএফ বাহিনীর যোদ্ধারা সাঁজোয়া যান ও পিকআপ ট্রাকে শহরের রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে দেখা যাচ্ছে।
অন্যদিকে সেনাবাহিনীর বিমান থেকে আরএসএফের টার্গেট লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হচ্ছে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিমানবন্দরের আশেপাশের রাস্তায় বহু মৃতদেহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে।
খবরে বলা হচ্ছে, যুদ্ধের কারণে প্রায় ৩৯টি হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা দেওয়া বন্ধ হয়ে গেছে।
সুদানে ডাক্তারদের এক সমিতি বলেছে রাজধানী খার্তুম ও আশেপাশের রাজ্যে ৫৯টি হাসপাতালের মধ্যে ৩৯টিতে বোমা পড়েছে কিম্বা সেখান থেকে লোকজনকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।
ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে সেন্ট্রাল কমিটি অব সুদানিজ ডক্টরস বলছে ২০টি হাসপাতালে পুরোপুরি কিম্বা আংশিক চিকিৎসা সেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।
এই পরিস্থিতিতে জাতিসংঘ এবং বিদেশী দূতাবাসগুলো তাদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করছে।
জাতিসংঘ বলছে সংঘর্ষে এপর্যন্ত অন্তত দু'শ জন নিহত হয়েছে।
যোদ্ধারা বিভিন্ন ত্রাণ সংস্থার কার্যালয় দখল করে নিয়েছে।
নরওয়েজিয়ান রিফিউজি কাউন্সিলের প্রধান ইয়ান এগেলান্ড বিবিসিকে বলেছেন সুদানে বড় ধরনের মানবিক সঙ্কট তৈরি হয়েছে। যুদ্ধের কারণে লোকজনকে সাহায্য করাও অসম্ভব হয়ে পড়েছে।
তিনি জানান লড়াই শুরু হওয়ার আগে দেড় কোটিরও বেশি মানুষের মানবিক ত্রাণ সাহায্যের প্রয়োজন হতো, কিন্তু সংঘাত শুরু হওয়ার পর সব ধরনের ত্রাণ তৎপরতা দৃশ্যত বন্ধ হয়ে গেছে।
তিনি বলেন তাদের অন্তত চারজন সহকর্মী নিহত হয়েছেন, এবং তাদের অনেক গুদাম লুট হয়ে গেছে।
ত্রাণকর্মীদের অনেকেই প্রাণের ভয়ে লুকিয়ে আছেন, বলেন এগেলান্ড।
কেনিয়া, জিবুতি এবং দক্ষিণ সুদানের নেতারা যুদ্ধ থামানোর লক্ষ্যে দুই জেনারেলের মধ্যে মধ্যস্থতার চেষ্টা করছেন।
তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে তারা তাদের পরিকল্পিত সুদান সফর বাতিল করেছেন।
সুদানে ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের সামরিক অভ্যুত্থানের পর থেকে জেনারেলদের একটি কাউন্সিল দেশটি পরিচালনা করছে।
এই কাউন্সিলের শীর্ষ দুই সামরিক নেতাকে ঘিরেই এই লড়াই।
এরা হলেন সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান ও প্রেসিডেন্ট জেনারেল আবদেল ফাত্তাহ আল বুরহান এবং দেশটির উপনেতা ও আরএসএফ কমান্ডার জেনারেল মোহাম্মেদ হামদান দাগালো।
এই দুই জেনারেল দেশটি পরিচালনা করে আসছিলেন। কিন্তু এক পর্যায়ে আগামীতে দেশটি কিভাবে পরিচালিত হবে এবং দেশটির বেসামরিক শাসনে ফিরে যাওয়ার প্রস্তাবনা নিয়ে এই দুই নেতার মধ্যে বিরোধ তৈরি হয়।
প্রায় এক লাখ সদস্যের র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেসকে সেনাবাহিনীতে একীভূত করার পরিকল্পনা এবং তার পরে নতুন এই বাহিনীর নেতৃত্বে কে থাকবে তা নিয়েই মূলত এই বিরোধ।
নতুন বাহিনীতে কে কার অধীনে কাজ করবেন তা নিয়ে বিরোধের জের ধরেই এই সম্প্রতি দেশটিতে উত্তেজনা তৈরি হয়।
পরিস্থিতি সামাল দিতে বিভিন্ন স্থানে আরএসএফ বাহিনীর সদস্যদের মোতায়েন করা হয়।
এই সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে পারেনি সুদানি সেনাবাহিনী। তারা এটিকে তাদের জন্য হুমকি হিসেবে মনে করে।
তার জের ধরেই শনিবার সকাল থেকে লড়াই শুরু হয়। তবে কোন পক্ষ প্রথম আক্রমণ করেছে তা স্পষ্ট নয়।

চীন ও রাশিয়া মিলে আমেরিকান ডলারের আধিপত্য চ্যালেঞ্জ করতে পারবে?

বেইজিং ঃ বিশ্ব জুড়ে বৈদেশিক বাণিজ্যের লেনদেনে ডলার প্রধান মুদ্রা হলেও রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ নতুন এক পরিস্থিতির ইঙ্গিত দিচ্ছে। সেটি হচ্ছে, আমেরিকান ডলারের আধিপত্য খর্ব করার জন্য সক্রিয় হয়েছে চীন ও রাশিয়া। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে রাশিয়ার নিষেধাজ্ঞা ও পাল্টা নিষেধাজ্ঞার প্রভাব পড়েছে মুদ্রাবাজারে। অনেক দেশ আন্তর্জাতিক লেনদেনে ডলারের বিকল্প হিসাবে নিজেদের মুদ্রা ব্যবহার করার চেষ্টা করছে।
বর্তমান বিশ্বে ব্যাংকগুলোর মোট রিজার্ভের ৭০ শতাংশই রয়েছে ডলারের দখলে। বড় অর্থনীতির নিজেদের মুদ্রা চালুর এই চেষ্টায় কি ডলারের সেই আধিপত্য কমবে?
ইউক্রেনে হামলা করার জেরে পশ্চিমা দেশগুলো রাশিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার পর থেকেই তারা ঘোষণা করেছে, গ্যাস বা তেল বিক্রির অর্থ এখন থেকে রুবলে পরিশোধ করতে হবে। এর ফলে বিনিময় মূল্য কমে যাওয়ার বদলে বরং আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে রুবল।
চীন, ভারত ও তুরস্কের মতো বড় অর্থনীতির দেশ রাশিয়া থেকে রুবলে তেল ও গ্যাস কিনছে। এমনকি ইউরোপীয় দেশগুলোও রুবলে রাশিয়াকে অর্থ পরিশোধ করতে বাধ্য হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরবের পর রাশিয়া সবচেয়ে বেশি তেল রপ্তানি করে থাকে।
রাশিয়ার অর্থায়নে বাংলাদেশে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করা হচ্ছে, সেটার ঋণ চীনা মুদ্রা ইউয়ানে পরিশোধের ব্যাপারে বাংলাদেশ ও রাশিয়া সম্মত হয়েছে বলে বাংলাদেশের গণমাধ্যমগুলো বলছে।
ডলারের বিকল্প খুঁজতে শুরু করেছে ইরান, চীন, ব্রাজিল, সৌদি আরব, মালয়েশিয়া। যুক্তরাজ্য, জার্মানি, সিঙ্গাপুরসহ ১৮টি দেশের সঙ্গে টাকাতে লেনদেনের একটি চুক্তি করেছে ভারত।
আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) সাবেক অর্থনীতিবিদ ও ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের স্ট্রাটেজিস্ট ডেভিড উ বলছেন, 'রাশিয়ার ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার কারণে আন্তর্জাতিক বিনিময় মুদ্রা হিসাবে ডলার নিয়ে অনেক দেশ ভাবতে শুরু করেছে।'
'রাশিয়া ডলারের বদলে রুবলে লেনদেনের চেষ্টা করছে। চীনও বৈদেশিক বাণিজ্যে ইউয়ান ব্যবহারের চেষ্টা করছে, কারণ তারাও চিন্তা করতে শুরু করেছে, কোনদিন যদি তাদের অবস্থা রাশিয়ার মতো হয়, তখন কী হবে? ফলে কোন কোন অনেক দেশ নিজেদের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যে ডলারের বিকল্প ব্যবহারের চেষ্টা করছে।'
সৌদি আরব থেকে ইউয়ান ব্যবহার করে তেল কেনার বিষয়ে আলোচনা করছে চীন। এর মধ্যেই তারা ফ্রান্সের টোটাল এনার্জির সঙ্গে ইউয়ানে লেনদেন শুরু করেছে। গত মার্চ মাসে ব্রাজিল ও চীন একটি যুক্তি করেছে, যে চুক্তির বলে দুই দেশের বাণিজ্যের লেনদেন নিষ্পত্তিতে পরস্পরের মুদ্রা ব্যবহার করা হবে।
ইরান, ভেনেজুয়েলা ও রাশিয়ার মতো দেশগুলোয় পণ্য বিনিময়ে ২০১৮ সালে সাংহাই ইন্টারন্যাশনাল এনার্জি এক্সচেঞ্জ স্থাপন করেছে চীন, যেখানে তারা রেনমিনবি বা আরএনবিতে লেনদেন করছে। আহসান এইচ মনসুর বলছেন, 'একটা প্রচেষ্টা চলছে, সেটা বলা যায়। কিন্তু সত্যিকারে ডলারের জন্য কোন হুমকি তৈরি করবে কিনা, তা বুঝতে হলে আরও অপেক্ষা করতে হবে।'
বিশ্লেষকরা ধারণা করছেন, অগাস্ট মাসে ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকাকে নিয়ে গঠিত জোট ব্রিকসের যে সম্মেলন রয়েছে, সেখানে ডলারের বিকল্প মুদ্রায় লেনদেনের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পেতে পারে।
বর্তমান বিশ্বে রিজার্ভ মুদ্রা হিসাবে ডলারের অবস্থান প্রায় ৭০ শতাংশ। এরপরেই রয়েছে ইউরো, পাউন্ড, অস্ট্রেলিয়ার বা কানাডার মুদ্রা, ইয়েনের অবস্থান। বাংলাদেশের আমদানির ৮৫ শতাংশ আর রপ্তানির ৯৭ শতাংশ ডলার ব্যবহার করে করা হয়।
বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্টের ২০১৯ সালের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, বিভিন্ন দেশের মধ্যে সরাসরি নিজেদের মুদ্রা বিনিময়ের সুযোগ থাকলে ঝুঁকি এবং বাণিজ্যিক খরচ কমে আসে। যদিও বাংলাদেশে সেরকম কোন প্রচেষ্টা শুরু হয়নি।
বাংলাদেশের পলিসি রিসার্চ ইন্সটিটিউটের নির্বাহী পরিচালক আহসান এইচ মনসুর বিবিসি বাংলাকে বলছেন, গত ২০৩০ বছর ধরেই ডলারের বিকল্প মুদ্রার বিষয়ে নানা আলোচনা হয়েছে। কিন্তু তাতে এখনো কোন সফলতা আসেনি।
' ইউরো ইউরোপের অনেকগুলো দেশের একক মুদ্রা হলেও এসব দেশের অর্থনীতিতে আলাদা আলাদা নীতি আছে। সব দেশের অর্থনীতিও একরকম নয়। ফলে ইউরোর পক্ষে সারা বিশ্বের একটি মুদ্রা হয়ে ওঠা অনেক চ্যালেঞ্জের। চীনের পক্ষে সেটা সম্ভব ছিল, কিন্তু রাজনৈতিক কারণে, নিজেদের অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য তারা সেটা চায় না,'' তিনি বলছেন।
ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অব নিউইয়র্কের গবেষণায় দেখা গেছে, ইউরোপের দেশগুলোয় ইউরো ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হলেও অন্য অঞ্চলে এর ব্যবহার অনেক কম। ফলে সম্ভাবনা থাকলেও ডলারের বিপরীতে সেটি শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারেনি।
এক্ষেত্রে চীন একটি বিকল্প হয়ে উঠতে পারতো। কিন্তু নিজেদের অর্থনৈতিক নীতির কারণেই চীন সেটা চায় না।
আহসান এইচ মনসুর বলছেন, 'চীনের মুদ্রা কিন্তু এখনো পুরোপুরি বিনিময়যোগ্য মুদ্রা হিসাবে চালু হয়নি। চীন কী সেটা করবে? তারা বরং তাদের ক্যাপিটাল ধরে রাখতে চায়, নিজেদের অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায়। এরকম চিন্তায় তাদের মুদ্রা কখনো পুরোপুরি আন্তর্জাতিক মুদ্রা হয়ে উঠতে পারবে না,' বলেন মি. মনসুর।
এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো, কোন দেশ যদি তার মুদ্রাকে ডলারের বিপরীতে আন্তর্জাতিক মুদ্রা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তাহলে তাকে বৈদেশিক মুদ্রার চলতি হিসাবের বড় ঘাটতি মেনে নিতে হবে। অর্থাৎ তার দেশে ওই মুদ্রা যতটা আসে, তার চেয়ে বেশি মুদ্রা দেশের বাইরে চলে যাবে।বর্তমানে ডলারের হিসাবে যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় চলতি হিসাবের ঘাটতির দেশ। অন্যদিকে চীন হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় চলতি হিসাবে সমৃদ্ধ দেশ।
অর্থনীতিবিদ ডেভিড উ বলছেন, '' চীনের মতো রপ্তানি নির্ভর দেশগুলো কখনো চাইবে না, ডলারের বিপরীতের তাদের মুদ্রার মান বেড়ে যাক। সেটা হলে তাদের রপ্তানি আয় ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ঠিক একই কারণে সেটা করতে চায় না জাপানের মতো দেশও।''
অর্থনীতিবিদরা বলছেন, ডলারের মতো করে কোন দেশ নিজেদের মুদ্রাকে আন্তর্জাতিক রিজার্ভ মুদ্রা হিসাবে ব্যবহার করতে চাইলে চলতি হিসাবের বিশাল ঘাটতি তৈরি হবে।
''যুক্তরাষ্ট্র সেটা করতে রাজি আছে। কিন্তু চীন, জাপানের মতো দেশ, যাদের এখন বৈদেশিক মুদ্রার বিশাল মজুদ আছে, তারা কখনোই চাইবে না, তাদের নিজেদের মুদ্রা মান বাড়িয়ে চলতি হিসাবে বিশাল ঘাটতি তৈরি হোক, বলছেন আইএমএফের সাবেক অর্থনীতিবিদ ও ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের স্ট্রাটেজিস্ট ডেভিড উ।
তিনি বলছেন, 'অনেক দেশ এখন নিজেদের মুদ্রায় লেনদেন করার চেষ্টা করছে, কিন্তু তার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মুদ্রা হিসাবে বা রিজার্ভের মাধ্যম হিসাবে তারা ডলারের সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারবে বলে আমি মনে করি না। কারণ এখনো ডলারকে যেভাবে বিশ্বের দেশগুলো তাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হিসাবে ব্যবহার করে, অন্য কোন মুদ্রাও সেই অবস্থায় এখনো যেতে পারেনি,' বলছেন মি. উ।
ফলে আপাতত ডলারের জন্য এখনো বিশ্ববাজারে বড় কোন হুমকি দেখছেন না মি, উ।
'আমরা জানি ডলারের অনেক সমস্যা আছে, কিন্তু আর কোন মুদ্রা কি আছে, যেটা ডলারের চেয়ে সমস্যা কম এবং ডলারকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে? এখনো তেমনটা দেখছি না।'

আমরা গুপ্তচরবৃত্তি করি না, বলছে চীনা নজরদারি প্রযুক্তি কোম্পানি হিকভিশন

বেইজিং (এজেন্সী) ঃ চীনের বৃহৎ এক নজরদারি প্রযুক্তি কোম্পানি হিকভিশন চীনা গুপ্তচরবৃত্তিতে সহায়তার অভিযোগ অস্বীকার করেছে। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছে এ ধরণের প্রযুক্তি অন্য নামে বিক্রির মাধ্যমে হিকভিশন চীনা গুপ্তচরবৃত্তিতে সহায়তা করে বলে সম্প্রতি ফাঁস হওয়া পেন্টাগনের এক দলিলে অভিযোগ করা হয়। বিবিসির প্রশ্নের উত্তরে হিকভিশন এরকম কাজে যুক্ত থাকার অভিযোগ অস্বীকার করে। তবে তারা চীনা ইন্টেলিজেন্স সংস্থার সঙ্গে কাজ করে কীনা, সেই প্রশ্নের উত্তর দেয়নি।
হিকভিশন বিশ্বের নজরদারি প্রযুক্তির ক্যামেরার সবচেয়ে বড় কোম্পানি এবং তাদের সঙ্গে চীনের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।
হিকভিশন তাদের পণ্য বিভিন্ন কোম্পানির কাছে বিক্রির জন্য দেয়, যারা আবার এগুলো বিভিন্ন দেশের সরকার এবং কোম্পানির কাছে বিক্রি করে।
এই বিক্রেতারা অনেক সময় তাদের পণ্যের 'রিব্রান্ডিং' করে, যে প্রক্রিয়াটিকে 'হোয়াইট লেবেলিং' বলে বর্ণনা করা হয়। যদিও ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই 'হোয়াইট লেবেলিং' বেশ প্রচলিত, তারপরও হিকভিশনের এ ধরণের কাজ তীব্র মনোযোগের কেন্দ্রে আসে চীনা রাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক এবং উইঘুর মুসলিমদের ওপর নজরদারিতে তাদের ক্যামেরা ব্যবহারের কারণে।
যুক্তরাষ্ট্র সরকার এর আগে হিকভিশনের পণ্য তাদের সরকারি সাপ্লাই চেইনে নিষিদ্ধ করেছিল। কিন্তু গত বছরের নভেম্বরে সরকার এক্ষেত্রে আরও কঠোর পদক্ষেপ নেয় এবং পুরো দেশজুড়েই হিকভিশনের পণ্য নিষিদ্ধ করে।
যুক্তরাষ্ট্র সরকার এক্ষেত্রে নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগের কথা উল্লেখ করেছে।
যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ফাঁস হওয়া এক দলিলে বিবিসি দেখতে পেয়েছে, হিকভিশনকে 'চীনা ইন্টেলিজেন্স সংস্থার সঙ্গে যুক্ত' একটি প্রতিষ্ঠান বলে বর্ণনা করা হয়েছে।
এতে আরও বলা হয়, হিকভিশন যাদের মাধ্যমে তাদের পণ্য বিক্রি করে, তাদেরকে ব্যবহার করে ভিন্ন পরিচয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী প্রতিষ্ঠানে পণ্য সরবরাহকারীদের কাছে তাদের প্রযুক্তি বিক্রি করছে।
ফাঁস হওয়া দলিলে আরও বলা হয়, এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা দফতরে বেইজিং এর জন্য তথ্য পাচারের নানা 'বাহক' তৈরি হচ্ছে।
এতে আরও দাবি করা হয়, গত জানুয়ারিতেও যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী ক্রেতাদের কাছে হিকভিশনের প্রযুক্তি ভিন্ন নামে পাওয়া যাচ্ছিল।
বিবিসির এক প্রশ্নের জবাবে হিকভিশনের এক মুখপাত্র জানান, তারা ব্যবসা চালানোর জন্য আইন ভঙ্গ করেনি, এখনো করছে না বা ভবিষ্যতেও করবে না। হিকভিশন বলেছে, তাদের প্রযুক্তি 'হোয়াইট লেবেলিং' বা ভিন্ন নামে বা ব্রান্ডে বিক্রির বিরুদ্ধে তাদের সুস্পষ্ট নীতি এবং অবস্থান অনেকদিন ধরেই কার্যকর আছে।
কোম্পানিটি বলছে, তারা বহু বছর ধরেই যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সঙ্গে কাজ করছে যাতে তাদের পণ্য সরকারী সাপ্লাই চেইনের বাইরে থাকে, এবং যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছে তাদের ক্যামেরা যেন কখনোই নিয়ম ভেঙ্গে বিক্রি করা না হয়। তবে চীনা গুপ্তচর সংস্থার সঙ্গে হিকভিশনের সম্পর্ক আছে কিনা, এবং গ্রাহকদের তথ্য তারা এই গুপ্তচর সংস্থার কাছে পাচার করে কিনা, সে প্রশ্নের কোন উত্তর এই মুখপাত্র দেননি।
হিকভিশন এর আগে বহুবার বলেছে, তারা কোন সরকারেরই জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি নয়। এর আগে তারা এমন কথাও বলেছিল, তারা গ্রাহকদের কাছে পৌঁছানো তথ্য পায় না, কাজেই এসব তথ্য তারা তৃতীয় কোন পক্ষের কাছে পাঠাতে পারে না।
হিকভিশনের সবচেয়ে বড় অংশীদার হচ্ছে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন 'চায়না ইলেকট্রনিক টেকনোলজি গ্রুপ কর্পোরেশন'।
চীন এখন পুরো দেশজুড়ে নজরদারির এক বিশাল নেটওয়ার্ক গড়ে তুলছে। ফলে সরকারের কাছে এধরণের প্রযুক্তি সরবরাহের বহু শত কোটি ডলারের কাজ পেয়েছে হিকভিশন। এরমধ্যে শিনজিয়াং এর মতো এলাকাও আছে, যেখানে চীনা সরকার উইঘুরদের বিরুদ্ধে গণহত্যা চালাচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে।
সমালোচকরা বলছেন, সংখ্যালঘু মুসলিমদের বিরুদ্ধে চীন যে নিপীড়ন চালাচ্ছে, হিকভিশন তাতে সহায়তা করেছে। পশ্চিমা দেশগুলোতে সম্প্রতি হিকভিশনের বিরুদ্ধে সন্দেহ বেড়েছে, এবং এসব দেশে হিকভিশনের প্রযুক্তি যাতে ব্যবহৃত হতে না পারে, সেই চেষ্টা চলছে। যুক্তরাজ্যে গত নভেম্বরে সরকারি দফতরগুলোকে নির্দেশ দেয়া হয়, স্পর্শকাতর স্থানে যেন চীনা কোম্পানির নজরদারি ক্যামেরা বসানো না হয়। যেখানে এরকম ক্যামেরা এরই মধ্যে বসানো হয়েছে, সেগুলো সরিয়ে নিতে বলা হয়।
অস্ট্রেলিয়ান সরকারও ফেব্রুয়ারিতে জানিয়েছিল, তারা প্রতিরক্ষা স্থাপনাগুলো হতে চীনা নির্মিত নজরদারি ক্যামেরা সরিয়ে নেবে।